চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 161 Sunday, 12 May, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ১৬১ সংখ্যা ✻ ২৯ বৈশাখ , ১৪৩১ রবিবার, ১২ মে, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

বেশ কয়েক বছর পর সুন্দরবনের বিভিন্ন জমিতে চাষ হতে দেখা গেল ফুটি নামে একটি ফলের।এখন সেভাবে দেখা যায় না এই ধরনের ফলের। ...বিস্তারিত পাতা ২

বাংলায় প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্নের সাথে পরিচয় আছে প্রত্যেকের। যেমন তৃণমূলের ঘাস ফুল, বিজেপির পদ্মফুল, জাতীয় কংগ্রেসের হাত কিম্বা সিপিআইএমের কাস্তে হাতুড়ি তারা। ....বিস্তারিত পাতা ৫

মালঞ্চপাড়া রোড ও নবদ্বীপের অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র পোড়ামা প্রাঙ্গণে রাতের অন্ধকারে একের পর এক দোকানে তালা ভেঙে চুরির ঘটনায় তীব্র চঞ্চল্য। ..বিস্তারিত পাতা ৭

রোম ওপেনে খেলতে গিয়ে আঘাত পেলেন নোভাক জকোভিচ। টুর্নামেন্টে ফরাসি খেলোয়াড় কোরেন্টিন মৌতেতকে হারিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'সিবিআই-র অত্যাচারে মারা গিয়েছিলেন সুলতান আহমেদ' তোপ দাগলেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১১ মে ঃ ভোটপ্রচারে বিস্ফোরক সিবিআই-র বিরুদ্ধে করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, সিবিআইয়ের চাপে মৃত্যু হয়েছে প্রাক্তন সাংসদ সুলতান আহমেদের। শনিবার প্রাক্তন সাংসদের স্ত্রী তথা উলুবেড়িয়ার তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনেই প্রচারে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সেখান থেকেই কেন্দ্রের মোদি সরকার এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। সভামঞ্চে সাজদা আহমেদের জন্য ভোট চাইতে গিয়ে অভিষেকের বিস্ফোরক অভিযোগ, এই উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের মানুষের সর্বক্ষণের কর্মী, সাথী ছিলেন সুলতান আহমেদ। সিবিআই দিয়ে অত্যাচার করিয়ে মানুষটাকে মারা হয়েছে। এর পরই তাঁর আর্জি, তাঁর সহধর্মিনী আপনাদের কাছে শুধু সমর্থন চাইতে নয়, বিজেপিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য আশীর্বাদ, দোয়া চাইতে এসেছেন। ২০১৭ সালে মৃত্যু হয়েছিল উলুবেড়িয়ার তৃণমূল সাংসদ সুলতান আহমেদের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গীর নাম জড়িয়েছিল নারদ কাণ্ডে। তদন্তে নামে সিবিআই। সেই তদন্ত চলাকালীনই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল সুলতানের। সেই মৃত্যু নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেছিলেন, নারদ তদন্তের জন্য খুবই টেনশনে ছিলেন সুলতান। মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, চাপ সহ্য করতে না পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় উলুবেড়িয়ার সাংসদের। প্রাক্তন এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রতি সিবিআই কতটা অমানবিক, তা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন মমতা। দলীয় সাংসদের মৃত্যুতে দলনেত্রীর থেকে একধাপ এগিয়ে সিবিআইকে কার্যত কাঠগড়ায় তুলেছিলেন সুব্রত বক্সিও। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতির অভিযোগ, কেন্দ্র সরকারের অঙ্গুলিহেলনে তদন্তের নামে মানসিক চাপে ফেলা হয় সুলতানকে। সারদা-নারদের নাম করে গত কয়েক মাস ধরে তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে সুলতানকে ব্যতিব্যস্ত করা হয়। যার জেরে তিনি পরিবার ও সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এবার ভোটের আবহে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন অভিষেকও। তিনি যখন সুলতানের মৃত্যুর কথা বলছেন, তখন দেখা যায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছিলেন তাঁর স্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রার্থী সাজদা আহমেদ।

মোদির বদলে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসবেন অমিত শাহ! বিস্ফোরক আপ সুপ্রিমোর

নয়াদিল্লি, ১১ মে ঃ বিজেপি ক্ষমতায় এলেও প্রধানমন্ত্রী পদে মোদির মেয়াদ আর মাত্র কয়েক মাস। বিস্ফোরক দাবি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আপ সুপ্রিমোর দাবি, সেপ্টেম্বরেই দিল্লির মসনদে মোদির বদলে বসবেন তাঁরই অনুচর অমিত শাহ। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, ওরা বলছে ইন্ডিয়া জোট জিতলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, আমার প্রশ্ন, আপনাদের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? কেজরির যুক্তি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বয়স ৭৫ বছর হচ্ছে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর। তিনি নিজেই নিয়ম করেছেন ৭৫ বছর বয়স হলেই দলের নেতারা অবসর নেবেন। লালকৃষ্ণ আডবানী, মুরলী মনোহর জোশী, সুমিত্রা মহাজন, যশবন্ত সিনহারা এই নিয়মের বলি হয়েছেন। এবার তাহলে ১৭ সেপ্টেম্বর মোদিও অবসর নেবেন। এর পরই কেজরিওয়ালের কৌশলী প্রশ্ন, মোদি অবসর নিলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? মোদির গ্যারান্টি কে পূরণ করবেন? অমিত শাহ করবেন কী? নিজের বিশ্বস্ত সঙ্গী অমিত শাহকে কুরসিতে বসাবেন মোদি। মনে রাখবেন, আপনি কিন্তু মোদিকে ভোট দিচ্ছেন না। ভোট দিচ্ছেন অমিত শাহকে। মোদি ভোট চাইছেন অমিত শাহর জন্য। আসলে এবারের লোকসভা নির্বচনে বিজেপির সবচেয়ে ব। ইউএসপিই হল মোদির ভাবমূর্তি। কৌশলে সেই ভাবমূর্তিকেই অকেজো করে দিতে চাইলেন কেজরি। এখানেই শেষ নয়, তিনি দাবি করেছেন, নরেন্দ্র মোদি ' দেশ-এক নেতা'র ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। আপ সুপ্রিমোর বিস্ফোরক দাবি, বিরোধী নেতাদের তো বটেই দলের অন্দরে নিজের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও ছাড়বেন না মোদি। কেজরির দাবি, লালকৃষ্ণ আডবানী, মুরলী জোশী, শিবরাজ চৌহান, বসুন্ধরা রাজে, খাট্টার, রমণ সিংদের রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ করে দিয়েছেন। এবার যোগী আদিত্যনাথের পালা। মোদি ক্ষমতায় ফিরলে দুমাসের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের কুরসিতে অন্য কাউকে বসাবেন। যদিও এর পালটা এসেছে বিজেপির তরফেও। বিজেপির মুখপাত্র শুধাংশু ত্রিবেদী বলছেন, জানি না অ্যালকোহলের নেশার ঘোরে এই ধরনের কথা বলছেন কিনা। তাও ভালো কেজরিওয়াল মেনে নিচ্ছেন বিজেপিই আবার ক্ষমতায় আসছে। আম আদমি পার্টিকে শেষ করতে কোনও খামতি রাখেননি প্রধানমন্ত্রী। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

কলকাতায় বৃষ্টি, কালবৈশাখীতে তছনছ হতে পারে ৬ জেলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মে ঃ তীব্র গরমের পর স্বস্তির বৃষ্টি পেয়েছে গোটা বাংলা। কয়েকদিন ধরে বেশ মনোরম আবহাওয়াই রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতায় শুরু বৃষ্টি। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের ছয় জেলায় আগামী ২৪ ঘণ্টায় কালবৈশাখীর পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। দুই জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি কমবে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সোমবার পযর্ন্ত রাজ্যে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এই ৬ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির কথা শুনিয়েছে হাওয়া দপ্তর। সেই সঙ্গে কলকাতায় শুরু হয়েছে বৃষ্টি। শহরে সন্ধ্যায় ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবাহাওয়া দপ্তর। বাকি জেলা গুলোতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। আগামী এক সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে তাপ প্রবাহের কোনও পরিস্থিতি নেই। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচেই থাকবে বলে খবর। তবে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বৃষ্টি কমার পর দক্ষিণবঙ্গে তাপামাত্রা বাড়লেও, তা অসহনীয় হবে না। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গেও। শনি ও বরিবার ঝড়,বৃষ্টি হবে। সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির খবর শুনিয়েছে আবহা দপ্তর। তবে মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি কমবে। তবে দার্জিলিঙ ও কালিংম্পে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

শ্লীলতাহানি বিতর্কে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি

বাবা রে! রাজ্যপাল ডাকলে আর যাব না',মন্তব্য মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মে ঃ শ্লীলতাহানি বিতর্কে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ফের সি ভি আনন্দ বোসকে নিশানা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজ্যপাল ডাকলে আর যাব না, বিতর্কের মাঝে মন্তব্য তাঁর। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। চলছে জোর কাটাছেঁড়া। তারই মাঝে ফের বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সি ভি আনন্দ বোসের পদত্যাগেরও দাবি জানান তৃণমূল নেত্রী।

তারকা প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে শনিবার আদিসপ্তগ্রামে নির্বাচনী প্রচারে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, বলছে দিদিগিরি চলবে না। রাজ্যপাল আপনার তো পদত্যাগ করা উচিত। মহিলাদের নির্যাতন করার আপনি কে? কাল নাকি প্রেসকে ডেকেছিল। এডিট করে ভিডিও দেখিয়েছে। কপিটা আমার কাছে আছে। পেয়েছি এক জায়গা থেকে। যেটা এডিট করেছেন, সেটাও আমার কাছে আছে। এখনও তো সব বেরয়নি। আরেকটা ভিডিও পেলাম। পেন ড্রাইভ। আরও কীর্তি কেলেঙ্কারি। কীর্তির পর কীর্তি। কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারি। বাবা রে! আমাকে এখন রাজভবনে ডাকলে আমি আর যাব না। রাজভবনে আমি আর যাচ্ছি না ভাই। রাস্তায় ডাকলে যাব। রাজ্যপালের কথা বলতে হলে আমাকে রাস্তায় ডাকবেন। রাস্তায় গিয়ে দেখা করে আসব। যা কীর্তি কেলেঙ্কারি শুনছি। আপনার পাশে বসাটাও পাপ। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাজভবনের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মী বোমা ফাটান। দাবি করেন, রাজ্যপাল বোস তাঁর দুবার শ্লীলতাহানি করেন। হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগও দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই কলকাতা পুলিশের তরফে বিশেষ তদন্তকারী

দল বা সেট গঠন করা হয়। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগ খারিজ করে দেন সি ভি আনন্দ বোস এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক যোগসাজশ রয়েছে বলেই দাবি। শ্লীলকাহানি বিতর্কে চাপানউতোরের মাঝে রাজভবনের তরফে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনা হয়। অনুমতি ছাড়াই তাঁর ফুটেজ প্রকাশ্যে আনায় হতবাক তরুণী। ওই ভিডিও ফুটেজ নিয়ে চলছে জোর কাটাছেঁড়া। যদিও ওই ভিডিও ফুটেজ এডিটেড বা সম্পাদিত বলেই দাবি শাসক শিবিরের। হাওড়ার জগবল্লভপুরের নির্বাচনী জনসভা থেকে এদিন রাজ্যপালকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। মোদীর বিরুদ্ধে ফের মিথ্যাচারের অভিযোগ আনেন তৃণমূল নেত্রী। শনিবার দুপুরে হাওড়ার জগবল্লভপুরের বড়াছিয়া হসপিটাল গ্রাউন্ডে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় মমতা বলেন, বিজেপি শুধু মিথ্যা কথা বলছে। বিজেপি হারলে তবেই দেশ বাঁচবে। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল আমরাই পৌঁছে দিয়েছি। আর বিজেপি তা নিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে। ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি ওরা খেয়ে নিতে চেয়েছিল। আসলে ওরা চাকরিখেকো বাঘ। মমতা বলেন, আমরা বাংলায় এনআরসি, ক্যা লাগু করতে দেবো না। আমরা সবাই নাগরিক। আমরা সবাই বাংলায় একসাথে থাকব। বিজেপি না হারলে দেশ বিক্রি হয়ে যাবে। মানুষ বিক্রি হয়ে যাবে। শ্রীরামপুর লোকসভা কেঙ্দ্রের এই সভা থেকে ফের রাজ্যপালকেও এদিন আক্রমণ করেন মমতা। মমতা আরও বলেন, বিজেপি ১০০ দিনের টাকা দেয়নি। লক্ষীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবে বলে হুমকি দিচ্ছে। ক্ষমতা থাকলে ওরা লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেখাক। এদিনের সভায় শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভোটের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হোক কমিশনকে, আর্জি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১১ মে ঃ নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে আরও চাপে ভারতের নির্বাচন কমিশন। বিরোধী দলগুলির অভিযোগেই আর থেমে থাকল না তথ্য সংক্রান্ত বিতর্ক। এবার এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হল মামলা। প্রথম দু' দফার তথ্যের অমিল, দেরিতে তথ্য প্রকাশের উল্লেখ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হল অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস। আবেদন করা হয়েছে, নির্বাচন শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তথ্য প্রকাশের নির্দেশ দিক আদালত। প্রথম দু' দফার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরও এই দু' দফায় কত শতাংশ ভোটদান হয়েছে, কোন বুথে কত পোলিং হয়েছে এই ধরনের তথ্য প্রকাশ করেনি কমিশন। যা প্রকাশ্যে আসে ৩০ এপ্রিল। তারপর থেকেই শুরু হয় বিতর্ক। কমিশন প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায় দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৬৬.৭১ শতাংশ। অথচ নির্বাচনের দিন বলা হয়েছিল ভোটদান হয়েছে ৬০.৯৬ শতাংশ। কীভাবে ৫.৭৫ শতাংশ ভোট বেড়ে গেল সেই প্রশ্ন তোলা শুরু করে বিরোধীরা। একইসঙ্গে জানতে চাওয়া হয় কেন প্রথম দফার ১১ ও দ্বিতীয় দফার চারদিন পর প্রকাশ হল তথ্য? এই প্রসঙ্গে নিজেদের বক্তব্য রাখতে কমিশনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠিও লেখা হয় 'ইন্ডিয়া তরফে। এই আবহেই কংগ্রেস সভাপতিকে কড়া চিঠি দিল কমিশন। চিঠিতে বলা হয়েছে, যে অভিযোগ মল্লিকার্জুন খাড়গে করেছেন

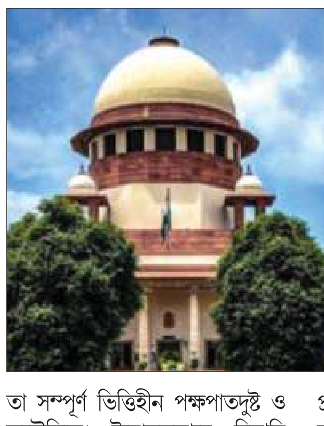

তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন পক্ষপাতদুষ্ট ও অযৌক্তিক। ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, বর্তমানে নির্বাচন চলছে। এই সময় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় বিভ্রান্তি ছড়াতে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ভোটদানের তথ্য সংক্রান্ত অভিযোগের নকশা তৈরি করা হয়েছে। ভোটের মুখে এমন বিবৃতি ভোটারদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে অভিযোগ করেছে কমিশন। চিঠিতে বলা হয়েছে, 'বাকস্বাধীনতাকে আমরা সম্মান করি। রাজনৈতিক দলগুলি একে অপরের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। তবে যে জিনিস নির্বাচন পরিচালনার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে তেমন কাজ করার বিষয়ে সংযত থাকা উচিত। ফলাফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত এমন ধরনের কাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া কমিশনের দায়িত্ব।' রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝেই জল গড়াল সর্বোচ্চ আদালতে। যেখানে এডিআরের তরফে বলা হল, নির্বাচন শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তথ্য প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। তা হতে হবে বুথভিত্তিক। কমিশনের তরফে এই নিয়ে মন্তব্য করা না হলেও তাদের বক্তব্য, ২০১৯ সালের পর থেকে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে নতুন কিছু নিয়মাবলী মেনে চলা হচ্ছে। যার জেরে নির্বাচনের পরপর প্রকাশ করা তথ্যের থেকে কিছুটা বেড়ে যাচ্ছে আসল তথ্য। এই নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি নেই বলেও দাবি করা হয়েছে।

ভারতের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রেবন্তর, 'কংগ্রেসের সহায়ক পাকিস্তান', পাল্টা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১১ মে ঃ ভোটের আবহে ফের ২০১৯ সালের পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলা ও বালাকোটে বিমান হানা নিয়ে বিতর্ক শুরু হল। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির মন্তব্যর জবাবে বিজেপির পাল্টা নিয়ে শোরগোল উঠল তুঙ্গে। বিজেপির জাতীয় সভাপতি শেহজাদ পুনাওয়ালার দাবি, কংগ্রেস পাকিস্তানের থেকে 'সাহায্য নিচ্ছে। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, এখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এটা কোনও কাকতালীয় বিষয় নয়। কংগ্রেস পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করছে এবং ওদের ক্লিনচিট দিচ্ছে। রেবন্ত রেড্ডি যে কেবল পাকিস্তানকে পুলওয়ামা থেকে ক্লিনচিট দিয়েছেন তাই নয়, ভারতের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। মোদির বিরোধিতা করতে গিয়ে কংগ্রেস সেনার সাহস নিয়েও পর্যন্ত প্রশ্ন তুলছে। আসলে ওদের একটা প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক আঙিনায় পাকিস্তানতে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ানোর। বদলেও কংগ্রেসও পাকিস্তানের থেকে সাহায্য নিচ্ছে। এদিকে বিজেপি নেতা প্রকাশ রেড্ডিও রেবন্তকে খোঁচা দিয়ে বলেন, ওঁর আচরণ জাতীয় ঐক্যের বিরোধী। রেবন্ত বলেছিলেন, মোদির কাছে সবটাই রাজনৈতিক। ভোটে জেতাটাই শেষ কথা। সময় এসেছে মোদি ও বিজেপির হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর। যাই জিজ্ঞেস করুন ওরা বলবে 'জয় শ্রীরাম'। পুলওয়ামা হামলা ওরা আটকাতে পারেনি। আমাদের গোয়েন্দা সূত্র কী করছিল? কেউ জানে না এয়ারস্ট্রাইক আদৌ হয়েছিল কিনা। সেই সঙ্গেই পুলওয়ামা হামলা প্রসঙ্গে মোদিকে কাঠগড়ায় তুলে তাঁর দাবি, মোদি পুলওয়ামা হামলার রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সুবিধা নিয়েছেন। আমি ওঁর কাছে জানতে চাই, আপনি কী করছিলেন? এটা ঘটল কীভাবে? দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষাকে মজবুত করতে তিনি কী করেছেন?

উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মন্ত্র নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিজেপি ঃ প্রধানমন্ত্রী

কন্ধমাল, ১১ মে ঃ উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মন্ত্র নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ওড়িশার কন্ধমালে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিজেপি সরকারের অধীনেই দেশের ৫০০ বছরের প্রতীক্ষা শেষ হয়েছে। অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেসের দুর্বল মানসিকতার কারণেই জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ কয়েক দশক ধরে সংগ্রাম করেছে। ভারত কখনই ভুলতে পারবে না, যখন দেশে প্রায়ই সন্ত্রাসী হামলা হত এবং কংগ্রেস নেতারা সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে বসে থাকতেন। ২৬১১ হামলার পর, কংগ্রেস নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক বিপর্যস্ত হওয়ার ভয়ে হামলার বিষয়ে কোনও তদন্ত করেনি। জনসভায় উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিকশিত ভারতের জন্য, বিকশিত ওড়িশার জন্য আপনাদের ভোট গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের একটি ভোট এখানে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আনতে পারে। পদ্ম বোতাম টিপুন এবং আমাদের প্রার্থীকে জিততে সাহায্য করুন! প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমি একটি দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছি, তাই আমি আপনাদের দুর্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল। আমি আপনাদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য দিন-রাত নিরলসভাবে কাজ করি। আমি ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছি। যতক্ষণ না সব দরিদ্রের উন্নতি হবে ততক্ষণ আমি সন্তুষ্ট হব না। যেখানে পদ্ম সেখানেই শান্তি ও উন্নয়ন। যেখানে পদ্ম সেখানেই বৈজ্ঞানিক বিকাশ ও মহিলাদের সম্মান। বললেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, যেখানে পদ্ম সেখানে সংকল্পের উপলব্ধি। যেখানে পদ্ম সেখানেই সমৃদ্ধি। যেখানে পদ্ম সেখানেই জয়! প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ওড়িশায় পর্যটন ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা রয়েছে এবং, পর্যটন ক্ষেত্র এই অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। আপনাদের রাজ্য সরকার আপনাদের ক্ষমতার উপর আস্থা রাখতে ইচ্ছুক নয়, যে কারণে আপনাদের উন্নয়ন থমকে আছে। মোদী বলেছেন, বিজেডি এবং কংগ্রেস কন্ধমালকে পিছিয়ে জেলা হিসাবে ঘোষণা করেছিল। মোদী এই ধরনের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিকে দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সব জেলায় যে কাজ চলছে তা নিয়মিত মনিটরিং করছি।

সন্দেশখালিতে ফের অস্ত্র উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ মে ঃ আবারও সন্দেশখালিতে উদ্ধার অস্ত্রশস্ত্র। দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে দেশি ভাঙা বন্দুক উদ্ধার করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই অস্ত্রটি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে শেখ শাহজাহানের যোগসাজশ রয়েছে বলেই অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। স্থানীয়রা দাবি করে বলেন, শুক্রবার রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সন্দেশখালির জেলিয়াখালির পিয়ারা খালি ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় জড়ো হয়। দুষ্কৃতীদের হাতে থাকা ব্যাগে একটি ভাঙা বন্দুক ছিল। ওই দুষ্কৃতীরা ছিনতাই ও অসৎ কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল বলেই দাবি স্থানীয়দের। এলাকাবাসীরা তাদের তাড়া করে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ব্যাগে থাকা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালিয়ে চলে যায় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয়রা সেই বন্দুকটিকে উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। উল্লেখ্য, এর আগে দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সংঃ দশখালির আগারহাটির মল্লিকপাড়ায় হানা দেয় সিবিআই। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য হাফিজুল খাঁর ভগ্নিপতি আবু তালেব মোল্লার বাড়ি ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সিবিআই এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ভেঙে ফেলা হয় মেঝে। আর সেখান থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

সংক্ষিপ্ত খবর

এবার বিজেপি জিতলেই মমতা জেলে যাবেন ঃ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ মে ঃ ২৪ ঘন্টাও হয়নি তিহাড় জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। শনিবার হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে দুপুরেই লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আর প্রচারেই বোমা ফাটালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সাফ বললেন, 'মনে রাখুন, এবার ভোটে জিতলে জেলে থাকবেন মমতা।' তবে শুধু বাংলার মুখ্যমন্ত্রীই নন, কেজরিওয়ালের আশঙ্কা বিজেপি জিতলে একই পরিণতি হতে পারে তেজস্বী যাদব, এমকে স্ট্যালিন, উদ্ধব ঠাকরে, পিনারাই বিজয়ন-ও। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রায়ই সোচ্চার হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাঁর দাবি, বিজেপি বিরোধী দল ও নেতারা দুর্নীতির পাহাড়ে চড়েছেন। এই দুর্নীতি ইস্যুতেই এ দিন বিজেপি তথা মোদীকে এক হাত নেন কেজরিওয়াল। বলেন, ৭৫ বছরে আর কোনও দলের সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করা হয়নি। দুর্নীতির সঙ্গে যদি লড়াই করতে হয়, তাহলে কেজরিওয়ালের থেকে শিখুন। সরকার গঠনের পর এক মন্ত্রীর অডিও এসেছিল। কাউকে কিছু না বলে সিবিআই-কে তদন্ত করতে বলেছিলাম। জেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আর আপনারা সব চোরকে আশ্রয় দিচ্ছেন। এরপরই বোমা ফাটান মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, কেজরিওয়ালকে জেলে পাঠিয়ে মোদী প্রমাণ করেছেন যে সবাইকে জেলে পাঠানো সম্ভব। দেশ জুড়ে এক ভয়ঙ্কর মিশন চালু করেছে। মিশনের নাম 'ওয়ান নেশন, ওয়ান লিডার'। দেশের সব নেতাকে শেষ করতে চাইছে। মনীশ সিসোদিয়া, কেজরিওয়াল থেকে শুরু করে মমতার মন্ত্রীদের জেলে পাঠানো হয়েছে। লিখে রাখুন, এবার ভোটে জিতলে জেলে থাকবেন মমতা, জেলে থাকবেন তেজস্বী, জেলে থাকবেন স্ট্যালিন, জেলে থাকবেন উদ্ধব, পিনারাই বিজয়ন সহ সব বিরোধী নেতাদের। কেজরিওয়ালের কথায়, এল কে আদবানি, মুরলি মনোহর যোশী, শিবরাজ সিং চৌহান, বসুন্ধরা রাজে, এর রাজনীতি শেষ হয়ে গিয়েছে। এরপর যোগী আদিত্যনাথ। এই নির্বাচনে জয়ী হলে পরের ২ মাসের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বদল করবে বিজেপি।

বিজেডিকে বিদায় জানানোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ওডিশায়ঃ প্রধানমন্ত্রী

বলাঙ্গির, ১১ মে ঃ বিজু জনতা দল (বিজেডি)-কে বিদায় জানানোর কাউন্টাডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে ওডিশায়। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত শনিবার ওডিশার বলাঙ্গিরের নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সমগ্র ওডিশা একজোট হয়ে বলছে, 'ওডিশার জন্য ডাবল ইঞ্জিন সরকার'। জি-২০ সম্মেলনের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, দিল্লিতে যখন জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল...সমগ্র বিশ্বের বড় বড় নেতারা এসেছিলেন। আমি কোনার্ক সূর্য মন্দিরের চক্রের সামনে তাঁদের সাথে ছবি তুলেছি, আমাদের সরকার ওড়িয়া বীরত্বের প্রতীক পাইকা সংগ্রামের মেমোরিয়ালকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল বিজেপি সরকারই প্রথম একজন আদিবাসী কন্যাকে দেশের রাষ্ট্রপতি করেছে। এখন ওডিশার মেয়ে দেশের তিন বাহিনীরই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এখন ওডিশার মেয়ে দেশের গর্ব।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন ফের বলেছেন, ৪ জুন বিজেডি সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে! ১০ জুন ভুবনেশ্বরে শপথ নেবেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী। আমরা আপনাদের এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী দেব যিনি ওডিশায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যিনি এই দেশের ঐতিহ্যকে জানেন এবং গুরুত্ব দেন। মোদী বলেছেন, বিজেডি সরকার কৃষকদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখানে ধান চাষিরা নিজেদের এমএসপিও পান না। এখানে ধান মান্ডিতে কেলেঙ্কারি হয়। কৃষকের অর্থের একটি বড় অংশ ফসল কাটা এবং ছাঁটাইতে যায়। কৃষকদের সমস্যার সুরাহার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ধুবড়ির তামারহাটে সড়ক দুর্ঘটনা

ধুবড়ি (অসম), ১১ মে ঃধুবড়ি জেলার অন্তর্গত তামারহাটের ১২৭ (বি) নম্বর জাতীয় সড়কে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে জনৈক পথচারিণীর। নিহতকে তামারহাটের নাটাবাড়ি গ্রামের জনৈক শান্ত সাহা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।জানা গেছে, শুক্রবার রাতে তামারহাটের ১২৭ (বি) নম্বর জাতীয় সড়কে ওই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পথচারিণী মহিলাকে পিষে দ্রুত পালিয়ে যায় দুরন্ত ডাম্পার। তখন উত্তেজিত জনতা তীব্রবেগে আগত অন্য একটি ডাম্পারের

আটকে বহু পুণ্যার্থী

ঋষিকেশ, ১১ মে ঃ প্রবল বৃষ্টির জেরে বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ-ঋষিকেশ হাইওয়ে। ফলে রাস্তায় আটকে পাড়েছেন বহু পুণ্যার্থী। ভারী বৃষ্টির জন্য শনিবার বদ্রীনাথ-ঋষিকেশ হাইওয়ে সিরোবাগড়ের কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যে কারণে বদ্রীনাথ ও কেদারনাথগামী পুণ্যার্থীদের শ্রীকোট-শ্রীনগর এবং কালিয়াসোদে আটকে দেওয়া হযেছে।শ্রীনগর কোতওয়াল হোশিয়ার সিং পাংখোলি বলেছেন, পুণ্যার্থীরা যাতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে। সিরোবাগে ক্রমাগত ধ্বংসাবশেষ পড়ার কারণে, রাস্তা এখনও খোলা হয়নি। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় পিপল কোঠি এলাকার কাছেও প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার থেকেই শুরু হয়েছে চারধাম যাত্রা, আজ পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হবে বদ্রীনাথ ধাম। তার আগেই বৃষ্টির জেরে বন্ধ হয়ে গেল বদ্রীনাথ-ঋষিকেশ হাইওয়ে।

সুভাষগ্রামে রেলগেট ভাঙল মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক, যানজটে ভোগান্তি চরমে

সুভাষগ্রাম, ১১ মে ঃ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সুভাষগ্রাম স্টেশনের কাছে রেলগেট ভাঙল মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবক। স্বয়ংক্রিয় রেলগেট ভেঙে ফেলার কারণে ব্যাপক যানজট হয়, ভোগান্তি চরমে পৌঁছয় যাত্রীদের। ট্রেনও চলে দেরিতে। শনিবার সকালে মানসিক ভারসাম্যহীন ওই যুবক আচমকাই কাঁধ দিয়ে রেলগেটে ধাক্কা মারতে থাকে। পরে রেলগেটের উপর উঠে সেটিকে ভেঙে ফেলে।খবর পৌঁছয় সোনারপুর জিআরপি-তে, কোনও রকম দুর্ঘটনা এড়াতে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন জিআরপি কর্মীরা। সোনারপুর জিআরপি-র কর্মীরা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন স্থানীয় কয়েক জন যুবক। স্বয়ংক্রিয় ওই রেলগেট কাজ করছে না বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে যানজট তৈরি হয়েছে। মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। ট্রেনও দেরিতে চলছে।

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি,১১ মেঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন

না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃ টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তি্র সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

একশো দিনের কাজের প্রকল্পে মোদীকে তোপ মমতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃএকশো দিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়নি বলে অভিযোগ রাজ্য সরকারের। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তিন বছর ধরে আটকে থাকা টাকা নিজেদের তহবিল থেকে গরিব মানুষকে দিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে তা শোনাও যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা দেদার নয়ছয় হয়েছে বলেও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি। পাল্টা যুক্তি দিয়ে মোদীর আনা যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করলেন মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়।রাজ্য সরকার টাকা অপচয়ের বদলে সঞ্চয় করেছে বলেই জানিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। পুরুলিয়ার পারা, বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে মঙ্গলবার পরপর দু'টি সভাতেই মমতা একশো দিনের কাজের প্রকল্পের খরচ নিয়ে নির্দিষ্ট তথ্য তুলে ধরেন। পারা-র সভায় মমতা বলেন, ' দিন আগে একটা উল্টোপাল্টা বিবৃতি দিয়েছে। একশো দিনের কাজ নিয়ে বলেছিল, আমরা (কেন্দ্র) টাকা দেব না। কারণ রাজ্য সরকার নাকি টাকা অপচয় করেছে। আমি যদি আপনাদের কাছে নথি-সহ বলি, ওরে মিথ্যাবাদীর দল, ২৪ কোটি টাকা তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সেভ করেছে। এই মিথ্যা কথা বলার জন্য কান মুলে দিতে হয়। একটা ভোট দেবেন, দুটো কান মুলে দেবেন।'পাত্রসায়রের সভায় এই বিষয়েই মমতার পাল্টা, ' দিনের কাজের প্রকল্পে বাংলা প্রথম হওয়া সত্ত্বেও তিন বছর টাকা দিল না। ওঁরা বলছে দুর্নীতি হয়েছে। আরে গর্ধভের দল ভাজপা, মাথায় রাখিস আমরা দুর্নীতি করিনি। আমরা বরঞ্চ ২৪ কোটি টাকা সেভ করেছি। মিথ্যাবাদী, মিথ্যুকের দল। একশো দিনের কাজের টাকা আমরা দিয়েছি মানুষকে।'কী ভাবে রাজ্য সরকার টাকা সেভ করেছে, তার বিশদ ব্যাখ্যা অবশ্য দেননি তৃণমূলনেত্রী। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলেও তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, পুরুলিয়ার পারা-র সভায় দলনেত্রী তাঁর ভাষণ থামিয়ে একটি নোট বের করে যখন এই বিবৃতি দিয়েছেন, তখন অবশ্যই নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই তিনি এই কথা বলেছেন। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের পর থেকে মোদী সরকার একশো দিনের কাজের টাকা বন্ধ রেখেছে বলেই তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য। তাই মমতা যে টাকা সেভ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন, তা আগে বরাদ্দ হওয়া অর্থের অংশ বলেই তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন। যে টাকা নিয়ে অনিয়ম হয়েছে বলে বিজেপির অভিযোগ। দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ' কোনও দুর্নীতি না হয়ে থাকে, অর্থ অপচয় না হয়, তা হলে সে কথা কোর্টে গিয়ে বলুন। একশো দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তো আদালতে বিচারাধীন।' বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্ব এই যুক্তি দিলেও নরেন্দ্র মোদী রাজ্যে প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে লাগাতার অসত্য কথা বলছেন বলেই মমতার পর্যবেক্ষণ।একশো দিনের কাজের প্রকল্প, আবাস যোজনা, গ্রামীণ রাস্তা-প্রতিটি প্রকল্প নিয়েই বিজেপি নেতৃত্ব মিথ্যাচার করছে বলেই মমতার মন্তব্য। তৃণমূলনেত্রীর কথায়, ' এতবড় মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী কখনও দেখিনি। মিথ্যাগুরু! শুধু মিথ্যা কথা বলে। আবার গ্যাসের সিলিন্ডারের ছবি এঁকে (বিজেপি) বলছে, বিনা পয়সায় দিলাম আমরা। বিনা পয়সায় কেউ গ্যাস পায়? প্রধানমন্ত্রী গ্যাস বেলুনের থেকেও বড় গ্যাস বেলুন। চাল দেয় না, একশো দিনের কাজের টাকা দেয় না।' কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রাপ্য টাকা না-দিলেও এই প্রকল্পগুলির ক্রেডিট নিতে মোদী নিজের ছবি দিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন বলেও মমতার বক্তব্য।ত্তাঁর কথায়, ' টাকা দেয় না। অনেক প্রকল্পে কেন্দ্র-রাজ্য সরকার মিলে টাকা দেয়। তবে উনি শুধু নিজের ছবি লাগাবেন।

সীতাপুরে মা ও স্ত্রী-সহ পরিবারের ৫ সদস্যকে খুন, পরে নিজেও আত্মঘাতী অভিযুক্ত

সীতাপুর, ১১ মে ঃ স্ত্রীর মাথায় হাতুড়ির আঘাত মাকে গুলি, তিন সন্তানকে ছাদ থেকে ফেলে খুন! শেষে আত্মঘাতী অভিযুক্তও। এমনই রোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তর প্রদেশের সীতাপুর। একই পরিবারের ৬ জনের এমন মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গ্রামে। পুলিশ এসে দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সীতাপুরের এসএসপি চক্রেশ মিশ্র বলেছেন, শনিবার মথুরার রামপুর পুলিশ জানতে পেরেছে, বছর ৪৫-এর অনুরাগ সিং নামে মানসিকভাবে অসুস্থ এক ব্যক্তি নিজে আত্মঘাতী হওয়ার আগে তাঁর পরিবারের ৫ সদস্যকে হত্যা করেছে। পুলিশ ও ফরেনসিক দল তদন্ত করছে।পুলিশ সূত্রে খবর, লখনউ থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে সীতাপুরের পালহাপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন অনুরাগ সিং (৪২)। তিন সন্তান, স্ত্রী এবং মাকে নিয়ে থাকত সে। নেশাগ্রস্থ অনুরাগ মানসিক সমস্যায় ভুগছিল। প্রায়ই কোনও না কোনও কারণ নিয়ে স্ত্রী-মায়ের সঙ্গে অশান্তি লেগেই থাকত তাঁর। স্বামীর নেশা ছাড়াতে নেশামুক্তি কেঃদ্রে পাঠাতে চেয়েছিলেন অনুরাগের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা (৪০)। কিন্তু অনুরাগ রাজি না হওয়ায় দু'জনের মধ্যে ঝামেলা হত।শুক্রবার রাতে সেই ঝামেলা চরমে ওঠে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ঝামেলার মধ্যেই স্ত্রীর মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে খুন করে অনুরাগ। তার পর নিজের মা সাবিত্রী (৬৫)-কে গুলি করে। শেষে তিন সন্তানকে ছাদে নিয়ে গিয়ে নীচে ছুড়ে ফেলে দেয় অনুরাগ। চিকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসায় মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী হয় অনুরাগ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে। অনুরাগের কাছে কী ভাবে ওই পিস্তল এল, তা-ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী অফিসারেরা

কংগ্রেসকে তোপ অমিত শাহের, বললেন তাঁরা মুসলমানদের অসাংবিধানিক সংরক্ষণ দিচ্ছে

নগরকুরনুল, ১১ মে ঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। শনিবার তেলেঙ্গানার নগরকুরনুলের এক জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, রাহুল বাবা নিজের জনসভায় বিজেপিকে নিয়ে গুজব ছড়াচ্ছেন। এমনকি বিরোধীরা নিজেদের স্বার্থে আমার ভিডিও বিকৃত করছে, কংগ্রেস মুসলমানদের অসাংবিধানিক সংরক্ষণ দিচ্ছে। বিজেপিকে জিততে সাহায্য করুন এবং আমরা এই সমস্ত নীতির অবসান ঘটাব!এই লোকসভা নির্বাচন কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা উল্লেখ করে অমিত শাহ বলেছেন, এই নির্বাচনে মোদীজিকে আবারও প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। আপনারা আমাদের প্রার্থীকে যে ভোট দেবেন তা মোদীজির কাছে পৌঁছে যাবে। বিজেপি-এনডিএ এবং

ইন্ডি জোটের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে আপনাদের। অমিত শাহ আরও বলেছেন, রাহুল বাবা এবং মোদীজির মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে আপনাদের। একদিকে, আপনাদের কাছে রাহুল বাবার নেতৃত্ব রয়েছে, যার অধীনে কংগ্রেস কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করেছে। অন্যদিকে, মোদীজির নেতৃত্ব রয়েছে, যার ২৩ বছরের বিশুদ্ধ রাজনৈতিক ক্যারিয়ার রয়েছে।

উত্তর প্রদেশে শূন্য আসন পাবে সমাজবাদী পার্টিঃব্রজেশ পাঠক

লখনউ, ১১ মে ঃলোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে শূন্য আসন পাবে সমাজবাদী পার্টি। এমনই দাবি করলেন উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। শনিবার ব্রজেশ পাঠক বলেছেন, সমাজবাদী পার্টি উত্তর প্রদেশে শূন্য আসন পাবে। তাঁদের সমর্থন অন্যত্র চলে গিয়েছে এবং জনগণ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁদের সময়ে নৈরাজ্য ও গুন্ডা রাজ জনতা ভুলে যায়নি।শনিবার সকালেই লখনউতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন। এদিন বিজেপিতে যোগদানকারী বেশ কয়েকজনের মধ্যে মাতেশ সোনকার ছিলেন, যিনি সমাজবাদী পার্টি সরকারের অধীনে প্রতিমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন।

হামিরপুরে ভোট ১ জুন, জনসংযোগ ও পুজোপাঠে মন অনুরাগ ঠাকুরের

হামিরপুর, ১১ মে ঃ আগামী ১ জুন, অন্তিম দফায় হিমাচল প্রদেশের হামিরপুর লোকসভা আসনে ভোট, এই আসনে ভাগ্যপরীক্ষা হবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুরের। ভোটের আগে জনসংযোগ ও পুজোপাঠে বিশেষ মন দিলেন অনুরাগ ঠাকুর। শনিবার সকালে হামিরপুরের বাসভবনে কন্যাপুজো করেন তিনি। পাশাপাশি মন্দিরেও পূজার্চনা করেছেন অনুরাগ।অনুরাগ ঠাকুর এদিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ও দল আমাকে পঞ্চমবারের মতো লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী করেছে, আমরা মোদী সরকারের প্রাপ্তি, এলাকার উন্নয়ন নিয়ে জনগণের মাঝে যাব এবং তাঁদের আশীর্বাদ চাইব। হামিরপুর আসন এবার ইতিহাস গ।বে, এ বিষয়ে আমি আশাবাদী। পরে নিজের সংসদীয় এলাকায় রোড শো করেছেন অনুরাগ ঠাকুর। কথা বলেন জনসাধারণের সঙ্গে।

পুরুলিয়ায় টোটো ও বাইকে ধাক্কা লরির মৃত্যু পাঁচ জনের, সঙ্কটজনক দু'জন

পুরুলিয়া, ১১ মে ঃ পুরুলিয়ায় ভয়াবহ এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, শুক্রবার রাতের এই দুর্ঘটনায় কমবেশি আহত হয়েছেন ৬ জন। তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। একটি লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, একে একে টোটো ও মোটরসাইকেলে ধাক্কা মারে লরিটি। তারপরই সোজা বেরিয়ে যায়। পুরুলিযার থেকে বরাকরের দিকে যাচ্ছিল লরিটি। দুর্ঘটনার পরই ছুটে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। তখন টোটোর যাত্রীরা পড়ে রয়েছেন রক্তাক্ত অবস্থায়। এরপর খবর পেয়ে পুলিশ যায় ও যাত্রীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে।শুক্রবার রাতে মর্মান্তিক এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া জেলার নিতুড়িয়া থানার অন্তর্গত পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের ভামুরিয়া মোড়ের কাছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে একটি লরি পুরুলিযার থেকে বরাকরের দিকে যাচ্ছিল সেই সময় বেপরোয়াভাবে এসে প্রথম একটি যাত্রীবোঝাই টোটো তারপর একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা মারে। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই ঘাতক লরিটি আশেপাশে থাকা পথচারীদেরও ধাক্কা মারে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় জখম হন ১১ জন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে হাড়মাড্ডি গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা ৫ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি গুরুতর জখম দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ার তাঁদের উন্নত চিকিসার জন্য অন্যত্র পাঠানো হয়।পরে এই দুর্ঘটনার জন্য ঘাতক লরিটিকে আটক করে নিতুড়িয়া থানার পুলিশ। এদিকে চোখের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটতে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কে যানের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে কিছুক্ষণের জন্য পথ অবরোধ করেন। খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে প্রচুর পুলিশ কর্মী। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। রয়েছে উত্তেজনাও।

সাম্বায় রাতের আকাশে ড্রোনের গতিবিধি, বিএসএফ গুলি করতেই উধাও

জম্মু, ১১ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের আন্তর্জাতিক সীমান্তে ড্রোনের গতিবিধি থামছেই না, বরং বে।ইে চলেছে। এবার শুক্রবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বায় পাকিস্তানি ড্রোনের গতিবিধি নজরে এল বিএসএফ-এর, রাতের অন্ধকারে ড্রোন উড়তে দেখেই গুলি চালান বিএসএফ জওয়ানরা, এরপর ড্রোনটি পাকিস্তানের দিকে পালিয়ে যায়।শনিবার সকালে বিএসএফ জানিয়েছে, সাম্বায় রাতের অন্ধকারে একটি ড্রোন উ।তে দেখা যায়, ড্রোনটি দেখা মাত্রই বিএসএফ জওয়ানরা কয়েক রাউন্ড গুলি চালান। কিন্তু, ড্রোনটিতে গুলি লাগেনি, সেটি পাকিস্তানের দিকে পালিয়ে যায়। তল্লাশি চালানোর পর ওই এলাকায় কিছুই পাওয়া যায়নি।

আচমকাই দিল্লিতে আবহাওয়ায় পরিবর্তন মৃত্যু দু'জনের, আহত কমপক্ষে ২৩

নয়াদিল্লি, ১১ মে ঃ আচমকাই আবহাওয়া বদলে গেল রাজধানী দিল্লিতে। আবহাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়-সম্পর্কিত ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে দিল্লি এবং ২৩ জন আহত হয়েছেন। দিল্লির নানা অংশে হাওয়ার বেগে গাছ ভেঙে পড়ে, বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে। দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চলে গত শুক্রবার রাত থেকেই আবহাওয়া বদলে যায়, এরপর শনিবার সকালেও জাতীয় রাজধানীতে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা গিয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১২ মে মার্ট ঃশুক্রবার, ২৯ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৯ বৈশাখ ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৯ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৯ বৈশাখ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ
রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২১.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৮শতকরা এবং ৬৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনিবার। জোয়ার- সকাল ১১টা ১০ মিনিট এবং রাত১১টা ১০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-২টা ০০মিনিট। রাত-২টে ১১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৮ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন। **বৃষভ রাশিঃ**একিছু শারীরিক পরিবর্তন যা আপনি আজ করছেন, নিশ্চিতভাবেই আপনার উপস্থিতিকে উন্নত করবে। **মিথুন রাশিঃ**আজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ আপনার অর্থায়নে আপনাকে সহায়তা করতে পারে বলেই আজ আপনাকে নিজের অর্থ ব্যয় করতে হবে না। আর্থিক ব্যয়। **কর্কট রাশিঃ**অন্যের সমালোচনায় সময় নষ্ট করবেন না- এতে শরীরের ক্ষতি হয়। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু এটিকে আপনার হাতের মধ্যে দিয়ে চলে যেতে দেবেন না। **সিংহ রাশিঃ**আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ। **কন্যারাশিঃ**হতাশার মনোভাব আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন। সন্তান হতে পারে **তুলারাশিঃ**আপনার ক্রমাগত ইতিবাচক চিন্তা পুরস্কৃত হবে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** গাড়ি চালানোর সময় যত্নশীল হোন। এই রাশিচক্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীদের আজকের অর্থটি খুব চিন্তা করেই বিনিয়োগ করতে হবে। বিবাহের যোগ হবে **ধনু রাশিঃ** চাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। আর্থিক সুবিধার যোগ । **মকর রাশিঃ**যদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। **কুম্ভ রাশিঃ**সন্তান হতে পারে আজ **মীন রাশিঃ**আপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। ফটিকায় লাভ আনবে। দিনের শেষ দিকে কোন পুরনো বন্ধু আপনার বাড়িতে সৌজন্যমূলক দেখাসাক্ষা করতে

বয়সসীমা ২ বছর বাড়িয়ে দিতে রাজ্যের কাছে আবেদন বেসরকারি বাস মালিকদের

কলকাতা, ১১ মে ঃ এমনিতেই নির্বাচনের জন্য অনেক বাস তুলে নেওয়া হয়েছে। তার ওপর পরিবেশ-আইন মেনে বহু বাস বসিয়ে দিতে হচ্ছে। এই অবস্থায় বাস-মালিকদের সঙ্গে সঙ্কটে পড়ছেন যাত্রীরাও। পরিস্থিতি বিচার করে করোনার সময় যে গাড়িগুলো ৩ বছরের মতো ঠিকমত চলতে পারে নি, তাদের বয়সসীমা ২ বছর বাড়িয়ে দিতে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করল বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন। ২০০৯ এর জুলাই মাসে কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকায় ১৫ বছরের বাণিজ্যিক গাড়ী বাতিলের রায় দেয় উচ্চ আদালত।জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সম্পাদক তপন ব্যানার্জী এই প্রতিবেদককে বলেন, এই মুহূর্তে একটি জিজ্ঞাসা, ১৫ বছরের বয়সের উর্দ্ধে গাড়ি বাতিল কি কেবল কলকাতায় করা হয়েছে? না ভারতবর্ষের অন্য শহরের জন্যও এই নিয়ম বলবৎ হয়েছে? আমাদের কাছে খবর, এই নিয়ম অনেক রাজ্যে বলবত হয়নি।

আমরা দূষণ মুক্ত সমাজ চাই, কিন্তু তার জন্য একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো দরকার। তা না করে ভারতের মতো একটি দেশে এই ভাবে কেবলমাত্র ব্যানিজিক গাড়ি বাতিল করে দূষণমুক্ত সমাজ করা যায় না। ২০০৭২০০৮ সালে এই দূষণকে কিভাবে আয়ত্বে আনা যায় তার জন্য আমরা পুলিশ, পরিবেশবিদ ও দূষণ নিয়ে যাঁরা ভাবেন, তাঁদের নিয়ে একাধিক সেমিনার করেছি। বার বার সেগান থেকে উঠেছে, দূষণ যদি আয়ত্বে আনা যায়, একটি সম্পূর্ণ গাড়ী কেন বাতিল হবে? শহরে ডিজেল থেকে দূষণ হয়। তার মানে গাড়ীর ইঞ্জিন বদল করতে হতে পারে। সুতরাং বিজ্ঞানভিত্তিক বিবেচনা করলে একটি সম্পূর্ণ গাড়ি বাতিল করিতে হয় না।

দূষণ কেবলমাত্র গাড়ি থেকেই হয় না। রাস্তার দু'পাশে দেখা যায় প্রচুর দোকান যারা জেনারেটরের মাধ্যমে এবং অনেকে স্টোভ ব্যাবহার করেন ব্যবসার জন্য, এখানে কাটা তেল ব্যাবহার হয়।

দূষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেনা। বাতাসের সাথে ঘুরতে থাকে। সুতরাং এই সার্বিক বিষয়গুলো পুনরায় আদালতের কাছে আবেদন করছি পুনর্বিবেচনা করাবার জন্য।

দূষণকে আয়ত্বে রাখার জন্য গুনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। যখন মহামান্য বিচারপতি ভগপতি প্রসাদ ব্যানার্জী পরিবেশ আদালতে

ছিলেন তখন থেকেই এই দূষণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা দেখেছি ২০০৭৮ সালে যখন ভারতের বিভিন্ন গাড়ি কোম্পানির অবস্থা খুব ভালো না, তাদের গাড়ি বিক্রি হচ্ছিল না, সপ্তাহে মাত্র ৩৪ দিন কাজ হচ্ছে, এটা নিয়ে তখন তুমুল হইচই হয় দেশে। ঠিক তার পর ২০০৯ সালে ,রাজ্যে পুরনো গাড়ি বাতিলের আদেশ হয়। বামফ্রন্ট সরকারে অসহায় বাস মিনিবাস মালিক, আর কয়েক হাজার শ্রমিকের আয়ের কথা ভাবেনি।

ঠিক সেই সময় কিছু নিয়ম মেনে জেএনএনইউআরএম-এর বাতিল বাসগুলো বাসহারা কিছু বাস ও লরি মালিকদের মধ্যে দেওয়া হল। যার পরিনাম কি হলো আজকে মানুষ হাড়েহাড়ে বুঝতে পারছে। মাঝে মাঝে দেখি বা শুনি যারা এই ১৫ বছরের বাতিল এর বিষয় নিয়ে বলেন, তাদের বিগত দিনের কোন ইতিহাস জানা আছে বলে মনে হয়না।

সেই সময় মিনিবাস সংগঠন ও আমাদের সহযোগিতা করেছিলো। একমাত্র তারা এই আন্দোলন সামিল হয়েছিলো।

মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনায় সোনারপুরে মৃত্যু ঘটলো নবাগত অভিনেতা আজাদের

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ১১ মেঃ শনিবার মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনায় হলো বাংলা সিনেমার নবাগত এক অভিনেতার।শোকের ছায়া মৃতের পরিবারে, এলাকায় ও টালিগঞ্জের সিনেমা পাড়ায়।শনিবার সকালে দক্ষিন ২৪ পরগনার সোনারপুরে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলো অদ্ধশের সহ-অভিনেতার।তিনি অভিনয় করেছিলেন 'মির্জা' সিনেমায়।মৃত অভিনেতা আজাদ শেখের পরিবার সূত্রে জানা গেল, বিভিন্ন রকম কাজে যুক্ত ছিলেন ওই যুবক। ব্যবসা ছিল। পাশাপাশি অভিনয় ছিল তাঁর নেশা।আজাদের পরিবারে বাবা-মা ছাড়া নয় বছরের একটি পুত্রসন্তান আছে। ঠিক আগেই মারা গেছেন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানা এলাকার আড়াপাঁচে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম আজাদ শেখ। ৩৫ বছরের আজাদ সেখ অঙ্কুশ হাজরা অভিনীত সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'মির্জা'য় অভিনয় করেছিলেন।ওই সিনেমায় আজাদের ছেলেও একটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করেছে। দূর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর দেওয়া হয় মৃতের পরিবারের কাছে।পুলিশ জানিয়েছে,শনিবারই দেহের ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।আজাদ সোনারপুর থানার জগদীশপুরের বাসিন্দা ছিলেন।শনিবার ভোর ৪টে নাগাদ বাড়ি থেকে আজাদ বেরিয়ে ছিলেন মামার বাড়ি যাবেন বলে।

আজাদের পরিবার সূত্রে জানা গেল, কোনও কারণে দু'দিন পর পরিবারের সকলে মিলে আজাদের মামার বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজাদ শনিবারই বেরিয়ে পড়েন বাইক নিয়ে। তাঁর বাবা বারণ করেছিলেন। কিন্তু শোনেননি আজাদ। তার কিছু ক্ষণ পরেই দুর্ঘটনার খবর পায় পরিবার। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে খবর, বাইক নিয়ে একটি মালবাহী গাড়িতে ধাক্কা মারে আজাদের বাইক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, বাইকের গতিবেগ এতটাই ছিল যে, সামনের চাকা খুলে গড়িয়ে যায় রাস্তার। বাইকের সামনের অংশটি পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। আজাদের পরিবার সূত্রে খবর, বিভিন্ন রকম কাজে যুক্ত ছিলেন ওই যুবক। ব্যবসা ছিল। পাশাপাশি অভিনয় ছিল তাঁর নেশা। আজাদের পরিবারের বাবা-মা ছাড়া নয় বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। আগামী ২০ মে আজাদের জন্মদিন। স্ত্রী মারা গিয়েছেন আগেই।আর পিতা মাতা হীন হয়ে গেল নবছরের শিশু। মৃতের জামাইবাবু জিয়াদ মল্লিক বলেন, ''সন্তান জন্মের সময় আজাদের স্ত্রী মারা যান। জন্ম দিনের আগে বাবাকেও হারাল ছেলে।'' তিনি জানান, ছেলেকেও অভিনয় শেখাচ্ছিলেন আজাদ। বাবা ও ছেলে একসাথে 'মির্জা' সিনেমায় অভিনয় করেছেন। আজাদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে শোকস্তব্ধ এলাকা। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ মনে করছে, দ্রুত গতিতে বাইক চালানোর ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মালবাহী গাড়িতে ধাক্কা মারে। তবে দুর্ঘনার কারণ খতিয়ে দেখে তদন্তের কাজ শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।আর এই অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কালো ধোঁয়ায় ক্রমশ এলাকা দূষিত হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ মেঃ কোনো স্বীকৃতি নেই পরিবহন দপ্তরের।তা সত্ত্বেও ইঞ্জিন ভ্যানের দাপট বাড়ছে গ্রামীণ হাওড়ার মুম্বাই সড়ক, আমতা - বাগনান সড়ক,আমতা - রানীহাটি , আমতা -ঝিকিরা,জয়পুর -বাগনান,আমতা - উদয়নারায়ণপুর, রাস্তা গুলিতে দিনের পর দিন বাড়ছে বেআইনি ইঞ্জিন ভ্যানের দাপট। কখনও পণ্য, কখনও যাত্রী পরিবহন করছে কালো ধোঁয়া উড়িয়ে বেআইনি ইঞ্জিন ভ্যান গুলি। দুর্ঘটনাও বাড়ছে। ছোট ট্রাক ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ দিনের পর দিন বাড়ছে। বেআইনি ইঞ্জিন ভ্যান চলাচল বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন নিশ্চুপ। জনগণের অভিযোগ, অবৈধ ইঞ্জিন ভ্যান দিনের পর দিন বাড়ছে রাজনৈতিক নেতা - নেত্রীদের মদতেই। অবৈধ ইঞ্জিন ভ্যান গুলি চলছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা - নেত্রীদের মদতেই এবং ইঞ্জিন ভ্যান চালকদের কাছ থেকে মাসিক একটা অংকের চুক্তির বিনিময়ে। বেআইনি ইঞ্জিন ভ্যানের দাপটে গ্রামীণ হাওড়ায় বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনায় আহত ও মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।গ্রামীণ হাওড়ার উলুবেড়িয়ার বাণীতবলার কাছে জাতীয় সড়কে ইঞ্জিন ভ্যান ও লরির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে ইঞ্জিন ভ্যান চালক আহত হয় বেশ কয়েক মাস আগে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল ও হাসপাতালে ভর্তি আছেন।তুলসীবেড়িয়া মোড়ের কাছে ইঞ্জিন ভ্যানের ধাক্কায় পাঁয়তাল্লিশ বছরের এক ব্যক্তির মৃত্যু ও হয়েছে। ইংরাজী বৎসরের প্রথম দিকে কুলগাছিয়ার শ্রীরামপুর মুম্বাই রোডে ইঞ্জিন ভ্যানের সাথে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় একজন মহিলা সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়াও প্রতিদিনই ছোটখাটো দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। এই দুর্ঘটনা গুলি হওয়ার পর সাধারণ মানুষ অভিযোগের সুরে বলেন , ইঞ্জিন ভ্যান গুলি সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতি মেনে তৈরি হচ্ছে না। এই ভ্যান গুলিতে অধিকাংশ সময়েই ব্রেক থাকে না। যে কারণে দুর্ঘটনা গুলি ঘটছে। আবার ইঞ্জিন ভ্যানে দুর্ঘটনা ঘটলে কোনো ক্ষতিপূরণ পায় না ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি। ছোটো ছোটো ট্রাকের ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করে বলেন, দিনের পর দিন ইঞ্জিন ভ্যানের সংখ্যা বাড়ছে। একটি ছোট ট্রাকে যত পণ্য ধরে, সমপরিমাণ পণ্য নিয়ে ইঞ্জিন ভ্যান গুলি কম ভাড়ায় গন্তব্য স্থানে চলে যাচ্ছে। অনেক সময়েই দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই করে ইঞ্জিন ভ্যান চালকরা যাতায়াত করছে। ইঞ্জিন ভ্যানের দাপটে ছোটো ছোটো ট্রাক ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্তের সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রামীণ হাওড়া জেলায় ইদানিং দেখা যাচ্ছে নতুন নতুন মডেলের নানা রকমের ইঞ্জিন ভ্যান। যে ভ্যান গুলি মাপে অনেকটাই বড়। কোনো কোনো ভ্যানে সাধারণ হ্যান্ডেল না লাগিয়ে স্টিয়ারিং লাগানো হচ্ছে।বড় বড় ট্রাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই ইঞ্জিন ভ্যান গুলি যাতায়াত করছে। ইঞ্জিন ভ্যানের কালো ধোঁয়ায় এলাকা দূষিত হচ্ছে। দুইজন পরিবেশ কর্মী ও শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত, সায়ন দে,শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত সোনামুই সাবালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র,মোল্লারচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ হাজরা,সমাজ সচেতন বাবু হক বলেন, গ্রাম বাংলায় পরিবহন ব্যবস্থা ভালো না থাকার কারণে কিছু মানুষ পায়ে প্যাডেল করা ভ্যানে ইঞ্জিন লাগিয়ে ব্যবহার শুরু করেছিল পরিশ্রম লাঘব ও বেশি পণ্য নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু বর্তমানে শহরের পাশাপাশি গ্রামগঞ্জে ছেয়ে গেছে ইঞ্জিন ভ্যানে। এই ধরনের ইঞ্জিন ভ্যানে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তো থাকছেই,এর উপর ভ্যান গুলির কালো ধোঁয়া পরিবেশে দূষণ ও ছড়াচ্ছে। প্রশাসনিক ভাবে এই বিষয় গুলি দেখে ইঞ্জিন ভ্যান চালকদের প্রতি আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। প্রশাসন ইঞ্জিন ভ্যান চালকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না তার কারণ স্থানীয় ইঞ্জিন ভ্যান চালকরা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা - নেত্রী, কর্মীদের ছত্রছায়ায় থেকে - নেতা - নেত্রী কর্মীদের সাথে মাসিক একটা অর্থ দেওয়ার বন্দোবস্ত করে রেখেছে।

এই বিষয়ে উলুবেড়িয়া ট্রাক মালিকদের সংগঠনের সহ সম্পাদক সন্তোষ সিংহ বলেন, অবৈধ ইঞ্জিন ভ্যান গুলির জন্য ছোটো ছোটো ট্রাকের মালিকরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এই ধরণের ইঞ্জিন ভ্যান চালানোর জন্য সরকারকে কোনো ট্যাক্স (কর) দিতে হয় না। পুলিশ প্রশাসনের উচিত নজরদারি চালিয়ে অবৈধ ইঞ্জিন ভ্যান গুলিকে বাজেয়াপ্ত করা।এর ফলে দুর্ঘটনা ও যেমন কমবে অপর দিকে পরিবেশ দূষণের মাত্রা ও অনেকটাই কমবে । উলুবেড়িয়ার অতিরিক্ত পরিবহন আধিকারিক রবীন বিশ্বাস এই প্রসঙ্গে বলেন, ইঞ্জিন ভ্যান চালানো সম্পূর্ণ বে - আইনি। পরিবহন দফতরে এই গাড়ির কোনো স্বীকৃতি নেই। এই গাড়ি গুলির কোনো রেজিস্ট্রেশন করা হয় না। এই গাড়ি গুলির চলাচল রুখতে পুলিশ প্রশাসনকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।যে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন করা হয় না, পরিবহন দফতর সে গুলির প্রতি আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে না । অবৈধ ইঞ্জিন ভ্যান চলাচলের প্রসঙ্গে হাওড়া গ্রামীণ জেলা ডি এস পি (ট্রাফিক) অনির্বাণ হোম রায় বলেন, ইঞ্জিন ভ্যান বে - আইনি ভাবে চলছে,এটা ঠিকই।এর আগে বিষয়টি নিয়ে অনেক চর্চা ও হয়েছিল।কী ভাবে এই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে। ইঞ্জিন ভ্যান চালকদের প্রতি প্রশাসনিক ভাবে সতর্ক করা হবে। কথা না শুনলে আইন না মানলে গাড়ি গুলি বাজেয়াপ্ত করা হবে ।

মোদীকে কটাক্ষ যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থীর

কলকাতা, ১১ মে ঃ কেন্দ্রে মোদী সরকারের পতন আসন্ন বলেও দাবি করলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। আদানি-আম্বানির প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসকে একটি জনসভা থেকে আক্রমণ করেছেন মোদী। বিরোধীরা দুই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে মোদীর ঘনিষ্ঠ বলে আক্রমণ করে এসেছে দীর্ঘদিন। তাঁদের নাম মোদীর মুখে উঠে আসায় ফের সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিষয়টি নিয়ে মোদীকে কটাক্ষ করলেন সিপিএম প্রার্থী। শনিবার বারুইপুর এলাকায় প্রচার করেন সৃজন।

বারুইপুরের পিয়ালি রেল স্টেশন থেকে শুরু করে স্থানীয় বাজার এলাকায় জনসংযোগ করতে দেখা যায় তাঁকে। ইতিমধ্যে গোটা দেশে তিনটি দফায় ভোটদান পর্ব মিটেছে। সৃজনের দাবি, তৃতীয় দফার পর বিজেপি টের পাচ্ছে, তাঁদের সরকারে ফিরে আসাটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে তাঁদের প্রচার কৌশল বদলে যাচ্ছে বলে দাবি তাঁর। সৃজন বলেন, 'একেক দফা ভোট হচ্ছে, আর বিজেপির চাপ বাড়ছে।'

মোদী গ্যারান্টি দিয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন। এখন আবার হিন্দু মুসলমানে নেমে এসেছেন। আম্বানি-আদানিকেও ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। এটা থেকে পরিস্কার নির্বাচনে বিজেপি হারছে। কেন্দ্রে বিকল্প সরকার তৈরি হতে চলেছে।'

অবাধ ভোটের লক্ষ্যে সচেতনতার প্রচার বাউল গান হাওড়া স্টেশনে

কলকাতা, ১১ মেঃ ২০২৪ এর ভারতবর্ষে লোকসভা ভোটের যে নির্বাচন হচ্ছে সেই ভোট যেন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ এবং সম্মুসরিন হয় সেই লক্ষ্যে আজ হাওড়া স্টেশন সাবওয়েতে বাউল গানের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা দিলেন পূর্ব বর্ধমানের রাষ্ট্রপতি ও নির্বাচন দপ্তরের পুরস্কারপ্রাপ্ত বাউল স্বপন দত্ত। তিনি বাংলার জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন ভোটে কোন দল যেন সন্ত্রাস না করে এবং কোন মায়ের কোল যেন খালি না হয়, কোন স্ত্রীর সিঁথীর সিঁদুর যেন মুছে না যায়। এবং কোন রাজনৈতিক দল যেন বোমাবাজি ও হিংসার আশ্রয় না নেয়। তারই উদ্দেশ্যে সমস্ত দলের কাছে তার করজোরে কাতর প্রার্থনা জনগণের নিজের ভোট নিজেকে দিতে দিন কোন প্রাণনাশ ও হানাহানি করবেন না।

রাজ্য এবং কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশনের কাছে কাতর আর্জি জানালেন নির্বাচন কমিশন যেন তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে তারা পালন করেন এবং বাংলার জনগণের সুরক্ষা দিতে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিয়ে থাক বেন। ভোট আসলেই বাংলায় রাজনৈতিক দলগুলির দেখা যায় নারকীয় উল্লাস। সারা ভারতের কোথাও বাংলার মত হিংসা হয় না তাই তিনি বাংলায় জনগণের উদ্দেশ্যে এই সচেতনতার প্রচার করছেন বলে জানালেন।তিনি সারা রাজ্যে বেড়াচ্ছেন যাতে যুবে সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় এই সচেতনতামূলক বার্তা দিতে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে যাচ্ছেন। সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে। তিনি হলেন পূর্ব বর্ধমানের রাষ্ট্রপতি ও নির্বাচন দপ্তরের পুরস্কারপ্রাপ্ত বাউল স্বপন দত্ত।

কোটি টাকার চাকরি নিয়ে দুবাইতে বাংলার শাশ্বত

কলকাতা, ১১ মেঃ দুবাইতে বার্ষিক ১ কোটি টাকার চাকরি করে তাক লাগালেন বাংলার এক আইনের পড়ুয়া। গত বছর দুবাইয়ের এক বহুজাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দেন শাশ্বত কাপাত। বিগত কয়েক মাস কাজ করার পর দুর্দান্ত পদোন্নতি পেয়ে সকলের নজর কেড়ে নেন বাঙালি এই ছাত্র। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসিন্দা শাশ্বত। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে বর্তমানে সেখানেই থাকেন তাঁর বাবা ও মা। শাশ্বতর বাবা এলাকার একজন নামজাদা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার এবং মা একজন শিল্পী এবং গণিতের শিক্ষক। অ্যামাসের স্কুলের প্রফেসর ড. সমিত রায় বলেন, প্রতিভার বিকাশ এবং পড়ুয়াদের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে অ্যামাসের শ্রেষ্ঠত্ব আরও একবার প্রমাণিত হল। পাশাপাশি, শাশ্বত কাপাতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত ও আগামীদিনের সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছাও জানান।

রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এর ভূমিকা সন্তোষজনক নয় বলে মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা শমিক লাহিড়ী

কলকাতা, ১১ মে ঃ রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এর ভূমিকা সন্তোষজনক নয় বলে মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা শমিক লাহিড়ী। এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর কার্যালয় এ নানা অভিযোগ সম্বলিত এক স্মারক লিপি জমা দেন। ১৪ টি থানার পুলিশ অফিসারও ভিডিও দের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা দিয়ে প্রত্যেক অফিসারের সরানোর দাবি জানানো হয়েছে ওই স্মারক লিপিতে।শমিক বাবু বলেন নির্বাচন কমিশনে বহু ভুয়ো অফিসার রয়েছেন। যাদেরকে দিয়ে নির্বাচনের কাজ করানো হচ্ছে। সেইসব ভূ য়ো অফিসারদের চিহ্নিত করে সুষ্ঠ নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে সরানোর কথা বলেছেন। নচেৎ সুষ্ঠ নির্বাচন কখনো সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন। শুধু তাই নয় প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এইভাবে যদি পঞ্চায়েতে স্তরে ভোট লুট হয়েছিল।সিপিএমের ওই প্রতিনিধি দলের যুক্তি যে সকল ভিডিও পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা দেয়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশনে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নিতে দেখা যাচ্ছে না। উল্টো তাদেরকে নির্বাচন কমিশনে কাজে লাগাচ্ছে। এইভাবে চললে সুষ্ঠ নির্বাচন কি করে সম্ভব হবে? এমনই প্রশ্ন তোলেন এই প্রতিনিধি দল।যে সকল পুলিশ অফিসার কিংবা ভিডিওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে তা এক প্রতিলিপি গ্রুপে দেওয়া হলো।

গঙ্গাধর ফাঁসিয়েছে বিজেপির সভাপতি তৃণমূলের সঙ্গে অশুভ আঁতাত চক্রান্ত

কলকাতা, ১১ মেঃ বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তাপস ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সন্দেশখালি জুড়ে পোস্টার খোদ বিজেপি নেতার গঙ্গাধর কয়ালের ভিডিও ভাইরাল তৃণমূলের সঙ্গে অশুভ আঁতাত মোটা অর্থ নিয়ে মণ্ডল সভাপতি পদ পাইয়ে দেওয়া।

বিভিন্নভাবে তৃণমূলের সঙ্গে অশুভ আঁতাত রয়েছে এই সভাপতির এবার তার বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল বলল কলকাতা বাসন্তী হাইওয়ে সরবেড়িয়া। রামপুর ধামাখালি সন্দেশকালীর বিচ্ছিন্ন এলাকায় চলে অবস্থিতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বিজেপি এবার খোজ বিজেপির সভাপতির বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ায় রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে বসিরহাট বিজেপির সাংগঠনিক জেলা তাপস ঘোষ বলেন তৃণমূল নেতা সন্দেশখালি ঘটনা কি আড়াল করতে এই অরাজনৈতিক পোস্ট মেরেছে, আমার জানা নেই কোথায় আমার বিরুদ্ধে পোস্টার লাগানো হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল বেলা রীতিমতো কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করা পোস্টার ছেড়ে গেছে সন্দেশখালি জুড়ে।

তাহলে কি সময় যত এগোচ্ছে শেষ দফা নির্বাচন যত এগিয়ে আছে সন্দেশখালি।

রেখাচিত্র দিনে দিনে পাল্টাচ্ছে তাই নিয়ে কটাক্ষ করতে চাইনি বসিরহাট তৃণমূলের আইএনটি সভাপতি কৌশিক দত্ত। বলেন। সন্দেশখালি সত্য প্রকাশ বেরিয়ে পড়েছে বিজেপির ষড়যন্ত্র সন্দেশখালি কে নিয়ে বিজেপি পুঁজিপতিদের দল বিপুল পরিমাণে অর্থ আসছে অর্থ দখল কে নেবে পাশাপাশি সেই অর্থ সভাপতি কাছে থাকবে কি মন্ডল সভাপতির কাছে থাকবে তাই নিয়ে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।

সন্দেশখালির বিজেপি নেতা শান্তনু পাইক বলেন আমাদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই তৃণমূল ও আইপ্যাকএর মধ্যে চক্রান্ত করে সন্দেশখালিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। সন্দেশখালি থেকে নজর কাড়ানোর জন্য

তীব্র তাপদহের পরে বৃষ্টিতে আম ও লিচুর ফলনে উপকার হলো বলে মনে করেন কৃষি বিশেষজ্ঞগন

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ মেঃ তীব্র তাপদহের হাত থেকে আপাতত মুক্তি মিললো বাংলার আকাশে বৃষ্টি হওয়ায়। তীব্র গরম থেকে অবশেষে মিললো স্বস্তি।এই সময়ে দক্ষিন ২৪ পরগনার বিভিন্ন বাগানে আম ও লিচুর ফলন হয়েছে।এবছর আমের ফলন বেশি না হলেও লিচুর ব্যাপক ফলন হয়েছে। আর পেয়ারার পাশাপাশি লিচুর জন্য বারুইপুর বিখ্যাত। এখান থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি রাজ্যের বাইরেও রপ্তানি হয় লিচু।জয়নগর ও বারুইপুর এলাকার কৃষকদের মতে এই তীব্র তাপদাহে কার্যত শেষ করে দিচ্ছিল লিচুর ফলন।এখন লিচুর ফলন তৈরি হয়ে গেছে।এখন লিচু পাড়ার সময়।আর এই বৃষ্টিতে লিচু মিষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শুধুমাত্র লিচু নয় সমানভাবে আমেরও চাষ দেখা যায় এই জেলাতে। লিচুর সাথে পরিমাণে আমও চাষ হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেশ কিছু এলাকা যেমন জয়নগর কুলতলি বারুইপুর এই সমস্ত গ্রামীণ এলাকাতে প্রচুর পরিমানে লিচু ও আমের ফলন দেখা যায়। এ বছর এই তীব্র গরমের জন্য আমরা দুশ্চিন্তায় পড়েছি খুব খারাপ অবস্থা

হয়েছিল। আমরা গরম থেকে ফলন বাঁচাতে গাছের জলে স্প্রে করছিলাম।

তবে এই যে বৃষ্টি হল এতে আম ও লিচু একটু হলেও মিষ্টি এবং বাঁচার সম্ভাবনা রয়ে গেল। তবে এ বিষয়ে নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের শস্য সুরক্ষা বিদ তথা কৃষি বিশেষজ্ঞ ড্. প্রবীর গরাই বলেন,তীব্র তাপদহের পরে এই বৃষ্টিতে আম ও লিচুর ফলনে উপকার হলো বলে আমার মনে হয় তবে এই সময়ে আমের বোটা সহ আম পাড়তে হবে। পাড়ার পর আম উল্টো করে কিছুক্ষণ রাখতে হবে এতে আমের আটা ঝরে যাবে। আমের গায়ে কোনো দাগ লাগবে ন আম কার্বাইড দিয়ে পাকানো উচিত নয়। প্রয়োজনে মাত্রা বুঝে ইথিলিন গ্যাস স্প্রে করে আম পাকানো যেতে পারে।তবে এই সময় লিচুর জলসোনা রোগ রুখতে লিচুর বাগানে বিভিন্ন দিকে নাইলনের নেট ব্যবহার করতে পারলে ভালো হয়। এতে গরম হাওয়া থেকে ঠেকানো যাবে ফলনকে।তবে আম ও লিচু পাড়ার দু সপ্তাহ আগে কার্বেন্ডাজিম ও ম্যানকোজেবের মিশ্রণ একসাথে মিশিয়ে নিয়ে গাছে স্প্রে করলে ছত্রাক জনিত রোগ থেকে বাঁচানো যেতে পারে ফলনকে।

হুগলির মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে রথ যাত্রার শুভ আরম্ভ হয় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে চন্দন যাত্রার মাধ্যমে

দুরন্ত বার্তা, মাহেশ হুগলি , ১১ মেঃ হুগলির মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে রথ যাত্রার শুভ আরম্ভ হয় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে চন্দন যাত্রার মাধ্যমে। কথিত আছে এই দিনেই নাকি জগন্নাথ দেব রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন তার সারা গায়ে চন্দনের প্রলেপ দেওয়ার জন্য। সেই থেকেই প্রতি বছর এই দিনে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির এর মতন হুগলির মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের জগন্নাথ বলরাম এবং সুভদ্রাকে কপালে চন্দনের পট্টি পড়ানো হয়। কথিত ইতিহাস অনুযায়ী, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জগন্নাথ দেব স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন গরম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাকে চন্দন প্রলেপ দিতে বলা হয়। এর ঠিক ৪২ দিন বাদে রাজার কাছে আবার স্বপ্ন আসে যেখানে ঠাকুর বলেন চন্দনের জন্য তার মাথা ধরে গেছে তাই তাকে স্নান করাতে হবে। ঠাকুরের আদেশ অনুযায়ী রাজা ১০৮ টি কলসির জল দিয়ে জগন্নাথ দেবকে স্নান করান। সেই থেকেই চন্দন যাত্রার ৪৫ দিন বাদে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসব পালন হয়। এই স্নান এর পরে ঠাকুরের নাকি খুব জ্বর আসে। তাই জন্য স্নান যাত্রার পরে ১২ দিনের জন্য ঠাকুরকে গর্ভগৃহে নিভৃত বাসে রাখা হয়। ১২ দিনের মধ্যে জগন্নাথ দেব সুস্থ হয়ে ওঠেন তারপর তাকে নিয়ে রথযাত্রা শুরু হয়। মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সকাল থেকেই মানুষজন ভিড় করেছিলেন চন্দন উৎসব দেখার জন্য কপালে চন্দনের প্রলেপ পড়ানোর জন্য জগন্নাথ এলাকার স্থানীয় মহিলারা আগের দিন রাত থেকেই চন্দন বাটতে শুরু করে দেয়। চন্দন বাটা হয়ে গেলে সেই চন্দনকে একটি বিশেষ কাপড়ের চুবিয়ে রাখা হয়। ও সেই কাপড়ের পট্টিটি চন্দন যাত্রা দিন জগন্নাথ দেবের কপালে লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপন চন্দন যাত্রা অনুষ্ঠান শেষে মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের সেবাইত পিয়াল

অধিকারী বলেন, উৎসব আজ থেকে শুরু হল চন্দন যাত্রা উৎসব। আজকের পর থেকে টানা ৪২ দিন ধরে চলবে চন্দনযাত্রা উৎসব। বলা হয় এই দিন থেকেই রথযাত্রা আরম্ভ হয়। তিনি আরওবলেন অবশেষে চন্দন যাত্রার মধ্যে হয় মাহেশের রথের শুভ আরম্ভ হলো। আজ থেকে ঠিক ৪৭ দিন বাদে মাহেশের রথের চাকা গড়াবে। বিজ্ঞাপন আবার ভক্তবৃন্দদের ঢল নামবে মহাপ্রভু জগন্নাথ এর রথের টান দেওয়ার জন্য। আজ থেকে শুরু হয় পুরীতে জগন্নাথ দেবের রথ তৈরির কাজ,আর মাহেশে সূচনা হয় চন্দন যাত্রা উৎসবের। আজ থেকে আগামী ৪২ দিন ধরে চলবে জগন্নাথ দেবের মাথায় চন্দন লেপন। তারপর হবে স্নান যাত্রা উৎসব। বলা যায় চন্দন যাত্রা দিয়ে আজ থেকে মাহেশে রথযাত্রারও সূচনা হয়ে গেল।

চন্দন যাত্রায় মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরে সকাল থেকে ভক্তদের ভীড়।মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার খোলার পর শুরু হয় চন্দন যাত্রা উৎসব। মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের সেবাইত জগন্নাথ মন্দির সেবা ট্রাস্টের সম্পাদক পিয়াল অধিকারী জানান,অক্ষয় তৃতীয় হল একটি অত্যন্ত শুভ দিন।বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের আবির্ভাব দিবস।অক্ষয় তৃতীয়াতেই জগন্নাথের চন্দন যাত্রা উৎসব হয়।

৬২৮ বছর ধরে দারু কাঠের জগন্নাথ মূর্তি একই রকম রয়েছে। কোনো ক্ষয় নেই।এটাই মাহেশ জগন্নাথের মাহাত্ম্য।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৬২ সংখ্যা, রবিবার, ২৯ বৈশাখ, ১৪৩১

প্রধানমন্ত্রী ঠাণ্ডা লড়াই

রাজনীতিতে একটি কথা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে প্রয়োজন হলে এক পা এগিয়ে যাও দুই পা এগিয়ে আসো। আবার প্রয়োজন হলে দু পা পিছিয়ে যেতে আপত্তি করো না। মাথা গরম করলে রাজনীতি হয় না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে রাজনীতির খেলাটা ফেলতে হয়। যিনি সেটা করতে পারেন তিনি বিশ্ব জয় করতে পারেন। যেটা ব্রিটেন পেরেছিল। এক সময়ে বলা হতো ব্রিটেনের পতাকায় সূর্য কোনও দিন অস্ত যেত না। এখনও সেটা রয়েছে। কিন্তু উপনিবেশের সংখ্যা কমে গিয়েছে। বহু উপনিবেশকে ব্রিটেন স্বাধীন করে দিয়েছে। এটা না করলে ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইংল্যাণ্ডকে বলে দিয়েছিলেন, উপনিবেশে যেগুলো আছে সেগুলোকে স্বাধীন করে দাও। তাহলে ইংল্যাণ্ডকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। সেটা করতে হয়েছিল ব্রিটেনকে পরিস্থিতির চাপে পড়ে। আজকে ভারতকে বহু চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। এটা না করলে ভারত একেবারে আর্থিক দিক দিয়ে পঙ্গু হয়ে যাবে। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক যোগাযোগ বহুকাল ধরে অব্যাহত। বলতে দ্বিধা নেই বিশ্বের এমন কোনও দেশ নেই যার সঙ্গে আমেরিকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। সবার সঙ্গে আমেরিকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। আমেরিকা এমন একটি দেশ যার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখলে শিল্পের দিক দিয়ে হোক বা আধুনিক বিজ্ঞানের দিক দিয়ে হোক যে কোনও দিক দিয়ে উন্নতি করা একেবারে অসম্ভব। চিনকে এক সময় হাতে করে রেখে দিয়েছিল আমেরিকা। তাতে চিনের কোনও শিল্পের উন্নতি হয়নি। কুটির শিল্পের ওপরে নির্ভর করে চিনকে তখন চলতে হতো। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন চিনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ চিনের বাজারে যদি আমেরিকা প্রবেশ করতে পারে তাহলে আমেরিকার শিল্পপতিদের লাভ। এতে চিনও উপকৃত হয়েছে। চিন এখন আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করতে পেরেছে। চিনের অধিকাংশ মেধাবি ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশুনা করে দেশে ফিরে যাচ্ছে এবং চিনের উন্নতি করছে। যেটা ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। ভারতীয় ছাত্ররা সেখানে পড়তে গিয়ে আর ভারতে ফিরে আসে না। ফলে ভারতের উন্নতি হতে সময় নেয়। কিন্তু চিনের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পাঠক্রম শেষ করে স্বদেশে ফিরে আসাটা বাধ্যতামূলক। চিন সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে তবেই চিনের ছাত্ররা বিদেশে পাঠ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। সেখানে লেখা থাকে যে পাঠ সমাপ্ত করে স্বদেশে ফিরে নিজ দেশের হয়ে কাজ করতে হবে। যে চিন এককালে কুটির শিল্পের ওপরে নির্ভর করে চালাতো। সেই চিন আজকে ভারতের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বিজ্ঞানে এগিয়ে রয়েছে। বিশ্বের সেরা সেনা বাহিনী চিন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। চিন সব দিক দিয়ে উন্নতি করতে পেরেছে আমেরিকার প্রযুক্তির ওপরে নির্ভর করে। চিন যেটা আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে করতে পারলো সেটা কিন্তু ভারত করতে পারলো না। ভারত বিদেশ নীতিতে এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেয় তার ফলে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অবনতি হয়ে ছিল।

দূষণ মুক্ত পরিবেশ

দিল্লির পরই কলকাতার দূষণ মুক্তর উপায় খুঁজ বের করতে উদ্যোগী হয়েছিল বছরার। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দূষণ রাজনীতি করতে গিয়ে কলকাতাকে আরও দূষিত করে ফেলেছে। বাঁচা গিয়েছে যে কলকাতায় বৃষ্টিপাত হয়। তার ফলে কিছুটা দূষণর মাত্রা কমে। দিল্লিকে বায়ু দূষণ নিয়ে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত কলকাতা এবং হাওড়ার মতো শিল্পাঞ্চলকে দূষণ মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। পরিবেশ দফতরের বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। সেগুলো ফাইল বন্দি হয়ে পড়েছিল। আজকে হঠাৎ পরিবেশ দফতরের হুঁস ফিরেছে। তারা আবার নতুন করে ফাইল খুলেছে। ধুলোমাখ ফাইলগুলোকে মুছে পরিষ্কার করছে। তার একটি মাত্র কারণ কলকাতাকে দূষণ মুক্ত করা। কলকাতাকে দূষণ মুক্ত করতে গিয়ে বছরার নাকানি চোবানি খেয়েছে পরিবেশ দফতর। পরিবেশ দূষণ রুখতে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা কথা ছিল সেগুলোকে সঠিক সময় ধরে কাজ করা সম্ভব হয়নি। দিল্লিতে দূষণ মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ দফতরের হুঁস ফিরেছে। দিল্লিতে ঘর থেকে বের হলেই নাক হাত পা জ্বালা করছে। সেখানকার সরকারের হুঁস ফিরেছে। প্রতি বছরের মতো এবারও বর্ষা আসতে না আসতে বাতাসে দূষণ মাত্রা বৃদ্ধি পেল। পরিবেশ দফতরকে সক্রিয় হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে। দিল্লিতে হঠাৎ করে কেন অতিরিক্ত দূষণ ছড়িয়ে গেল তার পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। দিল্লি মিউনিসিপ্যাল এর ব্যাপারে বিদেশি রাষ্ট্রে সাহায্য নেওয়ার কথা ভাবছে। কলকাতা পুরসভার বিদেশি রাষ্ট্রে সাহায্য নেবে কিনা পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে তা এখনই জানতে পারা যায়নি। বিশেষজ্ঞদের এ ব্যাপারে তাদের কী মত রয়েছে তাও খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। ইংল্যাণ্ড, টোকিও এবং জার্মান দেশের দূষণকে রোধ করতে মাসচার প্ল্যান তৈরি করেছিল। সেই মাসচার প্ল্যানকে নিয়ে কলকাতা এবং দিল্লি এবারে দূষণ মুক্তকরণ গড়ে তুলতে চায়। দেশি এবং বিদেশি পরিবেশবিদের মতামত নিয়ে কাজ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। দিল্লি পুরসভার রোজ রাস্তার ধোয়ার আয়োজন করেছে। কলকাতার রাস্তা ধোয়া একেবারে বাতিল হয়ে গিয়েছে। যার ফলে কলকাতার রাস্তার ধুলো বাতাসের সঙ্গে মিশে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করছে। তার সঙ্গে হেয়েছে রাস্তার খাবার।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

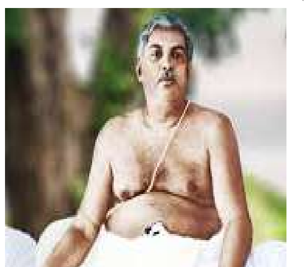

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, নারীকে তাঁদের স্বসম্মানের অধিকার দিতে হবে। পায়ের কাছে বসে নারীর কথা শুনতে হবে। তাঁদেরকে মান্য করতে হবে। নাহলে মনের বিকাশ হবে না। মাতৃকথাকে প্রাধান্য দিতে হবে। মাতৃকথাকে মান্য করতে হবে। না হলে মনের বিকাশ হবে না। মানসিক চিন্তার বিকাশ লাভ হবে না। জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলবে না। মায়ের ভক্তি শ্রদ্ধা না পেলে সব কিছু অতলে তলিয়ে যাবে। তাই প্রয়োজন হচ্ছে মাকে পুজা করা। তার কথাকে মান্য করা। তার কথা শুনে পথ চলা। মায়ের কথা শুনলে কোনও সময়ে বিপদ হবে না। নাহল পদে পদে বিপদ রয়েছে।।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মা সারদা হচ্ছেন মাতৃ সান্ত্বনা। মা সারদার ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে মাতৃ আরাধনা। মায়ের আরাধনা করতে হবে। ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হবে। তবেই মায়ের আশির্বাদ পাওয়া সম্ভব হবে। নারী শক্তি না থাকলে কোনও সময়ে বিশ্বকে লাভ করা সম্ভব হয় না। জাগতিক রহস্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় যদি মাতৃশক্তি সহায় থাকে। আসলে আমরা নারী শক্তিকে অবহেলা করি বলেই শক্তি সঞ্চয় করতে পারি না। শক্তি প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে। সেই শক্তিকে বিকশিত করতে প্রয়োজন হয় মায়ের। মা সন্তানকে শক্তিকে দান করেন। তিনি শক্তি দাত্রী। তাঁর কাছ থেকে শক্তি গ্রহণ করতে হয়। না হলে শক্তি পাওয়া অসম্ভব। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নারী শক্তিব উত্থান করতে হবে। নারীকে সমাজে প্রথম স্থান দিতে হবে। তবেই ভারত জাগতে থাকবে। বাংলার নবজাগরণ তৈরি হয়েছিল নারী জাগরণের মধ্যে দিয়ে। নারীর অপমান মানেই একটি জাতির ধ্বংস।

মহারাষ্ট্র ও বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে কোনঠাসার লক্ষ্যেই কি অহিংসা- তত্ত্বতল্লাসিতে বউবাজারের গুলেদানন্দজি

রবীন্দ্র কুমার শীল

বউবাজারের গুলেদানন্দজি এবারে কলকাতায় বেশি দিন থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন না। তিনি এবারে বেশ কিছু দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে সফর করতে চান। আসলে তিনি বলছেন যে ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি। তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তখন সেখানে। তিনিও গান্ধিজির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে গান্ধিজির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এন্ড্রুজ এবং পিয়ারসন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধিজির ব্যাপারে কিছু জানতেন না। গান্ধিজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন এন্ড্রুজ এবং পিয়ারসন। এঁনারা তখন গান্ধিজির খুব প্রিয় এবং কাছের লোক ছিলেন। গান্ধিজি ভারতের আসার আগে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়ে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন। সেখান টলস্টয় ফার্ম তৈরি করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি শান্তির বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। টলস্টয় তখন লেখক হিসাবে জগৎ বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। গান্ধিজির যখন দক্ষিণ আফ্রিকাতে তখন টলস্টয়ের সঙ্গে গান্ধিজির পরিচয় হয়নি। গান্ধিজি তখন এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজ ছিলেন যাকে ধরে আন্দোলন করলে খ্যাতি পাওয়া সম্ভব। সেই কারণে গান্ধিজি টলস্টয়ের ছাতার তলায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। টলস্টয় তখন 'ওয়ার অ্যাণ্ড পিস' লিখে খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করে দিয়েছেন। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৯ সালে। তার আগে থেকেই ধারাবাহিকভাবে ১৮৬৫-১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হতে থাকে। রুশ ঔপন্যাসিক লেভ টলস্টয় ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়নের রুশ অভিযান নিয়ে গ্রন্থটি রচিত করেন। আসলে টলস্টয় যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে এই গ্রন্থটি লিখেছিলেন। তিনি শান্তির পক্ষে। যুদ্ধ মানেই রক্তপাত। যুদ্ধ মানেই সম্পদ নষ্ট। যুদ্ধ মানেই সভ্যতার অগ্রগতি স্তব্ধ। সেই কারণে যুদ্ধকে তিনি একটি অভিশাপ বলে বর্ণনা করলেন। গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়ে উপস্থিত হতেই হাতের কাছে পেয়ে গেলেন লেভ টলস্টয়কে এবং তাঁর রচিত 'ওয়ার এ্যাড পিস' বইটিকে। এই বইটির দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গান্ধিজি তাঁর সংগ্রামের পথটাকে তৈরি করতে শুরু করেন। তিনি একেই হাতিয়ার করে শুরু করলেন আন্দোলন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে 'টলস্টয় ফার্ম' তৈরি করলেন। কিন্তু গান্ধিজির সঙ্গে টলস্টয়ে কোনও পরিচয় ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকাতে গান্ধিজির আন্দোলনটা ছিল শান্তির পক্ষে। তিনি সেখানে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে মন্ত্র উচ্চারিত করতে শুরু করে দিলেন। গান্ধিজি সরাসরি ভারতে এসেই তাঁর অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেননি। তার আগে তিনি কতখানি সফল হচ্ছেন এবং কতখানি তাঁর সংগ্রাম মানব জাতির কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে তার যাচাই করতে শুরু করে দিতে থাকলেন দক্ষিণ আফ্রিকাতে বসেই। আসলে গান্ধিজির দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনটা ছিল একটি পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় তিনি কতখানি উন্নতি লাভ করতে পেরেছিলেন সেটা ইতিহাস বিচার বিশ্লেষণ করে রায় দিতে পারবে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে যখন গান্ধিজি আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সেখান গিয়ে উপস্থিত হলেন গোপাল কৃষ্ণ গোখেল। তিনি তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তিনি পেরে উঠছিলেন না। মহারষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক যেভাবে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে গোখলের মতো নেতারা জনপ্রিয় হতে পারছিলেন না। তিলকের কট্টরপন্থী সংগ্রামকে অপচ্ছন্দ করতে থাকেন গোখলে। তিনি বুঝতে পারেন যে তিলক থাকলে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর উপস্থিতিটা একেবারে ভোঁতা হয়ে যাবে। সেই কারণে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে গান্ধিজি বর্ণবৈষ্যমের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছেন। টলস্টয় ফার্ম তৈরি করেছেন। সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করার চেষ্টা করছেন। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বসে গোখলে গান্ধিজিকে ভারতে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের বুদ্ধি জোগালেন। গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনকে অসমাপ্ত রেখেই এবারে গান্ধিজি গোখলের হাত ধরে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন ১৯১২ সালে। ভারতে মাটিতে উপস্থিত হয়ে বুঝতে পারলেন যে ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামকে দমন করতে হবে। নাহলে বিপ্লবীদের হাতে দেশটা চলে যাবে। মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক ছিলেন কট্টরপন্থীদের সমর্থক। তিনি একদিকে মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র পন্থীদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমর্থন করছেন আর অন্য দিকে বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামীদের উৎসাহিত করছেন। বাংলা এবং মহারাষ্ট্র তখন বিপ্লবী পথ ধরে স্বাধীনতা অর্জন- এই মতবাদে বিশ্বাসী। মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বাংলার অরবিন্দ একই পথের পথিক। অহিংসা আন্দোলন সম্পর্কে কোনও ধারনা তখন ভারতবাসীর মনে উদয় হয়নি বলেই একটি সিগারেটে সুখ টান দিলেন গুলেদানন্দজি। চা আর সিগারেট এর ওপরে নির্ভর করেই গুলেদানন্দজি জীবন অতিবাহিত হয়। গুলেদানন্দজি চোখ বুজিয়ে বলতে শুরু করলেন, তখন অহিংসা বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন কাকে বলে সেটা ভারতবাসীর কাছে অজানা। গান্ধিজির হাত ধরেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আহিংসা সত্যাগ্রহের প্রবেশ। বাংলায় গান্ধিজির আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এগিয়ে আসেন। তিনি তো আবার বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন না। যদিও বিলাতে আয়ারল্যাণ্ড বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে একটা যোগ সূত্র তৈরি হয়েছিল দেশবন্ধুর। বিপ্লবী অরবিন্দও এই গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। সেখানেই দেশবন্ধুর সঙ্গে অরবিন্দের দেখা হয়েছিল। যদিও সেই পরিচিতিটা খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। তবুও বলা যেতে পারে যে বিপ্লবী অরবিন্দ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস উভয় উভয়কে ভাসাভাসা চিনতেন। গুলেজানন্দ এই পর্যন্ত এসে খানিকটা বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। গলায় তারকের চায়ের লিকার ঢেলে দিলেন। তারপরে আবার বলতে শুরু করলেন যে গান্ধিজি ভারতে এসেই খুঁজতে শুরু করলেন এমন একজন মহান ব্যক্তিতে যার হাত ধরে ভারতের জনগণের কাছে অতি সহজেই পৌঁছানো সম্ভব। তখন তাঁর একমাত্র অবলম্বন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১২ সালে গান্ধিজি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে ভারতে এসে উপস্থিত তখন তাঁকে কেউ চেনে না। ঠিক তার এক বছর পরেই রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' কবিতা বইয়ের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। ব্যাস গান্ধিজির নাগালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো একজন বিশ্ববিখ্যাত কবি সোজা শান্তিনিতেকনে উপস্থিত গান্ধিজি। শান্তিনিতেকনে এসেই গান্ধিজি সিদ্ধান্ত নিলেন যে সেখানে একটি আশ্রম খুলবেন। সেই আশ্রম থেকেই তিনি তাঁর আন্দোলনের রথযাত্রা শুরু হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সেই কথা তিনি জানান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ব্যাপারে কোনও বিরূপ মন্তব্য করেননি। গান্ধিজি তখন রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলে আখ্যা দিয়েছেন। এদিকে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন খানিকটা স্তিমিত। যদিও তখন গোপনে গোপনে চলছে অরবিন্দ পরবর্তী দ্বিতীয় পর্যায়ের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি। তার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র বিদেশ থেকে আনার আয়োজন। জার্মানদের সঙ্গে চলছে গোপন শলাপরামর্শ। জার্মানরা অস্ত্র দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী। কিন্তু কাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে তার জন্য যোগ্য নেতার অভাব। যোগ্য নেতার জন্য আমাদের আরও দুটি বছর অপেক্ষা করে থাকতে হলো। ১৯১৪ সালে এসে উপস্থিত হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং রাসবিহারী বোস। তখন গান্ধিজি তাঁর অহিংসা সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতের মাটিতে জেঁকে বসতে পারেনি। বাংলার লোকেরা তখন গান্ধিজির সঙ্গে পরিচিত নয়। ১৯১৪ সালে আগস্ট মাসে রডা কোম্পানি অস্ত্র লুণ্ঠন করলেন শ্রীশচন্দ্র মিত্র (হাবু)। তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন মলঙ্গা লেনের বিপ্লবী নেতা অনুকূল মুখার্জি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, হরিদাস দত্ত প্রমুখ। মধ্য কলিকাতার তরুণ সম্প্রদায় বিপ্লবী আন্দোলনের ওপরে আস্থা রাখতে শুরু করেছে। অন্য দিকে তখন শান্তিনিকেতনে গান্ধিজি। তিনি রবীন্দ্রনাথের ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে সারা ভারত জুড়ে তাঁর আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্নে মশগুল। গান্ধিজির হাতে তখনও চরকা নেই। বিদেশি পণ্য বযকট আন্দোলনে তিনি চরকার ওপরে ভরসা রেখেছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকেই গান্ধিজি তাঁর আন্দোলনকে ভারত ব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেন। তিনি এবারে বিশ্ব ভারতীর ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে শুরু করলেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে রাস্তাঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ নিলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা গান্ধিজির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করলো। শান্তিনিকেতন পরিস্কার করার দায়িত্ব যাতে ছাত্ররা গ্রহণ করে তার জন্য গান্ধিজি সুপরমার্শ দিতে শুরু করলেন। তারপরে গান্ধিজির দ্বিতীয় ধাপ এসে হাজির। তিনি নিরামিষ খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা তখন আমিষ ভক্ত। আমিষ খাওয়ার ব্যাপারে গান্ধিজি আপত্তি করতে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথও গান্ধিজির সিদ্ধান্তে কোনও আপত্তি করেননি বটে। কিন্তু ছাত্ররা ক্রমশ বিরক্ত বোধ করতে থাকে। গান্ধিজি এবারে তিনি ঈশ্বর তত্ত্বকে উপস্থিত করাতেই ছাত্র সমাজ বিব্রত। রবীন্দ্রনাথ যেখানে উপাসনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর সাধনার পথ তৈরি করে দিয়েছেন সেখানে দেবদেবী তত্ত্বকে খারিজ করে দিতে প্রস্তুত হল ছাত্র ও শিক্ষকরা। আচার্য রবীন্দ্রনাথ উপাসনাধর্মী ধর্মাচারণে বিশ্বাসী ছিলেন। শান্তিনিকেতনে কোনও দেবদেবীকে আরাধনা হতো না। ফলে গান্ধিজির সঙ্গে ছাত্রদের মতভেদ শুরু হল আর তখনই গান্ধিজি বুঝতে পারলেন যে শান্তিনিকেতনে সত্যাগ্রহের আশ্রম খুলে লাভ হবে না। কারণ শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা তারা সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা বাইরে যেতে নারাজ। গান্ধিজি পরিস্কার বুঝতে পারলেন যে শান্তিনিকেতনে গান্ধি আশ্রম স্থাপন করে লাভ নেই। শিক্ষা প্রাঙ্গনে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ কর্মসূচিটা বোকামির কাজে পরিণত হবে। সেই কারণে তিনি আমেদবাদের দিকে তাকালেন। সেখানেই গান্ধি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সারা ভারত জুড়ে তাঁর অহিংসা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করলেন। সংগ্রামকে আরও গণমুখী করতে কংগ্রেসের মঞ্চটাকে তিনি ব্যবহার করলেন। ফলে দেখা দিল কট্টরপন্থীদের সঙ্গে মানসিক সংঘাত। ১৯২৯ সালের থেকেই গান্ধিজির আন্দোলন ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। বিপ্লবী ভগত সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তের জীবন চলে গেল আইন সভায় বোমা নিক্ষেপ করার অপরাধে। অহিংসা আন্দোলনের রাস্তা পরিস্কার হল। সবরমতির গান্ধি আশ্রম (১৯১৫) থেকেই গান্ধিজি তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে ভারত জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশল নিলেন। পড়ে রইল বাংলার সশস্ত্র সংগ্রাম। বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামীরা অনুভব করলো যে ভারতের মধ্যে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম করে লাভ নেই। তার চেয়ে ভারতের বাইরে সামরিক বাহিনী প্রস্তুত করে ব্রিটিশ শক্তিকে নাজেহাল করা সম্ভব। সেই ধারনার বশবর্তী হয়েই রাসবিহারী বোস এবং সুভাষ বোসের জাপান যাত্রা। সেই ফাঁকে গান্ধিজি তখন ভারতের অবিংসবাদী নেতায় পরিণত।

সম্রাট আকবরের রাজসভার সঙ্গীতজ্ঞ তানসেনের নাম ছিল রামতনু পাণ্ডে

বিশেষ প্রতিবেদক

বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীত জগতের সম্রাট কিংবদন্তি সুর স্রষ্টা তানসেন। তার পুরো নাম রামতনু পাণ্ডে। মোঘল সম্রাট আকবর তাকে তানসেন উপাধিতে ভূষিত করেন। তানসেন নামের অর্থ যিনি সঙ্গীত দিয়ে হৃদয় দ্রবীভূত করেন। যিনি চাইলেই গান গেয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারতেন, আবার গান গেয়েই নামাতে পারতেন আকাশ থেকে অঝর ধারার বৃষ্টি। তানসেন শুধু বড় গায়কই ছিলেন না তিনি ছিলেন গীতিকার ও কবি। আধুনিক ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রবক্তা তানসেন কিছু রাগের নবরূপ দিয়েছিলেন। সে সকল রাগ তাঁর নামের সাথে আজও জড়িয়ে আছে। যথা মিয়াকী দরবারী কানাড়া, মিয়াকী মল্লার, মিয়াকী তোড়ি। এসব রাগ সেই যুগ হতে আজও সকলের কাছে সমান জনপ্রিয়। কিংবদন্তি এই সঙ্গীত যাদুকরের আজ ৪২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। যদিও তার জন্ম-মৃত্যু সাল নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। মাহবুবুল হক সংকলিত বিশ্ব তারিখ অনুযায়ী ১৫৮৯ সালের আজকের দিনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আলৌকিক ক্ষমতাধর, সঙ্গীতের যাদুকর তানসেন আনুমানিক ১৫০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালিয়ের বেহাটে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম রামতনু পাণ্ডে। তার বাবা মুকুন্দ পাণ্ডে একজন কবি এবং তিনি ছিলেন বারাণসীর বাসিন্দা। তার কোনো সন্তানই বেঁচে থাকতো না। শোনা যায় মৃতবৎসা স্ত্রীকে তিনি গোয়ালিয়রের মুহাম্মাদ গওস এর মাদুলী গ্রহণ করেন যাতে করে তানসেনের জন্ম হয়। শেখ মুহাম্মদ গাউস ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম সুফী দরবেশ ও ফকির ছিলেন। সকল ধর্ম বিশ্বাসের লোকের কাছে তিনি সনামধন্য ছিলেন। ছেলের জন্মে তিনি অতি আনন্দিত হন এবং এই

জন্মের পিছনে সাধু গাউসের আশীর্বাদ রয়েছে বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি ছেলের নাম রাখেন রামতনু (রামতনু পাণ্ডে)। ছোটবেলা থেকেই রামতনু সঙ্গীত শিক্ষা করতে শুরু করেন। এই শিক্ষায় তার গুরু ছিলেন বৃন্দাবনের তৎকালীন বিখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষক হরিদাস স্বামী। মাত্র ১০ বছর বয়সে তার মেধার ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। কথিত আছে, ১০ বছর বয়সে রামতনু গাছের আড়াল হতে বাঘের ডাক নকল করে সঙ্গীতাচার্য্য স্বামী হরিদাসকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করে। তার মেধা দেখে স্বামীজি বিস্মিত হন এবং তার বাবাকে বলে নিজের সাথে বৃন্দাবন নিয়ে যান। সেখানেই রামতনু সঙ্গীতের তালিম নেন বেশ কয়েক বছর। এই বৃন্দাবনেই তানসেনের মূল ভিত রচিত হয়। বিভিন্ন রাগের সুষ্ঠু চর্চার মাধ্যমে তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত শিল্পীতে পরিণত হন। অনেক বিখ্যাত হওয়ার পরও তাই তিনি সময় পেলেই বৃন্দাবন আসতেন। বৃন্দাবন থেকে বেহাটে ফিরে তানসেন শিব মন্দিরে সঙ্গীত সাধনা শুরু করেন। লোক মুখে শোনা যায়, তাঁর সঙ্গীতে মন্দিরের দেওয়াল আন্দোলিত হত। স্থানীয়রা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, তান সেনের সঙ্গীতের কারণেই মন্দিরটি এক দিকে একটু হেলে পড়েছে। তানসেন সম্বন্ধে আরও কিছু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, বৃক্ষ ও পাথরকে আন্দোলিত করা, নিজ থেকেই বাতি জ্বালানো এবং যখন বৃষ্টির কোন চিহ্নই নেই তখন বৃষ্টি আনয়ন করা ইত্যাদি। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর রামতনু গওসের কাছে যান আর তার সাথেই বসবাস শুরু করেন। এই সময় গওসের সহায়তায় রাজা মানসিংহের বিধবা স্ত্রীর সভায় যোগ দেন রামতনু। তিনি এই সময় ধর্মান্তরিত মুসলমান রমনী প্রেমকুমারী, পরে যার নাম হয় হোসেনী তাঁকে বিয়ে করেন ও মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেন। তার নাম হয় আতা আলি খাঁ। তবে তানসেন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কি না তা নির্ভরযোগ্য ভাবে জানা যায় না। এর পক্ষে ও বিপক্ষে দুইদিকেই প্রচুর মত পাওয়া যায়। তানসেনের দুজন স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানের খবর পাওয়া যায়। যথা হামির সেন, সুরত সেন, তরঙ্গ সেন ও বিলাস খাঁ নামে ৪ পুত্র এবং স্বরস্বতী দেবী নামে এক কন্যা।

মোঘল সম্রাট আকবরের সভায় নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন আতা আলি খাঁ। দিল্লীর সম্রাট আকবর সিংহাসনে বসার সাত বছর পর ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে আতা আলী খাঁ এর কথা জানতে পান ও তাকে দিল্লীর দরবারে অধিষ্ঠিত করেন। সে সময় তিনি রেওয়ার মহারাজা রাজারাম(রামচাঁদ) এর সভা গায়ক ছিলেন। সম্রাট আকবর একদিন আতা আলী খাঁ এর গান শুনে এতই বিমোহিত হয়ে পড়েন যে তার গলা থেকে কণ্ঠহার খুলে তাকে পরিয়ে দেন এবং তার নাম দেন তানসেন। তানসেনের সময়ে আকবরের রাজসভায় আরও নামজাদা গায়ক ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এদের মধ্যে মিয়া খোদাবক্স, জ্ঞান খাঁ, দারিয়া খাঁ, মিয়া মসনদ আলি খাঁ, বাবা রামদাস, সুরদাস, নবাব খাঁ, রাজ বাহাদুরসহ অনেকে। তৎকালীন সমসাময়িক সঙ্গীতজ্ঞরা তানসেন এর এমন সৌভাগ্যে হিংসায় এক কুটকৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা যড়যন্ত্র করে তাঁকে পুড়িয়ে মারবার জন্য দীপক রাগইতে বলেন। দীপক রাগ এমনি এক শক্তিশালী রাগ যা গাইলে গান থেকে সৃষ্ট আগুনে তানসেনের শরীর ঝলসে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তানসেন তা জানতেন। তাই তিনি প্রথমে রাজী হননি। তিনি জানতেন, দীপক রাগ গাওয়ার পর যখন আগুন জ্বলবে তাকে নেভানোর জন্য প্রয়োজন হবে মেঘমল্লার রাগ। কিন্তু একার পক্ষে তো একসাথে দুটো রাগ গাওয়া সম্ভব নয়। ষড়যন্ত্রকারীও জানতেন, তানসেন কোনদিন এই রাগ পরিবেশন করবেন না । তাই তানসেনের বিরোধীপক্ষ সম্রাট আকবরকে সংগীতানুষ্ঠানের সময় অনুরোধ করলেন তানসেনের কণ্ঠে দীপক রাগ শুনতে। সরল বিশ্বাসে সম্রাট আকবর তানসেনকে অনুরোধ করলেন দীপক রাগ গাইতে। বিচক্ষণ তানসেন বিপজ্জনক এই রাগের পরিবেশনার জন্য সময় চেয়ে নিলেন সম্রাটের কাছে। তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের মোকাবেলা করার জন্য মেয়ে স্বরস্বতী ও গুরু কন্যাকে মেঘমল্লার গানে তালিম দিতে লাগলেন। নিজ কন্যা স্বরস্বতী ও গুরু কন্যাকে তালিম দেওয়ার পর রাজসভায় দীপক রাগ গাওয়ার ঘোষণা দিলেন। তানসেনের এই পূর্ব প্রস্তুতির কথা কেউ জানতেন না। নির্দিষ্ট দিনে রাজসভায় লোকে লোকারণ্য।

সম্পাদক সমীপেষু,

রসিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

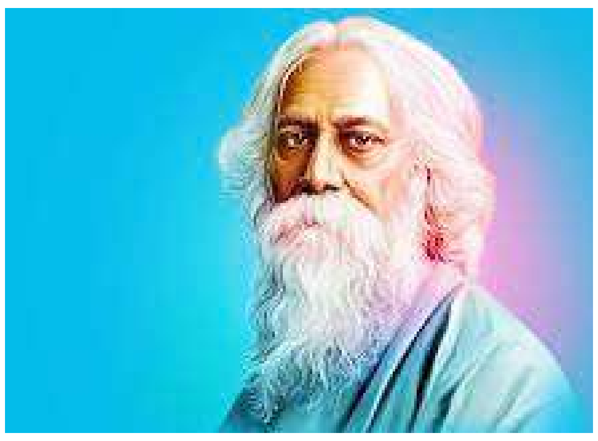

একবার রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি একসাথে বসে প্রাতরাশ করছিলেন। গান্ধীজি খাচ্ছিলেন রোজকারের মত পরিজ এবং রবীন্দ্রনাথ গরম লুচি। গান্ধীজি বললেন, গুরুদেব তুমি জানো না যে তুমি বিষ খাচ্ছ। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, বিষই হবে, তবে এর অ্যাকশন খুব ধীরে, কারণ আমি বিগত ষাট বছর যাবৎ এই বিষই খাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ একবার এক ভদ্রলোককে বললেন, আপনাকে আমি দন্ড দেব। ভদ্রলোক ভীষণ বিব্রত হ'য়ে বললেন, কেন গুরুদেব ! আমি কী অপরাধ করেছি ? রবীন্দ্রনাথ বললেন, গতকাল আপনার লাঠি, মানে দণ্ডটি আমার বাসায় ফেলে গেছেন, এই নিন আপনার দণ্ড। একবার শরৎচন্দ্র একখানা টেলিগ্রাম পাঠালেন রবীন্দ্রনাথকে। সেকালে সাধারণত কোনও গুরুতর সংবাদ হ'লেই টেলিগ্রাম করা হ'ত। কাজেই টেলিগ্রাম এলে সকলেই কিঞ্চিৎ ভীত হতেন। তা, সেই টেলিগ্রাম খুলে দেখা গেল, শরৎবাবু লিখেছেন,গুরুদেব, আমি ভালোই আছি অর্থাৎ মস্ত এক ঠাট্টা! রবীন্দ্রনাথও কি আর যে সে পাত্র ! তিনিও এর উত্তরে বিশাল এক পাথরখন্ড পার্সেল করলেন শরৎচন্দ্রকে, তার সাথে চিরকুটে লিখলেন, তব কুশল সংবাদ পাইয়া আমার হৃদয় হইতে এই পাষাণভার নামিয়া গিয়াছে। একবার রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর একটি নাটক পাঠ করছেন, শরৎচন্দ্র সেই আসরে উপস্থিত হলেন। একদা জুতো চুরি হবার কারণে তিনি জুতোজোড়া কাগজে মুড়ে বগলদাবা করে আসরে ঢুকতেন। রবীন্দ্রনাথ জানতে পেরে একদিন বলে উঠলেন,শরৎ তোমার বগলে ওখানি কী ? পাদুকপুরাণ ? এ নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি হয়েছিল। একবার দোলপূর্ণিমার দিনে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল জামার পকেট থেকে আবির বের করে কবিগুরুকে রাঙিয়ে দিলেন। আবিরে রঞ্জিত রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন,এতদিন জানতাম দ্বিজেনবাবু গান ও নাটক লিখে সকলের মনোরঞ্জন করে থাকেন, আজ দেখছি দেহরঞ্জনেও তিনি একজন ওস্তাদ। মরিসসাহেব ছিলেন শান্তিনিকেতনে ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার অধ্যাপক।তিনি খুবই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রসবোধ ছিল আসাধারণ

-যশোদা দেবী চৌধুরীরানী, বেহালা, কলিকাতা-

ভ্রম সংশোধন

'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়া'র নতুন সাধারণ সম্পাদক' ২৭.০৪.২৪ শীর্ষক শিরোনাম সংবাদে হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরীর আগে 'ডক্টর' শব্দটি প্রকাশিত হয়েছে। 'ডক্টর' শব্দটি ছাড়াও আরও যদি কোথাও অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকে তার জন্য দুঃখিত। সম্পাদক।

মাদার ডে উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান জলপাইগুড়িতে। আজ রবিবার মাদার ডে, সেই উপলক্ষ্যে শনিবার জলপাইগুড়ি ব্রহ্মাকুমারী সেন্টারে সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাদার ডে এর নানান অনুষ্ঠান। মাদার ডে উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান জলপাইগুড়ি প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মা ও বোনেদের উদ্যোগে। বিভিন্ন সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাদার ডে পালন করা হয়। সেন্টার ইনচার্জ বিকে নিতু দিদি মায়েদের সম্মান জানিয়ে মায়েদের উদ্দেশ্যে সংগীত পরিবেশন করেন।

মেটেলি ব্লকের দুই চা বাগানে হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ছয়টি বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ মে ঃ জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকে হাতির হানা অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে মেটেলি ব্লকের দুটি চা বাগানে তাণ্ডব চালায় একটি হাতি। এতে শ্রমিকদের ছয়টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই সময় হাতির আক্রমণ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান শ্রমিকরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে একটি হাতি প্রথমে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাটাবাড়ি চা বাগানে প্রবেশ করে। এরপর খাবারের সন্ধানে হাতিটি তিনটি বাড়িতে হানা দেয়। তবে শ্রমিকরা চিৎকার করলে হাতিটি ডাঙ্গী ডিভিশন চা বাগান সংলগ্ন কুর্তি লাইনের দিকে পালিয়ে যায়। সেখানেও হাতিটি তিনটি ঘর ভাঙচুর করে। সেই সাথে ঘরে রাখা খাবার খেয়ে আবার ভোরের দিকে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। প্রসঙ্গত বুধবার রাতেও ডাঙ্গী বিভাগের চা বাগানে চারজন শ্রমিকের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে হাতিরা। চা বাগান এলাকায় লাগাতার হাতির আক্রমণে আতঙ্কিত স্থানীয় শ্রমিকরা। রাতে বনকর্মীদের টহল দেওয়াসহ সব ধরনের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন শ্রমিকরা।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল পাথর বোঝাই ডাম্পার, রক্ষা পেলেন চালক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ মে ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতে সংলগ্ন লাল স্কুলের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল পাথর বোঝাই ডাম্পার। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন চালক। শনিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন ভোর চারটে নাগাদ বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বাড়ির বাইরে এসে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন পাথর বোঝাই ১২ চাকার একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে আছে। সামনের চাকার প্যাটি ভেঙে যাওয়ার কারণেই এই বিপত্তি বলে জানা গেছে। যদিও অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচে ডাম্পার চালকেরা। তৎক্ষণাত খবর দেওয়া হয় কোতোয়ালি থানার পুলিশকে। ডাম্পারটিকে উদ্ধার করে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় সাময়িকের জন্য যানজট তৈরি হলেও পরে স্বাভাবিক হয়ে যায় বলে পুলিশের তরফে জানান হয়েছে।

নির্বাচন মিটতেই বোমা উদ্ধার ডোমকলে, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ মে ঃ মুর্শিদাবাদ লোকসভা নির্বাচনের পরেই বোমা উদ্ধার ডোমকলে। ভোট মিটতেই বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। শনিবার সকালে মাঠে পাটের জমি নিড়ানি করতেই বোমার কন্টেনারের দিকে নজর পড়ে স্থানীয় এক কৃষকের। তারপরেই বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। আর ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের ডোমকলের জুগিন্দা মালিথ্যাপাড়া এলাকায়। জানা গেছে, স্থানীয় এক কৃষকের বটতলা মাঠে পাটের জমি নিড়ানির কাজ করছিল গত চারদিন ধরে। শনিবার নিড়ানির কাজে গেলে হঠাৎ করে

নজর পড়ে একটি কন্টেনারের দিকে। যা গতকাল সেখানে ছিলোই না। কাছে যেতেই বোমা থাকার সন্দেহ বোধ হয়। তারপরেই গ্রামে ছুটে এসে স্থানীয় ব্যাক্তিদের মারফত খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ ওই খবর পেয়েই মাঠের কলা বাগান থেকে বোমার কন্টেনার উদ্ধার করে। ঘিরে রাখে ঘটনাস্থল। খবর দেওয়া হয় বোম ডিস্পোজাল স্কোয়ার্ডকে। পুলিশের অনুমান ওই কন্টেনারে পাঁচটি সকেট বোমা রয়েছে। তবে বোম ডিস্পোজাল স্কোয়ার্ড এলেই পরিস্কার হবে। ঘটনায় মাঠের কৃষকেরাও আতঙ্কে রয়েছে। ঘটনার পর পরিই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বোমা রাখার পিছনে কার হাত রয়েছে কি উদ্দেশ্য ছিল। সবটাই তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদ লোকসভা নির্বচন শেষ হয়েছে গত ৭ মে। তার তিনদিন পর বোমা উদ্ধার। ইতিমধ্যেই ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটেছে ডোমকলেই। এবার বোমা উদ্ধারে স্বভাবতই নানান কারন ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আগেই বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সারাদিনে রেলগেট পড়ে ১৩০ বারের বেশি ! নাজেহাল জনসাধারণ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১০ মে ঃ যানজটে নাকাল শহরবাসী সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষ। আজও মেলেনি গুরুতর এই সমস্যার কোনও সমাধান। সারাদিনে ১৩০ বারের বেশি রেলগেট পড়ে এই জায়গায়। ভোট আসে ভোট যায় শুধু মেলে প্রতিশ্রুতি। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পূর্ব বর্ধমান জেলার এক অতি পরিচিত জায়গা কাটোয়া। যার অন্যতম কারণ কাটোয়া শহরের অবস্থান। নদীয়া মুর্শিদাবাদ জেলা লাগোয়া শহর হল

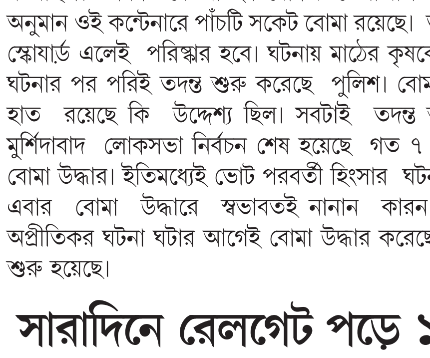

কাটোয়া। ফলে প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে অসংখ্য মানুষ আসেন এই শহরে। তবে কাটোয়া শহরে প্রবেশ করার প্রধান রাস্তাতেই রয়েছে রেলগেট। শহরে প্রবেশ করতে হলে রেলগেট পার করতে হয়। কিন্তু নিত্যদিন নানান কাজ নিয়ে যারা কাটোয়া শহরে আসেন, রেল গেটের জেরে দুর্ভোগের শিকার হতে হয় অনেককেই। রেলগেট পড়ে যাওয়ায় অপেক্ষারত এক ব্যক্তি বলেন, প্রচণ্ড সমস্যা হয় রেলগেট পড়ে থাকার কারণে, সময়ের পর সময় নষ্ট হয়। রোদ গরমে সবথেকে বেশি কষ্ট হয়। একটা ওভারব্রীজ হলে ভালো হত। আর এক ব্যক্তি বলেন, বাচ্চাদের স্কুল নিয়ে যেতেও সমস্যা হয়। সময় মত পৌঁছানো যায় না। এছাড়াও স্কুল, কলেজ , হাসপাতাল সবই এই রেলগেট পেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু রেলগেট পড়ে থাকলে অনেক সময় নষ্ট হয়। একটা ওভারব্রীজ হলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে। আসলে বর্ধমান, কালনা সহ সড়ক পথে মুর্শিদাবাদ থেকে কাটোয়া শহরের ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে পেরোতেই হয় এই রেলগেট। কলেজ, হাসপাতাল, বাজার সহ যেকোনওকাজে যেতে গেলেই পেরোতে হয় এই রেলগেট। কিন্তু ট্রেন চলাচলের কারণে ঘন ঘন রেলগেট পড়ে। যে কারণে বিপাকে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

বৈচিত্র্যময় প্রতীক চিহ্ন নিয়ে এবারে লোকসভার ময়দানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ মে ঃ বাংলায় প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্নের সাথে পরিচয় আছে প্রত্যেকের। যেমন তৃণমূলের ঘাস ফুল, বিজেপির পদ্মফুল, জাতীয় কংগ্রেসের হাত কিম্বা সিপিআইএমের কাস্তে- হাতুড়ি - তারা। কিন্তু এবারে নির্দল বা গোঁজ প্রার্থীদের বৈচিত্র্যময় প্রতীক চিহ্নগুলির দিকে তাকালে কিছুটা অবাক হতে হয় বইকি। কি নেই সেখানে! কানের দুল, জাঁতা, খাটিয়া, গ্যাস স্টোভ যেমন রয়েছে। তেমনি রয়েছে হাতিও। ইভিএম-এবার যেন আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে প্রতীক চিহ্নের বিভিন্নতায়। ঘাসফুল, পদ্মফুল, কাস্তে-হাতুরি-তারার মতো এই রাজ্যের ভোটারদের অতি পরিচিত প্রতীক তো থাকছেই। সঙ্গে বেশ কিছু অপরিচিত, স্বল্প পরিচিতও সাম্বলেরও এবার দেখা মিলবে বর্ধমান পূর্ব ও বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হয়ে গেছে মনোনয়ন প্রত্যাহারের নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরই। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে,

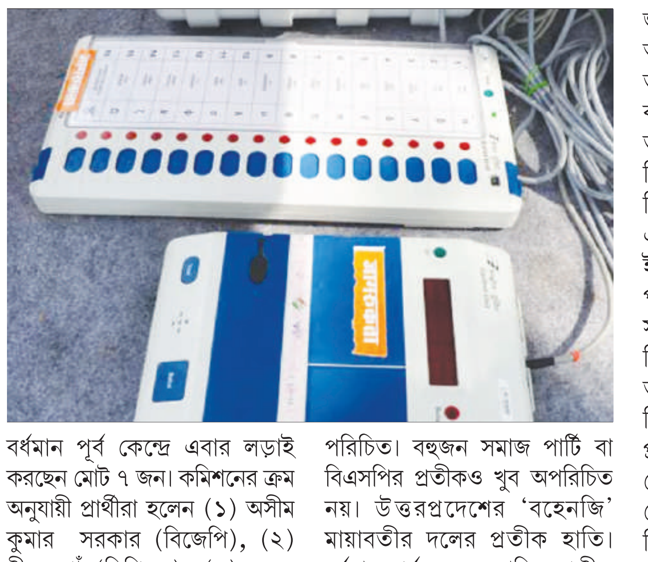

বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রে এবার লড়াই করছেন মোট ৭ জন। কমিশনের ক্রম অনুযায়ী প্রার্থীরা হলেন (১) অসীম কুমার সরকার (বিজেপি), (২) নীরব খাঁ (সিপিএম), (৩) মুকুল বিশ্বাস (বিএসপি), (৪) শর্মিলা সরকার (তৃণমূল), (৫) নির্মল মাঝি (এসইউসিআই), (৬) সজল কুমার দে (সিপিআইএমএললিব) ও (৭) শর্মিলা সরকার (নির্দল)। বিজেপির পদ্মফুল, তৃণমূলের ঘাসফুল, সিপিএমের কাস্তে - হাতুরি - তারা প্রতীকের সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত। বহুজন সমাজ পার্টি বা বিএসপির প্রতীকও খুব অপরিচিত নয়। উত্তরপ্রদেশের 'বহেনজি' মায়াবতীর দলের প্রতীক হাতি। বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রে হাতির প্রতীক থাকছে। এছাড়া এসইউসিআই প্রার্থীর প্রতীক টর্চ থাকছে ইভিএম-এ। সিপিআইএমএল (লিবারেশন) এর প্রতীক থাকছে পতাকায় তিন তারা। আর এই কেন্দ্রের একমাত্র নির্দল প্রার্থী শর্মিলা সরকার প্রতীক পেয়েছেন কানের দুল। বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে এবার মোট প্রার্থী ৮ জন। নির্বাচন কমিশনের ক্রম অনুযায়ী এক নম্বরে থাকছেন তৃণমূলের আজাদ কীর্তি ঝা যিনি কীর্তি আজাদ নামেই পরিচিত। তারপর ক্রমান্বয়ে আছেন বিজেপির দিলীপ ঘোষ, বিএসপির প্রভুনাথ শা, সিপিএমের সুকৃতি ঘোষাল, এসইউসিআই-এর তসবিরুল ইসলাম, দি ন্যাশনাল রোড ম্যাপ পার্টি অফ ইন্ডিয়ার মীর সাকিমুদ্দিন, দুই নির্দল প্রার্থী রীনা লিয়ং ও লক্ষ্মী নারায়ণ কোরা। তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, বিএসপি ও এসইউসিআই-এর প্রতীক জানা আছে। দি ন্যাশনাল রোড ম্যাপ পার্টি অফ ইন্ডিয়া প্রতীক পেয়েছে গ্যাস স্টোভ । নির্দল রীনা লিয়ং পেয়েছেন গ্যাস স্টোভ প্রতীক ও লক্ষ্মী নারায়ণ কোরা পেয়েছেন খাটিয়া প্রতীক। আর কয়েক ঘন্টা পরেই বর্ধমানের দুটি কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচন। অর্থাৎ ১৩ মে ভোটারদের কার কোন প্রতীক পছন্দ তা বেছে নেবেন বোতাম টিপে। এখন কার প্রতীক চিহ্ন অন্যদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে তা জানা যাবে ৪ জুন।

কালীপুজোর প্রসাদে খেয়ে গুরুতর অসুস্থ ১৬৮ গ্রামবাসী, হাসপাতালে গেলেন সুজাতা মণ্ডল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ মে ঃ গ্রামের কালীপুজোর প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ প্রায় ১৬৮ জন গ্রামবাসী। অসুস্থদের দেখতে হাসপাতালে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। গত মঙ্গলবার পাত্রসায়র থানার হামিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুন্দি গ্রামে কালী পুজো হচ্ছিল। সেই পুজোর প্রসাদ খেয়েছিলেন গোটা গ্রামের মানুষজন। পরের দিন সকাল থেকেই গ্রামের মানুষজনের একের পর এক পেট ব্যথা, বমি, জ্বর, পটি হতে থাকে। গুরুতর অসুস্থদের নিয়ে যাওয়া হয় পাত্রসায় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। গ্রামবাসীদের দাবি, ঠাকুরের ওই প্রসাদ খেয়েই অসুস্থ হয়েছে গ্রামের অধিকাংশ মানুষজন। পাত্রসায়ের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে গ্রামের মেডিক্যাল ক্যাম্প খোলা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত হাসপাতালে ৪৫ জন ভর্তি হয়েছে। ইতিমধ্যেই তার মধ্যে ৬ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামে যে

মেডিক্যাল ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে সেখানে প্রথম দিন ৯০ জন। দ্বিতীয় দিন ৩৩ জন গ্রামবাসীকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। চিকিৎসকদের অনুমান ফুড পয়জনের জন্যই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। যে কারণে ইতিমধ্যেই পাত্রসায় ব্লকের ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর গ্রামে ভিজিট করেছে যদিও স্যাম্পেল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এদিন অসুস্থ গ্রামবাসীদের দেখতে পাত্রসায়ের হাসপাতালে যান বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। তিনি এই খবর পেয়ে তৎক্ষণাত সেখানে যান। কথা বলেন রোগী এবং রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে। তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সুজাতা মন্ডল এর দাবি, প্রসাদ খেয়ে প্রায় ১০০ জন মানুষ অসুস্থ হয়েছে। ওষুধের দোকানে বলে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যাতে দ্রুততার সাথে ওষুধ সংগ্রহ করতে পারেন।

মাদক সহ গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার , ১১ মে ঃ আবার মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান জয়গাঁ থানা পুলিশের। এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে শনিবার আদালতে পাঠালো জয়গাঁ থানার পুলিশ। শুক্রবার গোপনসূত্রের খবরের ভিত্তিতে জয়গাঁ থানার পুলিশ জয়গাঁ বউ বাজার এলাকায় এক বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখানে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় প্রচুর সংখ্যক কফসিরাপ। এই ঘটনায় পেম্বা শেরপা নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃত কে শনিবার আলিপুরদুয়ার আদালতে পাঠায় পুলিশ।

হার ছিনতাই কাণ্ডে গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ মে ঃ জলপাইগুড়ি শহরে পরপর দুটি সোনার হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় যুক্ত থাকা এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চুরি যাওয়া সোনা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্তকে পাকড়াও করে পুলিশ। তাকে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে আসা হয়। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহরের মুহুরিপাড়া ও নেতাজিপাড়া এলাকায় মহিলাদের গলা থেকে সোনার হার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল। তবে গলানো অবস্থায় সোনা উদ্ধার করেছে পুলিশ। অপরাধের সময় ব্যবহৃত বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশি জেরায় অভিযুক্ত অপরাধ স্বীকার করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ধৃতের সঙ্গে আরও যারা জড়িত রয়েছে তাদের ধরার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়।

শিক্ষকের অভাবে একাদশে ভর্তি বন্ধ করেছিল, বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করল বীরভূমের স্কুল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১০ মে ঃ ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তার ফলে চাকরি যেতে বসেছিল প্রায় ২৬,০০০ জনের। যদিও পরে সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। তবে হাইকোর্টের নির্দেশের পরেই গত ২ মে স্কুলের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছিল। শিক্ষকের অভাবে একাদশে ভর্তি বন্ধ করেছিল বীরভূমের জাজিগ্রাম সর্বদোয় আশ্রম হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ। শিক্ষা দফতরের হস্তক্ষেপে অবশেষে স্কুলের পক্ষ থেকে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হল। তারপরেই পড়ুয়াদের একাদশে ভর্তি নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে স্বস্তিতে পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা। ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তার ফলে চাকরি যেতে বসেছিল প্রায় ২৬,০০০ জনের। যদিও পরে সুপ্রিম কোর্ট সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। তবে হাইকোর্টের নির্দেশের পরেই গত ২ মে স্কুলের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছিল। তাতে সমস্যায় পড়েছিলেন বহু পড়ুয়া। প্রসঙ্গত, এই স্কুলে এবছর ৯১ জন ছাত্র এবং ১৪৭ জন ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েছে। যাদের মধ্যে অধিকাংশ দুঃস্থ পরিবারের। কিন্তু স্কুলটি ভর্তি বন্ধ করায় এই সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের ৭ থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত স্কুলগুলিতে ভর্তি হতে হত। তাতে প্রতিদিন অনেকটাই যাতায়াত খরচ লেগে যেত বলে আশঙ্কায় ছিলেন অভিভাবকরা। সেই খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে স্কুল শিক্ষা দফতর। জানা গেছে, স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে শিক্ষা দফতর। তারপরেই সমস্যার সমাধান হয়। স্কুলের তরফে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'গত ২ মে একাদশে ভর্তি স্থগিতের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। শিক্ষক এবং শিক্ষিকার অপ্রতুলতার কারণে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। তবে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় সেই সমস্যা সমাধান হয়েছে। পুনরায় একাদশ শ্রেণিতে ভরতি অব্যাহত থাকবে।' উল্লেখ্য, বীরভূমের জাজিগ্রাম সর্বদোয় আশ্রম হাইস্কুলে আগে ১০ জন শিক্ষক ছিল। তবে হাইকোর্টের নির্দেশের পর সেখানে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৭ জনে এসে পৌঁছায়। মূলতঃ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে এই সংখ্যক শিক্ষক নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে সম্ভব নয়- এমনই দাবি করে ভর্তি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল স্কুল। স্কুল সূত্রে জানা গেছে, এখানকার মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০০০ জন। আগে ৩ জন শিক্ষক একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের পড়াতেন। তবে তাঁরা বদলি হয়ে যাওয়ার পর একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির জন্য আলাদাভাবে কোনও শিক্ষক ছিল না। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ১০ জন শিক্ষক ছিলেন। তাদের মধ্যে দুজন একাদশ এবং দ্বাদশের পড়ুয়াদের সামাল দিতেন। ২০১৬ সালে প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন ৩ জন। তবে হাইকোর্টের নির্দেশের পর এই স্কুলে এখন বর্তমানে শিক্ষকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ জনে। কিন্তু, সুপ্রিম স্থগিতাদেশ মেলে স্বস্তি।

খেজুরিতে তুমুল উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১১ মে ঃ শুক্রবার রাতে হলুদবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিতাই মণ্ডলের বাড়িতে বোমা হামলা ও মোটর বাইক জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। কে বা কারা এই কাজ করল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। খেজুরি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। খেজুরির ২ নম্বর ব্লকের হলুদবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান নিতাই মণ্ডল। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়। তাঁর বাইকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। খবর পেয়ে মধ্যরাতে খেজুরি থানার পুলিশ নিতাই মণ্ডলের বাড়িতে পৌঁছায়। সারারাত নিতাইবাবুর বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন ছিল। শনিবার সকালেও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কে বা কারা এই কাজ করল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সিসিটিভি খতিয়ে দেখছে খেজুরি থানার পুলিশ। বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই জোর চাঞ্চল্য। ষষ্ঠ দফায় কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। তার আগে রাজনৈতিক কারণে হামলা নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পূর্ব রেলে টিকিটবিহীন ভ্রমণ এবং অননুমোদিত বিক্রির বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করে

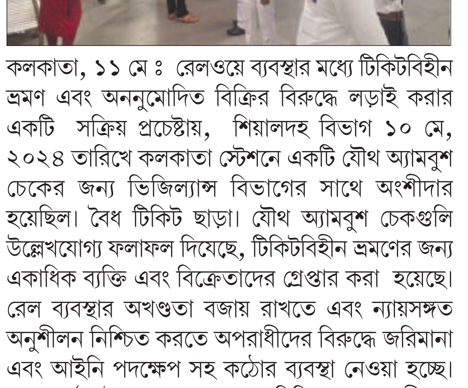

কলকাতা, ১১ মে ঃ রেলওয়ে ব্যবস্থার মধ্যে টিকিটবিহীন ভ্রমণ এবং অননুমোদিত বিক্রির বিরুদ্ধে লড়াই করার একটি সক্রিয় প্রচেষ্টায়, শিয়ালদহ বিভাগ ১০ মে, ২০২৪ তারিখে কলকাতা স্টেশনে একটি যৌথ অ্যামবুশ চেকের জন্য ভিজিল্যান্স বিভাগের সাথে অংশীদার হয়েছিল। বৈধ টিকিট ছাড়া। যৌথ অ্যামবুশ চেকগুলি উল্লেখযোগ্য ফলাফল দিয়েছে, টিকিটবিহীন ভ্রমণের জন্য একাধিক ব্যক্তি এবং বিক্রেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রেল ব্যবস্থার অখণ্ডতা বজায় রাখতে এবং ন্যায়সঙ্গত অনুশীলন নিশ্চিত করতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে জরিমানা এবং আইনি পদক্ষেপ সহ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনের সাথে মিলিত হয়ে, যাত্রীদের মধ্যে UTS (আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম) মোবাইল অ্যাপ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। UTS অ্যাপটি অসংরক্ষিত টিকিট কেনার জন্য একটি সুবিধাজনক এবং ঝামেলা-মুক্ত পদ্ধতি অফার করে, শারীরিক টিকিটের প্রয়োজনীয়তা বাদ দিয়ে নির্বিঘ্ন ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রচার করে। UTS মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে, কর্তৃপক্ষ টিকিট বুকিংয়ের জন্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে এবং টিকিট কাউন্টারে সারি কমিয়ে যাত্রীদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা উন্নত করার লক্ষ্য রাখে। রেল ব্যবস্থার অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য সরকারী চ্যানেলের মাধ্যমে টিকিটবিহীন ভ্রমণের ঘটনাগুলি রিপোর্ট করতেও যাত্রীদের উৎসাহিত করা হয়। KOAA -তে সাম্প্রতিক অ্যাম্বুশ টিকিট চেকিংয়ের সময়, মোট ৮১ টি টিকিটবিহীন যাত্রীকে নিয়মিত করা হয়েছিল, এবং রুপি। রেলওয়ে রাজস্ব হিসাবে ৩৩,৯৯০ সংগ্রহ করা হয়েছিল। অতিরিক্তভাবে, অপারেশন চলাকালীন ৭৪ জন যাত্রীকে UTS কাউন্টার থেকে এবং UTS-অন- মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কেনার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ৩০ এপ্রিল, ২০২৪- এ HWH স্টেশনে অনুরূপ একটি ড্রাইভ চলাকালীন, টিকিটবিহীন যাত্রী বিক্রেতাদের ৪৮৮ টি ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যার ফলে মোট টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ১,১২,৮৫৫। বিভাগগুলির মধ্যে এই ধরনের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা রেলওয়ে ব্যবস্থার মধ্যে ন্যায্য এবং আইনসম্মত অনুশীলনগুলি নিশ্চিত করার জন্য পূর্ব রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে বোঝায় এবং যাত্রীদের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে।

শেষবেলার প্রচারে কীর্তিকে ব্যঙ্গ বিজেপি প্রার্থী দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর , ১১ মে ঃ প্রচারের শেষ দিনে ফের কীর্তি আজাদকে তোপ দাগলেন দিলীপ ঘোষ। তৃণমূলের তারকা প্রার্থীকে ব্যঙ্গ করে শংকরনাথ আনন্দ আশ্রমে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন বিজেপি প্রার্থী। মন্দিরে ঢুকে পরে পুজোও দেন তিনি। গত ৩১ মার্চ, দুর্গাপুর নগর নিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের আমরাই গ্রামে প্রচারে বেরোন কীর্তি আজাদ। তাতে দুই বিবাদমান গোষ্ঠীর সংঘর্ষের মুখে পড়েন তিনি। আইএনটিটিইউসির দুই গোষ্ঠীর মিছিলের মাঝেই বিবাদ বাঁধে। আর তা থামাতে না পেরে 'ক্লান্ত' প্রার্থী কীর্তি আজাদ ঢুকে পড়েন শংকরানন্দ আনন্দ আশ্রমের মন্দিরে। সেখানে তিনি অসুস্থও হয়ে পড়েন। হাততালি দিতে দিতে মন্দিরের কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল মেলান মন্দিরের সিঁড়িতে বসে থাকা বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। প্রায় ৩০ মিনিট পর পরিস্থিতি শান্ত হয়। আবার প্রচারে বেরন কীর্তি আজাদ। সেই দিনের ঘটনা নিয়ে কীর্তি আজাদকে ব্যঙ্গ করেন দিলীপ ঘোষ। মন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে নিজের মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন তিনি। বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বলেন, সেদিন দলের লোকেদের তাড়া খেয়ে মন্দিরে ঢুকেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গকে না বুঝেই এসেছেন। দলের লোকেরা ওকে সমর্থন করছে না। আমি প্রার্থনা করলাম বিরোধীদের যাতে উৎপাত কমে এলাকায়। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, বিজেপির নাটক শেষ। প্রচারের শেষ দিনে কর্মীরাই পাশে নেই। একাই প্রচার করছেন। তাই হতাশ হয়ে মন্দিরের চাতালে মাথায় হাত পড়ল দিলীপের।

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যর অভিযোগ অখিল গিরির বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর , ১১ মে ঃ ফের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠল রাজ্যের কারাগার মন্ত্রী অখিল গিরির বিরুদ্ধে। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে জনসভা থেকে বিস্ফোরক অখিল গিরি। অভিযোগে সরব বিরোধীরা। সেই ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। যা নিয়ে ফের চর্চার ঝড় উঠেছে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে। কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী উত্তম বারিকের সমর্থনে রামনগরে সভা করতে গিয়ে রাজ্যের কারামন্ত্রী মন্ত্রী অখিল গিরি রাষ্ট্রপতির পর এবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কটাক্ষের সুরে চড়ালেন। বললেন-- রাজ্যপালের মাথা

গরম হয়ে গেছে, মেয়েটি দেখতে সুন্দর কাজকর্ম করে তার লোভ লেগে গেছে। তার অফিসে কাজকর্ম করে তার হাত ধরে টেনেছে। বুড়া তোর যদি লোভ লেগে থাকে তাহলে দক্ষিণ ভারতে যা। সেখানে যা। রাজ্যপাল কি আবার অন্যান্য মেয়েদের হাত ধরে টানে কিনা দেখো!! এখানে কেনো এমন করছিস। এসব নরেন্দ্র মোদী দেখতে পারছে না? অমিত সাহ-রা দেখতে পাচ্ছে না। রাজ্যপাল মহিলার অবমাননা করেছেন। আগে রাজ্যপালকে সামলান তারপর সন্দেশখালি নিয়ে বলবেন। সম্প্রতি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এক মহিলার সাথে অসভ্য ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এদিন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য করলেন অখিল গিরি। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধে কটাক্ষ মূলক মন্তব্য করেন ছাড়েননি অখিল গিরি। যা নিয়ে যথেষ্ট এলাকায় শোরগোল পড়ে গেছে। যা-নিয়ে ইতিমধ্যে র্ভৎসনা করতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধীদল সিপিএম ও বিজেপি।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **1 no (Kedarpur High School)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for CAPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(Khanakul PS)**"
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-65 of 2024-25
Bid submission closing date: **13/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **1 no (Gopalnagar High School (HS)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for CAPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(SINGUR PS)**"
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-66 of 2024-25
Bid submission closing date: **13/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তি

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ।
নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-পার্কিং-২৫, নিলাম শুরু (প্রতিটি লট) ঃ ২১-০৫-২০২৪ তারিখের **১৩.০০** ঘন্টায়। **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৫।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	স্টেশন
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এনওকিউ-টিডব্লিউ-৬-২৩-১ (পার্কিং-দুই চাকা)	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-টিডব্লিউ-২১-২৩-২ (পার্কিং-দুই চাকা)	আলিপুরদুয়ার জংশনে এমএফসি অফিসের সামনে অবস্থান
এবি/১	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-এমএক্স-২৪-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	দিনহাটা (ডিএইচএইচ) রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/২	পার্কিং-এপিডিজে-কেওজে-এমএক্স-৩১-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এবি/৩	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বামনহাট (বিএক্সটি) রেলওয়ে স্টেশনে।
এবি/৪	পার্কিং-এপিডিজে-এপিডিজে-এমএক্স-২২-২৩-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশনে
এবি/৫	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-১২-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে
এবি/৬	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে
এবি/৭	পার্কিং-এপিডিজে-এফকেএম-এমএক্স-৩০-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এবি/৮	পার্কিং-এপিডিজে-এইচওজে-এমএক্স-৩৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	হ্যামিল্টনগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এবি/৯	পার্কিং-এপিডিজে-জিকেজে-এমএক্স-৩৩-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের গোলকগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এবি/১০	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বানারহাট রেলওয়ে স্টেশনে
এবি/১১	পার্কিং-এপিডিজে-জেপিই-এমএক্স-১-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে
এবি/১২	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	চাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনে
এবি/১৩	পার্কিং-এপিডিজে-এমএইচবিএ-এমএক্স-৩৭-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	মাথাভাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এবি/১৪	পার্কিং-এপিডিজে-ডিএলও-এমএক্স-১৮-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	দলগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায়
এবি/১৫	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনভি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে

নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২১-০৫-২০২৪ তারিখের **১৬.১০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময়ঃ ৩০ মিনিট, ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধানঃ ১০ মিনিট, সর্বাধিক স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণঃ ১০ বার। উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে আপলোড করা হয়েছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

খাওয়া-দাওয়া

গরমে ঠাকুরবাড়িতে কী রান্না হত, রইল কিছু রেসিপি, ট্রাই করতে পারেন আপনিও

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। শিল্পসাহিত্য ছাড়া ফ্যাশন আর খাবারের ফিউশন কোনো কিছুতেই কমতি ছিল না ঠাকুরবাড়ি। আজও তাই বাঙালি ফিরে ফিরে যায় ঠাকুরবাড়ি। যে বাড়ির হেঁশেলে তৈরি হতো দেশবিদেশের নানা পদ, সেই ঠাকুরবাড়িতে গরমে কী রান্না হতো, তার কিছু রেসিপি রোইল।

ছানার ডালনা

উপকরণঃ ছানা ২৫০ গ্রাম, ময়দা ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল ৪ টেবিল চামচ, গোটা জিরে ১ চা-চামচ, শুকনো লঙ্কা ২টি, তেজপাতা ২টি, জিরেবাটা ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, হলুদের গুঁড়ো আধা চা-চামচ, লঙ্কার গুঁড়ো আধা চা-চামচ, চিনি সামান্য, গরমমসলার গুঁড়ো আধা চা-চামচ, ঘি ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো।

প্রণালিঃ ছানা কেটে জল ঝরিয়ে সামান্য জাগ দিয়ে নিন। লবণ ও ময়দা দিয়ে ভালো করে মাখুন। চ্যাপটা আকারে গড়ে তেলে ভেজে নিন। ছানা উঠিয়ে নিন। এবার ওই তেলে জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। গরমমসলার গুঁড়ো ছাড়া বাটা ও গুঁড়ো মসলা অল্প জলে গুলে নিন। মসলা ভালো করে কষিয়ে লবণ, চিনি ও জল দিন। ফুটে উঠলে ভাজা ছানা দিন। নামানোর আগে ঘি, গরমমসলা দিন। কাঁচা লঙ্কা দিতে পারেন।

দই দিয়ে আলুর দম

উপকরণঃ আলু ১ কিলোগ্রাম, টক দই ৫০০ গ্রাম, হিং আধা চা-চামচ, সাদা তেল ৩ টেবিল চামচ, ঘি ১ চা-চামচ, লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, কাঁচা লঙ্কা ৩-৪টি, ভাজা জিরের গুঁড়ো ১ চা-চামচ।

প্রণালিঃ আলু সেদ্ধ করে ভেজে তুলে রাখুন। দই আর লঙ্কার গুঁড়ো একসঙ্গে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। কড়াইতে ঘি দিন। হিং ফোড়ন দিন, দই ও আলু দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করুন। লবণ, চিনি দিন। সামান্য জল দিতে পারেন। জিরে ভাজার গুঁড়ো আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নামিয়ে নিন।

শাকভাজা

উপকরণ কলমিশাক ১ মুঠো, শুকনো লঙ্কা ২টি, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, ভেজানো মটরের ডাল ২ টেবিল চামচ, শর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি ১ চিমটি।

প্রণালিঃ শাক বেছে, কুচিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। কড়াইতে তেল দিয়ে শুকনো লঙ্কা, রসুনকুচি ফোড়ন দিন। শাক দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। লবণ, মিষ্টি দিয়ে ঢাকা দিন। মটর ডাল ছড়িয়ে নাড়ুন, ঢাকা দিন। নরম হয়ে এলে নামিয়ে নিন।

লোকাল ট্রেনে জনসংযোগ রচনা ব্যানার্জীর আপ্লুত যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর, হুগলী, ১১ মেঃ হাতে আর বেশি সময় বাকি নেই। আগামী ২০ মে পঞ্চম দফার ভোটগ্রহণ হুগলি সহ রাজ্যের ৬ লোকসভা আসনে। ইতিমধ্যে জোরকদমে প্রচার শুরু করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। সেইমতো শনিবার সকালে, আচমকাই ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে হাওড়াগামী লোকাল ট্রেনে উঠে জনসংযোগ সারলেন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রচনার সঙ্গে ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার ও তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। তবে এদিন তৃণমূল প্রার্থীকে বেশ খোশমেজাজেই ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। তবে রচনাকে দেখতে যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। শনিবার একদম টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠেন তৃণমূল প্রার্থী।ট্রেনে উঠে রচনা বলেন, কতদিন পর ট্রেনে উঠলাম। ট্রেনে চড়তে আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষ করে ট্রেনে শুতে পারলে ভাল লাগে। এদিন, ব্যান্ডেল থেকে হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগর প্রতিটি স্টেশনে নেমে যাত্রীদের সঙ্গে জনসংযোগ করেন তারকা প্রার্থী। পাশাপাশি রচনা জানান, তিনি রোড শো করলেও অনেকেই উপস্থিত থাকতে পারেননি। অভিনেত্রী বলেন, হুগলির ভোটার যারা চাকরি করতে কলকাতায় যান তাঁরা সবসময় বাড়িতে থাকতে পারেন না। সেকারণেই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেই ট্রেনে জনসংযোগের ভাবনা রচনার। এদিন তৃণমূল প্রার্থীকে কাছে পেয়ে সেলফি তোলেন যাত্রীরা। সবার সঙ্গেই হাসিমুখে সেলফি তোলেন তৃণমূল প্রার্থী। এরপর তিনি চন্দননগর স্টেশনে নেমে চা বিরতি নেন। সেখানে চন্দননগর হাসপাতালের এক চিকিৎসক রচনাকে গানও শোনান বলে খবর। এদিকে নিজের জয়ের বিষয়ে ১০০ শতাংশ আশাবাদী রচনা।

দশ লক্ষ টাকা পণ দিয়ে ও বাঁচাতে পারলেন না মেয়েকে

দুরন্ত বার্তা, হুগলী, ১১ মেঃ প্রায় দশ লক্ষ টাকা পণ দিয়েছিল গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন। তেমনটাই দাবি তাঁদের। কিন্তু এরপরও বাঁচাতে পারলেন না মেয়েকে। অভিযোগ, আরও পণের দাবিতে লাগাতার অত্যাচার চলত ওই মহিলার উপর। আর তারপর এল দুঃসংবাদ। অভিযোগ, পণের আরও চাহিদা পূরণ করতে না পারায় মৃত্যু গৃহবধূর। মৃতের নাম প্রীতি সিং(২১)। গৃহবধূর দাদা অতুল সিং-এর অভিযোগ পণের দাবি মেটাতে না পারায় তাঁর বোনকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে বিয়ে হয় উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি জুটমিল রোড হাজিনগর হালিশহরের বাসিন্দা প্রীতি সিংয়ের। চন্দননগর সুরের পুকুর গুঁইবাগানের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় সিং-এর সঙ্গে। বিয়ের সময় নগদ আট লক্ষ টাকা ও দুই লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট দশ লক্ষ টাকা যৌতুক হিসাবে দেওয়া হয় বলে দাবি তাঁদের। এছাড়া গহনাও দেওয়া হয় দাবী মত। গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে আরও যৌতুক দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হত। তা নিয়ে অশান্তি হত। অভিযোগ, মহিলাকে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে মানসিক নির্যাতন করা হত। তা নিয়ে থানা পুলিশ হয়েছিল একবার। এরপর শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ প্রীতির স্বামী ফোন করে শ্বশুর বাড়িতে খবর দেয়। মহিলার পরিবারে জানানো হয়, প্রীতি নিজের ঘরে ওড়না দিয়ে ফাঁস দিয়েছে গলায়। এই ঘটনার পর বিহারে এক আত্মীয়র বাড়িতে চলে যায় গৃহবধূর পরিবার। প্রীতির দাদা অতুল শনিবার অভিযোগ দায়ের করে থানায়। গোটা ঘটনায় আজ চন্দননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার।

তৃমূলের প্রচার

রামপুরহাটঃ একে বলে প্রচারের দিনে শেষ কামড়। প্রচারের শেষ দিনে বীরভূমের নলহাটিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে সম্বল করে মহিলা তৃণমূলের প্রচার হলো। পাশাপাশি, রামপুরহাটে খবরের কাগজের মধ্যে লিফলেট ঢুকিয়ে বিজেপির লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধের চক্রান্ত উল্লেখ করে প্রচার হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন মঞ্চে এক বিজেপি নেত্রীর কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের শুনিয়ে এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। যদিও এদিন এই লিফলেট নিয়ে মহকুমা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানায় বিজেপি। শনিবার তৃণমূল মহিলা সংগঠনের তরফে শনিবার নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুর এস বি আই ব্যাঙ্ক থেকে এফসিআই গোডাউন পর্যন্ত লক্ষ্মীর ভাড় নিয়ে র‍্যালি করে প্রচার করেন এলাকার মহিলারা।

বামুটিয়ায় এক ব্যক্তির শশা ক্ষেত নষ্ট করে দিল মহাকরণের বিদ্যুৎ কর্মী

আগরতলা, ১১ মে ঃ পূর্ব শত্রুতার জেরে রায়চাঁদ সরকার নামের এক ব্যক্তির শশা ক্ষেত কেটে নষ্ট করার পাশাপাশি সোলার পাম্প ভেঙে দিয়েছে অভিজিৎ সরকার নামের মহাকরণে কর্মরত চুক্তিবদ্ধ বিদ্যুৎ কর্মী। ঘটনা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত দক্ষিণ রাঙ্গুটিয়া এলাকায় শুক্রবার রাতের। জানা গিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক রায়চাঁদ সরকারের পরিবারের সঙ্গে পূর্ব শত্রুতার জেরে জিবি বাজার পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ইন্দ্রনগর এলাকার অভিজিৎ সরকার নামে এক যুবক গতকাল গভীর রাতে রায়চাঁদ সরকারের আধা কানি ফলন্ত শশা গাছ কেটে দেয়। ভেঙে দেয় সোলার পাম্পও। রাতের আধারে অভিজিৎ সরকার তার হেলমেট ফেলে যায় রায়চাঁদ এর পরিবারের ধাওয়া খেয়ে। এ বিষয়ে অভিজিৎ সরকারের বিরুদ্ধে বামুটিয়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক রায় চাঁদ সরকার। জানা যায় অভিজিৎ সরকার মহাকরণে বিদ্যুৎ কর্মী হিসাবে কাজ করেন। সেই সুবাদে নাকি তাকে কেও কিছু করতে পারবে না কারণ তার সঙ্গে নাকি অনেক বড় বড় অফিসার, পুলিশ কর্মীদের উঠা বসা। তবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এই ঘটনার জন্য অভিজিৎ সরকারের উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেছেন।

গরু আনতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি

আমবাসা (ত্রিপুরা), ১১ মেঃ জঙ্গলে গরু আনতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে ধলাই জেলার আমবাসা থানার অধীন হাদুকলক বরুড়া পাড়ায়। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম লালথানজুয়ালা রিয়াং। বয়স আনুমানিক ৫৬ বছর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আমবাসা থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো লালথানজুয়ালা গরু আনতে জঙ্গলের দিকে যান। সেখানে গেলে আচমকা গুলিবিদ্ধ হন লালথানজুয়ালা। তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে যান। সেখানে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। এদিকে, কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, গুরুতর আহত অবস্থায় লালথানজুয়ালা নামের এক রোগীকে নিয়ে আসা হয়েছে। পরীক্ষানীরিক্ষা করে দেখা গিয়েছে, গুলি কানের পাশ দিয়ে ঢুকেছে। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার কোন চিহ্ন নেই। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আগরতলায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে তাঁক।

আফগানিস্তানের বাঘলানে বন্যায় মৃত্যু ৩০০-র বেশি, বহু ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

কাবুল, ১১ মে ঃ আফগানিস্তানের উত্তরাংশের বাঘলানে প্রবল বৃষ্টিতে বন্যার জেরে মৃতের সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে বাঘলান প্রদেশে গতরাতেই ৬২ জন প্রাণ হারান। ভয়াবহ বন্যায় সেখানকার হাজার হাজার বাড়ি ঘর ভেসে গিয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উত্তর পূর্বে বাদাখশান এবং ঘোর প্রদেশেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে খবর। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের রিপোর্ট অনুযায়ী, আকস্মিক বন্যা আফগানিস্তানকে ধ্বংস করেছে, বাঘলানে ৩০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন এবং এক হাজারেরও বেশি বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

লেফুঙ্গায় বাইকের ধাক্কায় আহত ব্যক্তি, চালকের হম্বিতম্বি, উত্তপ্ত পরিস্থিতি

আগরতলা, ১১ মে ঃ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ছেচুরিয়া ন্যায্য মূল্যের দোকান মালিক বিমল সাহার তাণ্ডব মদমত্ত অবস্থায়। ১০৮ নং জাতীয় সড়কে তাঁর বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে লেফুঙ্গা থানার অন্তর্গত শান্তিপাড়া এলাকায় ১০৮ নং জাতীয় সড়কে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে সাগর দাস নামের স্থানীয় এক মাছ ব্যবসায়ীকে মদমত্ত অবস্থায় দ্রুতগতিতে এসে বাইক দিয়ে ধাক্কা দেন বিমল সাহা। এতে গুরুতর আহত হন মাছ ব্যাবসায়ী সাগর দাস। এমতাবস্থায় স্থানীয় জনগণ এগিয়ে আসলে বিমল সাহা বিভিন্ন ভাবে হুমকিধমকি প্রদর্শন করতে থাকেন। পরে স্থানীয়রা আহত সাগর দাসকে উদ্ধার করে পাঠান হাসপাতালে। সম্প্রতি এক স্করপিও গাড়ির ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছিল ওই এলাকায়।

ওই গাড়িটি এখনও থানায় পড়ে আছে। টিআর ০১ কে ৭৬৯৩ নম্বরের বাইকটির মালিক বিমল সাহা ছেচুরিয়া বাজারে ন্যায্য মূল্যের দোকান মালিক এবং মোহনপুর মহকুমার ন্যায্যমূলের দোকান পরিচালন সমিতির সহসম্পাদক। জানা গেছে, তিনি ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালন সমিতির সহসম্পাদক হওয়ার দরুন এলাকায় হম্বিতম্বি করেন। প্রায়শই মদমত্ত অবস্থায় এলাকায় বিভিন্ন ধরনের গণ্ডগোল পাকান। স্থানীয় জনগণ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন।

দেহ উদ্ধার

জালাউন, ১১ মে ঃ উত্তর প্রদেশের কোতয়ালী এলাকার মান্দ্রী গ্রামে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ ফরেনসিক দলের সঙ্গে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যুবকের মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। শনিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে মামলার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে আকাশ গুপ্ত ওরফে গোলু গ্রামের পাশের মাঠে চাষের কাজের জন্য গিয়েছিল। গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি। শনিবার সকালে গ্রামবাসী মাঠে গোলুর দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। এলাকা আধিকারিক রাম সিং জানিয়েছেন, মাঠে এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে ফরেনসিক দল সহ পুলিশ তথ্য সংগ্রহ করেছে। লোহার রড দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চিহ্ন পাওয়া গেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হেরোইন সহ গ্রেফতার তিন

শিলচর (অসম), ১১ মে ঃ কাছাড় পুলিশের পৃথক দুই অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় সাত কোটি টাকার হেরোইন। মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে তিন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানান, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ধলাই থানাধীন চান্নিঘাট এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছিল। পৃথক পৃথক অভিযানে ৭.৫০ এবং ১.২ কিলোগ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। হেরোইনগুলি ৫৫টি সাবান কেসে ভরতি করা ছিল। দ্বিতীয় অভিযানে ৪৫টি সাবানের কেস থেকে উদ্ধার হয়েছে হেরোইন। তিন মাদক পাচারকারীকে ধরতে পুলিশকে দুই রাউন্ড গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল। বহু দূর ধাওয়া করে প্রথমে তমিজুর রহমান নামের একজনকে পাকড়াও করা হয়। পরে বাকি দুজনকে ধরা হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় বিরাট জয় পেতে চলেছে বিজেপি ঃ অমিত শাহ

হায়দরাবাদ, ১১ মে ঃ অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় বিরাট জয় পেতে চলেছে বিজেপি। শনিবার হায়দরাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের শেষ তিন পর্যায়ে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং অংশীদাররা ২০০ আসনের সংখ্যায় পৌঁছেছে। আমরা চতুর্থ পর্যায় থেকে ভাল ফলাফল আশা করছি এবং আমরা আমাদের ৪০০ আসনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাব। চতুর্থ দফায় অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় নির্বাচন হওয়ার কথা। দুই রাজ্যেই এনডিএ ও বিজেপি ক্লিন সুইপ করবে। অমিত শাহ আরও বলেছেন, ফলাফলের দিনে অর্থাৎ ৪ জুন কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু এবং কেরলে বিজেপি

একক বৃহত্তম দল হিসাবে আবির্ভূত হবে। এই রাজ্যগুলিতে বিজেপি সবচেয়ে বেশি আসন পাবে। তেলেঙ্গানায়, আমরা ১০টিরও বেশি আসন জিতব। অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেছেন, ভারতের অর্থনীতি মোদীজি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। মোদীজির মতো নেতা পেয়ে আমরা ভাগ্যবান। অমিত শাহের কথায়, যখন তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হয়েছিল, তখন এটি ছিল রাজস্ব উদ্বৃত্ত। যাইহোক, এখন এটি বিশাল ঋণের নিচে। বিআরএস এবং কংগ্রেসের সরকার তেলেঙ্গানার উন্নয়নকে লাইনচ্যুত করেছে। গত ১০ বছরে মোদীজি তেলেঙ্গানার উন্নয়নে অনেক কিছু করেছেন।

উত্তর পূর্বসীমান্তরেলওয়ের আরপিএফ-এর হাতে ৫.৪লক্ষ টাকার ও অধিক মূল্যের গাঁজা সহ ধৃত এক

মালিগাঁও, ১১ মেঃ উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) পক্ষ থেকে রেলওয়ের মাধ্যমে পরিবহণ করা নিষিদ্ধ সামগ্রীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত ভাবে অভিযান চালিয়ে আসা হচ্ছে। ০৭ থেকে ৯মে, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ আগরতলা, ধর্মনগর ওফালাকাটারেল ওয়েস্টেশন, ট্রেনে নিষিদ্ধ সামগ্রী পরিবহণের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ৫.৪লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করে। এই অভিযানের সময় তারা মোট ৫৫.৮কেজি ওজনের গাঁজা উদ্ধার করে এবং এই সম্পর্কে একজন ব্যক্তিকে আটক করে। পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রীসহ ধৃত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ওসিজি আরপিপুলিশ থানায় সমঝে দেওয়া হয়। ০৭মে, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আগরতলার আরপিএফ ওজিআরপিটিম আগরতলা রেলওয়েস্টেশনে রুটিন তল্লাশি অভিযান চালায়।

এই অভিযানের সময় তারা ব্যাগসহ একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করে। ব্যাগটি খোলার পর তারা আনুমানিক ২.৫০লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ২৫কেজি গাঁজা পায়। এই ঘটনাসম্পর্কে এর জনব্যক্তিকে আটক করা হয়। পরে উদ্ধার কৃত গাঁজাসহ ধৃত ব্যক্তিকে আগরতলার জিআরপি-রহাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও, ০৭ থেকে ৯মে, ২০২৪ তারিখের মধ্যে বিভিন্নস্টেশন ওট্রেনে উত্তর পূর্বসীমান্তরেলওয়ের আরপিএফ পৃথক পৃথক তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০.৮ কেজি ওজনের গাঁজা উদ্ধার করে। পরে উদ্ধার কৃত গাঁজাসংশ্লিষ্টবিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেশকেমাদক মুক্তকরার লক্ষ্যে উত্তর পূর্বসীমান্তরেলওয়ের আরপিএফ বিভিন্ন রেলওয়েস্টেশন ও ট্রেনে চোরাই সামগ্রী পাচারও নিষিদ্ধ সামগ্রী পরিবহণ সম্পর্কিত কার্যকলাপের দিকে ধারাবাহিক ভাবে কড়া নজরদারি চালিয়ে আসছে, যাতে দেশকে মাদক মুক্ত করা যায়।

Name Change
I, Shagufta Rehaman (old name) W/O Rizwan Rehman, residing at Murgi Hatta, P.O.- Kalimpong, P.S.- Kalimpong, Dist- Kalimpong, Pin- 734301, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shagufta Rehman (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/05/2024. Shagufta Rehman (new name) and Shagufta Rehaman (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Rizwan Rehaman (old name) S/O Kamrud Din, residing at Murgi Hatta, P.O.- Kalimpong, P.S.- Kalimpong, Dist- Kalimpong, Pin- 734301, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rizwan Rehman (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/05/2024. Rizwan Rehman (new name) and Rizwan Rehaman (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Abdul Aziz Biswas (old name) S/O Abdul Kader, residing at Dakshin Falti, Banpur, P.O.- Beliaghata Bridge, North 24 Parganas, 743423, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abdul Aziz (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/05/2024. Abdul Aziz (new name) and Abdul Aziz Biswas (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Edrish Mondal (old name) S/O Soleman Mondal, residing at Vill- Gobindapur, P.O.- Dakshin Gobindapur, P.S.- Sonarpur, Dist- South 24 Pgs, Pin- 700145, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Idris Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/05/2024. Idris Mondal (new name) and Edrish Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Abu Tarab Biswas (old name) S/O Abdul Aziz, residing at Dakshin Falti, Banpur, P.O.- Beliaghata Bridge, North 24 Parganas, 743423, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abu Torab Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/05/2024. Abu Torab Biswas (new name) and Abu Tarab Biswas (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Sumona Datta Banik (old name) W/O Prasanta Banik, residing at 961/13, Ashoknagar, Kalyangarh, P.O.- Haripur, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743223, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sumona Banik (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/05/2024. Sumona Banik (new name) and Sumona Datta Banik (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Moumita Chowdhury (old name) D/O Brojendra Nath Sarkar, W/O Sumit Chowdhury, residing at 28/26, Hemchandra Mukherjee Road, Haridevpur, Purba Barisha, Kolkata- 700008, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Moumita Sarkar Chowdhury (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/05/2024. Moumita Sarkar Chowdhury (new name) and Moumita Chowdhury (old name) both are same identical person.

Name Change
I SK FIRDOUS RAHAMAN, S/O LATE SK MOZAFFAR HOSSAIN, R/O CHAKBANEKHA, PS BAURIA, HOWRAH - 711310, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK FIRDOUST RAHAMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024, THAT SK FIRDOUST RAHAMAN AND SK FIRDOUS RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Shyam Halder (old name) S/O Abdul Rahman, residing at 99, D C M Street, Beadon Street, Kolkata- 700006, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Ismail (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/05/2024. Md Ismail (new name) and Shyam Halder (old name) both are same identical person.

Name Change
I MANOJ BANKA, S/O BISWANATH BANKA, R/O 87, DUMDUM ROAD, CLUB TOWN EASTATE, FLAT ID, BLOCK 4, MOTIJHEEL, KOLKATA - 700074, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOJ KUMAR BANKA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024, THAT MANOJ BANKA AND MANOJ KUMAR BANKA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Abid Ali Molla (old name) S/O Taher Ali Molla, residing at Y 19/7 Majher Para Lane, P.O.- Bartala, P.S.- Raja Bagan, Kolkata- 700018, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abid Hossain Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/05/2024. Abid Hossain Molla (new name) and Abid Ali Molla (old name) both are same identical person.

Name Change
I NANDALAL DEY, SON OF ASWINI KUMAR DEY, RESIDING AT GREENWOOD NOOK,MIG-6G1 369/2 PURBACHAL KALITALA MAIN ROAD,PO HALTU,KOLKATA-700078, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NANDA DULAL DEY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024.THAT NANDALAL DEY AND NANDA DULAL DEY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Rahima Bibi (old name) W/O Shahajan Gazi, residing at Vill.- Takipur, P.O.- Takipur, P.S.- Hasnabad, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743429, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rahima Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 10/05/2024. Rahima Gazi (new name) and Rahima Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change
I SALMA BEGAM, WIFE OF SK IMTIAZUDDIN, RESIDING AT B/32A/H/10 TOLLYGUNGE CIRCULAR ROAD, PO NEW ALIPORE KOLKATA-700053, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SALMA KHATUN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024. THAT SALMA BEGAM AND SALMA KHATUN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHALINI KAPOOR, W/O KUNALJIT SINGH MADAN, R/O ANNAPURNA APT, FLAT NO 8E, 68, BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA - 700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORT BE KNOWN AS SHALINI MADAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024, THAT SHALINI KAPOOR AND SHALINI MADAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PRITI NANDA, WIFE OF PRAKASH SUNAR, RESIDING AT FLAT-2A, DB-04, DB BLOCK, STREET-286,ACTION AREA 1, NEW TOWN, NORTH 24 PARGANAS -700156, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRITI PUSHPA NANDA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA 10/05/2024.THAT PRITI NANDA AND PRITI PUSHPA NANDA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I REHANA BIBI, D/O SITU MALLIK, W/O KURMAN ALI DAPTARI, R/O GOBINDAPUR, SONARPUR, BARUIPUR, PIN-700145, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REHANA BIBI DAPTARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024, THAT REHANA BIBI AND REHANA BIBI DAPTARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUKDEV SANTRA, S/O HARIPADA SANTRA, RESIDING AT BARSUNDRA, ISWARDAHA JALPAI, EAST MEDINIPUR-721654, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHUKDEB SANTRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024.THAT SUKDEV SANTRA AND SHUKDEB SANTRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I KRUNAL N GARACH, S/O NARENDRA GARACH, R/O 2, ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD, KOLKATA - 700020, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRUNAL GARACH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024, THAT KRUNAL N GARACH AND KRUNAL GARACH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANATAN HIRA, SON OF HARIBAR HIRA, RESIDING AT VILL-HUDA BISHNUPUR, PO-SHIMULIA, PS-GOPALNAGAR, NORTH 24 PARGANAS-743262, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SONATAN HIRA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024.THAT SANATAN HIRA AND SONATAN HIRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MD. ADIL SHAH, SON OF MOHAMMAD SHAHJAHAN, RESIDING AT 1H/10, AGA MEHDI STREET,PO-PAKRI STREET, PS-TALTALA, KOLKATA -700016, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD ADIL SHAH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024.THAT MD. ADIL SHAH AND MOHAMMAD ADIL SHAH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I BINAY KUMAR SEN, S/O LATE KANTI CHANDRA SEN, RESIDING AT MONDALPARA, GORKHARA, SARAT SARANI SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS -700150, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BENOY KUMAR SEN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024.THAT BINAY KUMAR SEN AND BENOY KUMAR SEN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Soma Rani Banik (পুরাতন নাম) বিয়ের পর Soma Saha, নামে পরিচিত, পিতা Nityagopal Banik এর মাতা Dipali Rani Banik, স্বামী Subrata Saha Sardar, ঠিকানা-1, DB Nagar, Ward-17, Plot-E/87, P.O.- Sodepur, Pin- 700110, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 10.05.2024 এর Affidavit (No. 42) দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Soma Saha Sardar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Soma Saha Sardar (নতুন নাম) এবং Soma Saha বা Soma Rani Banik (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change
I DEBASHISH MAJUMDER, SON OF NIRODE BARAN MAJUMDER, RESIDING AT 79 S.K. DEB ROAD, SREEPALLY, PO-SREEBHUMI, PS-LAKE TOWN, NORTH 24 PARGANAS -700048, WEST BENGAL. DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR SON NILADRI SEKHER MAJUMDER SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NILADRI SEKHAR MAJUMDER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/05/2024.THAT NILADRI SEKHER MAJUMDER AND NILADRI SEKHAR MAJUMDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজ এলাকা পরিদর্শন করলেন গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ মে ঃ শিলিগুড়িতে জলকষ্ট! শনিবার ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারেজ এলাকা পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের সদস্য সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। ফুলবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। শুক্রবার থেকে ফুলবাড়ির জল উত্তোলন কেন্দ্রে তিস্তা নদীর বাঁধ সংস্কার ও নদী থেকে পলি সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজ শেষ হতে প্রায় ১৫ দিন সময় লাগবে। যার ফলে কাজ চলাকালীন তিস্তা নদী থেকে পানীয় জল শিলিগুড়িতে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। শুধুমাত্র শিলিগুড়ির মহানন্দা নদী থেকে জল উত্তোলন করে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুরনিগম। এদিন ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজ এলাকা পরিদর্শন করলেন মেয়র। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেন তিনি। পানীয় জলের কষ্ট থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭ টি ওয়ার্ডের ভরসা এখন মহানন্দাই। কিন্তু মহানন্দার জল কতটা পানীয় যোগ্য তা নিয়ে চলছে পরীক্ষানিরীক্ষা। তবে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই যে পানীয় জলের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা নিজে মুখে স্বীকার করে নিলেন মেয়র গৌতম দেব। তার জন্য একাধিক বিকল্প পন্থা অবলম্বন করলেও প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন পানীয় জলের অভাব কতটা মিলবে তা নিয়ে তৈরি হচ্ছে সংশয়। তিস্তার বিপর্যয়ের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাজলডোবার তিস্তার বাঁধ। পানীয় জলের মূল যোগান ছিল তিস্তা। জরুরি ভিত্তিতে সেই বাঁধ মেরামতির কারনে তিস্তা থেকে জল উত্তোলন আপাতত বন্ধ। প্রায় মাস খানেক সময় লাগবে তিস্তার বাঁধ মেরামতি করতে। লকগেট থেকে নদীর বাঁক ঘুরিয়ে একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করে নদীর জল শুকিয়ে কাজ শুরু হচ্ছে বাঁধ মেরামতির। তিস্তার জলস্তরের খামখেয়ালীপনার কারনে সেই কাজ মাঝে মধ্যেই বিঘ্নিত হচ্ছে। কাজেই প্রায় মাস খানেক সময় ধরেই চলছে বিভিন্ন দফতর। কিন্তু এরই মাঝে পানীয় জলের জোগান কি হবে তা নিয়ে দফায় দফায় পুরনিগম জলবিভাগ থেকে ইরিগেশন, পূর্ত দফতর সকলের সাথে বৈঠক করছেন। শনিবার গজলডোবার বাঁধের কাজ খতিয়ে দেখতে যান খোদ মেয়র গৌতম দেব। সেখান থেকে ফুলবাড়ির জল উত্তোলন কেন্দ্র সবটাই খতিয়ে দেখেন তিনি। ফুলবাড়ির মহানন্দা ব্যারেজে প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন জলাশয় তৈরি করছে পুরনিগম। জল বিভাগ সেই কাজ পুনে থেকে সম্পন্ন করছে। যার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে সেই কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রহর গুনছে পুরনিগম। ফুলবাড়িতে দ্বিতীয় জলাশয় তৈরিকে কেন্দ্র করে বামেদের একহাত নিয়ে গৌতম দেব বলেন, বিগত ৪০ বছরর বামেরা এই কাজটি করতে পারেনি। তাহলে আজকের তারিখে মানুষের পানীয় জল নিতে ভাবতে হত না। জল বিভাগ কারিগরি পুনে থেকে করছে। সেটাতে একটু সময় লাগছে। বিকল্প এই জলাশয়টি থাকলে পানীয় জল সরবারহ স্বাভাবিক থাকত। কিন্তু সেটা তৈরি হয়নি। প্রায় ৬.৯ কোটি টাকা ব্যায়ে সেটা তৈরি করছি। অন্যদিকে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে মেয়র বলেন , বাঁধ মেরামতি কারনে তিস্তার জলস্তর নামিয়ে

আনা হয়েছে। যার কারনে আমরা পানীয় জল পাব না। তবে আপাততভাবে পানীয় জলের পরিস্থিতি ঠিক রয়েছে। তবে তিন থেকে চারদিন পর থেকে পানীয় জলের সমস্যা হবে। যার কারনে ট্যাঙ্ক ও জলের পাউচ দিয়ে সেই সমস্যা খানিকটা মেটানোর চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি বিকল্প পানীয় জলের ব্যাবস্থা নিয়ে মেয়র বলেন, মহানদা থেকে জলের নমুনা পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়েছে। বেশ কয়েকটি পরীক্ষা আরও বাকি রয়েছে। রিপোর্ট যদি ঠিক আসে তাহলে সেটাই পরিশোধিত করে পানীয় জল হিসেবে সরবারহ করা হবে। ভরসা মহানন্দা নদী হলেও সেখানেও বেশ কিছু অসংগতি থাকছে। পাহাড়ি নদীর জলস্তর সব সময় এক থাকে না। সেক্ষেত্রে মহানন্দার জলস্তর এখানে বড় সমস্যা। এই বিষয়ে গৌতম দেব বলেন, বিভিন্ন দফতরের সাথে কথা বলেছি। তারা বলছেন মহানন্দার জলস্তর যদি ১৭.৫ থাকে তাহলে কোন সমস্যা হবে না। ইরিগেশন সেই জলস্তর বজায় রাখার চেষ্টা করবে। কিন্তু সবটাই কাল্পনিক। তবুও তারা চেষ্টা করবে বলেছে।

শেষ বেলার প্রচারে দিলীপের রোড শোয়ে সুকান্ত মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ মে ঃ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির সমর্থনে বর্ধমানে শেষ বেলার প্রচারে এলেন বর্তমান রাজ্য সভাপতি। ১৩ মে বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণ। শনিবার ছিল এই কেন্দ্রের রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের শেষ দিন। এদিন শেষ বেলার প্রচারে বর্ধমান শহরে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের সমর্থনে রোড শোয়ে এলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। এদিন বর্ধমানের রাজবাড়ি উত্তর ফটক থেকে কার্জন গেট হয়ে বীরহাটা ছোট মোর পর্যন্ত এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে। প্রার্থী দিলীপ ঘোষ, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও ওই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিজেপির সদর জেলা সভাপতি অভিজিত তা সহ অন্যান্য বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন বিজেপির শোভাযাত্রা উপলক্ষ্যে পথ চলতি মানুষের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পরার মত। রাস্তার দুই ধারে জনতার উদ্দেশ্যে হাত জোর করে অভিবাদন করার পাশাপাশি গাড়ি থেকে ফুল ও চকোলেট ছুঁড়তে দেখা যায় দিলীপ ও সুকান্তকে। পুরোনো ও নতুন কার্যকর্তাদের সমন্বয়ে ওই শোভাযাত্রায় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, রণপা দিয়ে সাজানো ছিল। এদিন কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী ও সমর্থক রোড-শো তে যোগ দেন। এদিন সুকান্ত মজুমদার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে ভরবে কি না জানি না, কিন্তু কেজরিওয়াল ভালো ভবিষ্যত বাণী করতে পারেছেন। দিল্লিতে বিজেপির সরকার তৈরী করতে মমতা বা কেজরিওয়াল কেউ আটকাতে পারবে না। নারী নিরাপত্তা নাই বলে রাজভবনে যাবেন না বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গে এদিন সুকান্ত মজুমদার বলেন, তিনি যাবেন কি না যানি না, কিন্তু ওনারা ডবল স্ট্যান্ডার্ড। সন্দেশখালির ঘটনায় শেখ শাহজাহান দোষী নয়, এদিকে রাজ্যপাল দোষী হয়ে গেলো বলেও এদিন কটাক্ষ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। এদিন বিজেপির রোড শো চলাকালিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কয়েকজন মহিলাকে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। যদিও তৃণমূলের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

মায়ের বকুনি, আত্মঘাতী তরুণী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ মে ঃ দেরিতে ঘুম থেকে ওঠা। ঘর গৃহস্থলির কাজ কর্ম না করায় মায়ের বকুনি। আর তা সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলো তরুণী। এমন অস্বাভাবিক ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি মন্ডল ঘাট গ্রামপঞ্চায়েতের বিশ্বাস পাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় শনিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে কান্নায় ভেঙে পড়েছে তার অভিভাবক ও প্রতিবেশীরা। জানা গেছে বছর ২১ এর অর্পিতা রায় আজ দেরী করে ঘুম থেকে উঠেছিল। অপরদিকে তার বাবা হরি রায় পেশায় ড্রাইভার। সকালে খাওয়া দাওয়া করে কাজে বের হবে। এইজন্য একদিকে ঘরের কাজ অন্যদিকে রান্নাবান্না সব মাকেই করতে হচ্ছিলো। এইজন্য তার মা আজ মেয়েকে বকাবকি করে। আর এর এরপরেই পড়ে বাড়িতেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। দেখতে পেয়ে তার দেহ উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা করে। এরপর পুলিশ তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এমন অস্বাভাবিক ঘটনায় হতবাক সকলে।

বিজ্ঞপ্তি
নির্দেশোলালীর অধীনে
আমার মক্কেলের কীর্তন সেবা ট্রাস্ট দ্বারা বিনোদ্যানের অধীনে অনুমোদিত নিবন্ধিত ঠিকানা শ্রী মায়াপুর, নদীয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন এর চেয়ারম্যান সুজিত ভজন, অসিত ভজনের ছেলে। ভিলেজ এবং পি.ও.- শ্রী মায়াপুর, নদীয়া - ৭৪১৩১৩, আমি আপনাকে এখানে নীচে লিখছিঃ -
যে আমার মক্কেল বলেন জমির একটি টুকরো এবং পার্সেল গ্রহণ করা L.R তে ৭.৯২ Dec. পরিমাপ দাগ নং। ১২১, ৩০.৩৬ Dec. L.R. দাগ নং। ১২২, ৩৩.৩২ Dec. L.R. দাগ নং। ১২৩, ৩৬ Dec. L.R. দাগ নং। L.R -এ ১২৪ এবং ৬.৯০ Dec. দাগ নং। ১২৫, সমস্ত মোট পরিমাপ ১১৪.৫০ Dec, L.R এর অধীনে খতিয়ান নং। ৫৭৮৬, মৌজা দক্ষিণের অধীনে। ঝাপোরদহ, জেএল নং ১৫, A.D.S.R এর এখতিয়ারের মধ্যে এবং পুনশ্চ. ডোমজুড় এবং ডি.এস.আর. এবং জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৪০৫, শ্রী শ্রী তারিণীর উপহার দ্বারা তারা মা ট্রাস্ট নিবন্ধিত ঠিকানা দক্ষিণ ঝাপোরদহ, ডোমজুড়, হাওড়া, এটি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে চেয়ারম্যান অসিত বরণ চন্দ্র। কারো কোন আপত্তি থাকলে সম্পর্কে বলেন স্থানান্তর অনুগ্রহ করে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অভিষেক বেদ-কে রিপোর্ট করুন, উকিল, অফিসের ঠিকানা ঈশোদ্যান ভবন, শ্রী মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১৩১৩ বা ই-মেইল info@abhishekbaid.com
অপূর্ব কুমার ঘোষ
উকিল
হাওড়া জজ কোর্ট
রেজি নং F. 8196450 81999
মোবাইলঃ 6291869941

আজ বিশ্ব মাতৃ দিবস। আর ঠিক তার আগের দিনই দক্ষিনেশ্বর এর AROHEENI ট্রাস্ট মাতৃত্ব ও তার বিকাশ সহ ঋতুচক্র বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। সেখানে স্বাস্থ্য কর্মী হিসেবে বক্তব্য রাখেন রেইকি বিশেষজ্ঞ যাজ্ঞসেনী মিত্র। বক্তব্য রাখেন আরোহীনির সম্পাদিকা পুলমা সিনহা তারা বলেন, পূর্ণ নারীত্বের প্রকাশের আগে ও পরে, অর্থাৎ মা হয়ে ওঠার আগে, একটি মেয়ের অনেক কিছু শিক্ষনীয়। স্বাস্থ্য সচেতনতা একটি ব। শিক্ষা। ৬ কিশোরির হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেওয়া হয় । ছবি- সুবল সাহা

অবসরকালীন টাকা হাতে আসেনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যু শিক্ষিকার, ডিআই অফিসে ধর্ণায় বসলেন শিক্ষকরা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১১ মে ঃ অবসরকালীন টাকা পাননি। শেষপর্যন্ত অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক শিক্ষিকার। এনিয়ে জেলা ঝাড়গ্রাম ডিআই অফিসে ধর্ণায় বসলেন উচ্চ মাধ্যমিক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক- শিক্ষিকারা। তবে ডিআই অফিসের দাবি, এর পেছনে ডিআই অফিসের কোনও গাফিলতি ছিল না। গোটা বিষয়টি বিকাশভাবনে রয়েছে। পেশায় উচ্চ মাধ্যমিক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষিকা ছিলেন শম্পা মৈত্র। শম্পা গত ১৪ মাস আগে অবসর নেন। জানা গেছে অবসরকালীন সময় চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক- শিক্ষিকারা ৩ লক্ষ টাকা পান। কিন্তু শম্পা মৈত্র অবসর এরপর প্রায় ১৪ মাস ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও সেই টাকা তিনি পাননি। বিভিন্ন দপ্তরে দপ্তরে জানিও টাকা না পেয়ে মানসিক ভাবে বির্যস্ত হয়ে পড়েন। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। গত কয়েকদিন আগে অসুস্থতার কারনে মৃত্যু হয় শিক্ষিকার। চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা যথেষ্টই কম বেতনে কাজ করেন। ফলে অবসরের পর যা টাকা পান তাদের বাকি জীবন যাপন কোনো ক্রমে চলে। তবে এক্ষেত্রে প্রায় ১৪ মাস হলেও শম্পা মৈত্র টাকা পাননি। ফলে অসুস্থতার চিকিৎসা করতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল শম্পাকে। শেষমেষ টাকার অভাবে চিকিৎসা না করাতে পেরে মৃত্যু হয় শম্পা মৈত্রর। এই ঘটনা যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয় এবং শম্পা দেবীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ এর দাবিতে ঝাড়গ্রাম জেলা ডিআই অফিসের এর মূল ফটক আটকে অনশনে বসেন উচ্চমাধ্যমিক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক- শিক্ষিকারা। অবশেষে ডিআই শক্তিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় অনশনরত শিক্ষকদের সাথে কথা বলে মৃত শিক্ষিকার সমস্ত ডকুমেন্টস যাচাই করে বিকাশ ভবনে সমস্ত বিষয় ফোন করে জানায়। এরপর ১০ দিন সময় চেয়ে নেন আন্দোলনকারিদের কাছে। ১০ দিন সময় দিয়ে আপাতত ধর্ণা ভঙ্গ করেন আন্দোলনকারিরা। এই নিয়ে ডিআই বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের যারা চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক তারা মাসের শেষ একটি সাম্মানিক পান। কোনও বেতন তাঁরা পান না। অবসর গ্রহণের পর তাঁরা ৩ লাখ টাকা পান। এখানে ননীবালা বয়েজ স্কুলে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ছিলেন শম্পা মৈত্র। উনি গত ২০২২ সালে অবসর নেন। ওঁর স্কুল থেকে কিছু কাগজ এখানে জমা দেওয়া হয়। তা আমরা বিকাশ ভবনে পাঠিয়ে দিই। এবছর জানুয়ারি মাসে বিকাশ ভবন থেকে কিছু বিষয় জানতে চাওয়া হয়। তাই সব জিজ্ঞাসার জবাব আমরা পাঠিয়েছি। তা এখন ওখানে প্রসেসিং চলছে। দুর্ভাগ্যক্রমে দিদিমনি হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। অত্যন্ত অনভিপ্রেত ঘটনা। টাকা পেতে দেরি হওয়ায় অনেকের খারাপ লেগেছে। এখানে আমাদের কোনও কোনও গাফিলতি ছিল না। আমরা এই নিয়ে উপরতলায় যোগাযোগ করেছি। তারা অনুমোদন দিলে আমরা টাকা তাঁর ওয়ারিশের হাতে তুলে দেব।

নবদ্বীপে একের পর এক দোকানে তালা ভেঙে চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১১ মে ঃ মালঞ্চপাড়া রোড ও নবদ্বীপের অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র পোড়ামা প্রাঙ্গণে রাতের অন্ধকারে একের পর এক দোকানে তালা ভেঙে চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য। শনিবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তদন্তে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, শুক্রবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার রাতে নবদ্বীপ শহরের ব্যস্ততম মালঞ্চপাড়া রোড এবং শহরের অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র পোড়ামা প্রাঙ্গণ মিলিয়ে মোট চারটি দোকানে তালা ভেঙে চুরি ও একটি হোটেলের তালা ভাঙার চেষ্টা চালায় দুষ্কৃতীরা। শনিবার সকালে মালঞ্চপাড়া রোড এলাকায় এবং পোড়ামা প্রাঙ্গণে দোকান খুলতে এসে হতবাক দোকান মালিকেরা। জানা যায়, নবদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র পোড়ামা প্রাঙ্গনে একটি নামি ইমিটেশন গহনার দোকান ও মালঞ্চপাড়া রোড বিষ্ণুপ্রিয়া হল্ট স্টেশনের কাছে একটি জুতোর দোকান, মনিহারি দোকান ও ছোট্ট একটি পান বিড়ির দোকানে একের পর এক তালা ভেঙে প্রতিটি দোকান থেকে নগদ বেশ কয়েক হাজার টাকা এবং জিনিসপত্র নিয়ে রাতের অন্ধকারে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। সামগ্রিক ঘটনায় প্রশ্নের মুখে রাতের শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নবদ্বীপের অন্যতম ব্যস্ততম মালঞ্চপাড়া রোডে চুরি যাওয়া জুতোর দোকানের মালিক দেবদাস দাস জানান, শুক্রবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ছিল। ওইদিন প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকার মতো বেচাকেনা করেছিলাম। তার সমস্ত টাকাটাই দোকানের ক্যাশ বাক্সে ছিল। তিনি জানান, দুষ্কৃতীরা ওই টাকা নেওয়ার পাশাপাশি দোকানে থাকা নতুন ছটি ছাতা এবং ছয় জোড়া নতুন জুতো নিয়ে গেছে। অপরদিকে মনিহারি দোকানের মালিক সুজয় দাস জানান, সাত হাজার টাকার মতন সিগারেটের প্যাকেট ও নগদ দু হাজার টাকা দুষ্কৃতীরা নিয়ে পালিয়েছে। ছোট্ট একটি পান বিড়ির দোকানের মালিক পরিতোষ হালদার বলেন, তার দোকানে রাখা নগদ প্রায় তিন হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। অপরদিকে নবদ্বীপ শহরের প্রাণকেন্দ্র পোড়ামা প্রাঙ্গনে ইমিটেশন গহনার দোকানের মালিক ষষ্ঠী সাহা জানান, তার দোকানের দরজার কব্জা খুলে টেবিল ফ্যান এবং বেশ কিছু জিনিসপত্র খোয়া গেছে। সূত্রের খবর সমস্ত ঘটনাটি ঘটেছে রাত দুটোর পর। চুরি যাওয়া এক দোকান মালিক জানান, প্রতি রাতে থানার পক্ষ থেকে রাত পাহারার জন্য সিভিক ভলেন্টিয়ারদের মোতায়েন করা হতো। যেহেতু ১৩ মে ভোট সেই কারণে শুক্রবার রাতে কোনও পাহারা ছিল না।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **01 no (Moheshpur High School)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for CAPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(TARAKESWAR PS)**"
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-63 of 2024-25
Bid submission closing date: **13/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Arrangement of Temporary Electrical Installation work, hiring of DG set with fuel and engagement of manpower for **10 days** in respect to the Infrastructure facility to be provided at **02 nos (Ramnarayanpur Adhar Chandra Sikhaniketan High School and Radha Madhab Cold Storage PVT LTD)** accommodation centers under the jurisdiction of the Hooghly Rural Police District for CAPF . to be deployed in ensuing Parliamentary Election-2024. **(TARAKESWAR PS)**"
NIQ No.- WBPWD/EE/ HED /SHORT/ NIQ-64 of 2024-25
Bid submission closing date: **13/05/2024 upto 02.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

মিঠুনের সভায় বিজেপি-তে যোগ দিলেন মুকুটমণির ক্ষুব্ধ স্ত্রী স্বস্তিকা

দুরন্ত বার্তা, রানাঘাট, ১১ মে ঃ আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। এ বার ভোটের ময়দানে রানাঘাটের তৃণমূল প্রার্থী তথা স্বামী মুকুটমণি অধিকারীর বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা' করলেন স্ত্রী স্বস্তিকা মহেশ্বরী। রানাঘাটে মিঠুন চক্রবর্তীর সভায় যোগ দিয়ে স্বস্তিকা বললেন, ''মুকুটমণিকে ভোট দিলে আমার মতোই ঠকতে হবে।'' গত বছর ৭ জুন তিলজলা থানায় মুকুটমণির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন কলকাতার বাসিন্দা স্বস্তিকা। বিজেপিতে যোগদান করে শনিবার স্বস্তিকা দাবি করেন, মুকুটমণি কখনওই তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। সমাজে তাঁকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতেও অস্বীকার করতেন। স্বস্তিকা বলেন, ''গত বছর ২৮ মে মুকুটমণি অধিকারীর সঙ্গে আমার রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়। মা, বাবা, ভাই, দিদি, জামাইবাবুর উপস্থিতিতেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর উনি স্ত্রীর পরিচয় দিতে অস্বীকার করে। বিয়ের পর দিন ২৯ মে থেকেই মুকুটমণি অধিকারী মিউচুয়াল ডিভোর্স চাইতে শুরু করেন। এমনকি আমার থেকে ১ কোটি টাকাও দাবি করা হয়। ডিভোর্স চেয়ে আমাকে মানসিক ভাবে হেনস্থা করেছিলেন মুকুটমণি অধিকারী।''

বাংলায় ভোট গণনা শেষ হয়, কিন্তু নোট গণনা শেষ হয় না ঃ মানিক সাহা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম , ১১ মে ঃ বাংলায় ভোটের কাউঃটিং শেষ হয়ে যায়, কিন্তু নোটের কাউঃটিং শেষ হয় না। এখানে চুরির দায়ে মন্ত্রীরা জেলে। তারাপীঠে পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর মানিক সাহা। এদিন হেলিকপ্টারে তিনি রামপুরহাট থানার চাকপাড়া গ্রামের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে তাঁর হেলিকপ্টার নামে। সেখান থেকে সোজা চলে যান তারাপীঠে। মন্দিরে পুজো দিয়ে বলেন দেশের শান্তি চাইলাম। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মানিক সাহা বলেন, বাংলায় কোন উন্নয়ন হয়নি। তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা জেলে। এখানে প্রতিদিন টাকা উদ্ধার হচ্ছে। ভোটের কাউন্টিং শেষ হয়, কিন্তু নোটের কাউন্টিং শেষ হয় না। তাই প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করছে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী গ্যারান্টি দিচ্ছেন। আমি মা তারার কাছে প্রার্থনা করলাম বাংলাকে শান্তিতে রাখুন। ত্রিপুরা সরকার যেভাবে চলছে সেভাবেই বাংলায় বিজেপি দখল করে মানুষের উন্নয়নে কাজ করুক। বিকেলে সাঁইথিয়ায় বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য্যের সমর্থনে রোড শো করেন।

প্রচারের শেষ মুহুর্তে নবদ্বীপে তৃণমূলের মিছিলে হাজির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ স্বয়ং লক্ষীদেবী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১১ মে ঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের শনিবার ছিলো শেষ দিন, আর এই শেষ লগ্নে অভিনব ভাবে নবদ্বীপ প্রচারে ঝড় তুলতে দেখাগেলো তৃনমুল কংগ্রেসকে। এদিন সকালে নবদ্বীপ শহরের রাধাবাজার এলাকা থেকে এক সুবিশাল মিছিলের আয়োজন করে মহিল তৃণমূল কংগ্রেস এর তরফে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস এর সভানেত্রী মনিকা চক্রবর্ত্তী, ছিলেন বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, শহর যুব তৃণমূলের সভাপতি সুজিত সাহা সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব ও কয়েক হাজার মহিলা কর্মী সমর্থক। সেখানেই মমতা বঃে দ্যাপাধ্যায়, স্বয়ং লক্ষীদেবী সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ট্যাবলোকে এই মিছিলে দেখা যায়, সেখানেই তৃণমূল নেত্রী মনিকা চক্রবর্ত্তী দাবী করেন রাজ্যব্যাপী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর উন্নয়ন ও নবদ্বীপের সার্বিক উন্নয়নে সামিল হতে এত সংখ্যক মহিলা এদিন এই মিছিলে সামিল হয়েছে, তাদের ডাকতেও হয়নি। পাশাপাশি তিনি আরও দাবী করেন বিশেষ করে রাজ্য সরকারের লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প মহিলাদের কাছে একটা বড় পাওনা। বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন, এবারে ডা. মুকুটমনি অধিকারী তিন লক্ষ ভোটে জয়ী হতে চলছেন আর নবদ্বীপ থেকে ষাট হাজার ভোটে বিরোধীদের থেকে এগিয়ে থাকবে, পাশাপাশি তিনি সিপিএম ও বিজেপিকেও তির্যক ভাবে আক্রমণ করে। এদিন এই মিছিল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ ঘোরে, আর এই মিছিলের বিশেষ আকর্ষণ জীবন্ত লক্ষী দেবীর ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় - এর ট্যাবলো কে দেখতে শহরবাসীর উৎসাহ ছিলো চোখে পড়ার মতো। এ ছাড়াও এদিন নবদ্বীপ বিধান সভার অন্তর্গত জোয়ানিয়া পঞ্চায়েত এলাকায়। সুবিশাল বাইক র‍্যালির আয়ো করে তৃণমূলের তরফে, সেখান উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর। এ দিন বেলা আনুমানিক বারোটা থেকে এই বাইক র‍্যালি শুরু হয়, নবদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত জোয়ানিয়া পঞ্চায়েতের কুন্দপাড়া এলাকা থেকে। বেলা আনুমানিক তিনটে পর্যন্ত জোয়ানিয়া পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন পথে এই প্রচার কর্মসূচী চলে, এদিনের এই প্রচার কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য পলাস ঘোষ, কৃষ্ণ নগর এক নং ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্ব সহ অসংখ্য কর্মীসমর্থক।

অনুন্নয়ন নিয়ে মহিলাদের ক্ষোভ শতাব্দীকে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম , ১১ মে ঃ প্রচারের শেষলগ্নেও না পাওয়ার ক্ষোভ পিছু ছাড়ল না বীরভূমের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়কে। যদিও গ্রামের মহিলাদের ক্ষোভকে আমল না দিয়ে এলাকা ছাড়েন শতাব্দী। ১৩ মে চতুর্থ দফায় বীরভূম লোকসভার নির্বাচন। শনিবার প্রচারের শেষ দিন। এদিন শতাব্দী রায় মহম্মদ বাজার ব্লক এলাকায় প্রচারে গিয়েছিলেন। মহম্মদ বাজারের মকদম নগর গ্রামে ঢুকতেই গ্রামের মহিলারা পানীয় জল, বাড়ি সহ একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবে গ্রামের মহিলাদের ক্ষোভের গুরুত্ব দেননি শতাব্দী। শোনেননি সমস্যার কথা। গ্রামের বাসিন্দা মজিফা বিবি বলেন, স্বামী মারা গিয়েছে। আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। বাড়ি ভেঙে পড়েছে। কিন্তু এখনও বাড়ি পায়নি। আমরা শতাব্দীকে বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু উনি আমাদের কথা শুনলেন না। ওহিদা বিবি বলেন, গ্রামে পুকুর নেই। পানীয় জলের সমস্যা। অন্যের বাড়ি থেকে পানীয় জল আনতে হয়। জল আনতে গিয়ে গঞ্জনা শুনতে হয়। আমরা সমস্যার কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু উনি শোনার চেষ্টা করল না। শতাব্দী রায় বলেন, সব জায়গায় কাজ করা সম্ভব হয়নি। পরে দেখব।

অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) চিকিৎসকের নিযুক্তি

বিজ্ঞপ্তি নং. সিএমএস- ০২ অব ২০২৪ তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৪

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, এন. এফ. রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং. নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) হিসেবে ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল আলিপুরদুয়ার জংশনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করছেন।

১। **ভিজিটিং স্পেশালিস্টের নামঃ (i) স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ = ১ (এক)। (ii) অর্থপেডিক সার্জন স্পেশালিস্ট = ১ (এক)** এবং চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ = ১ (এক)।
২। **প্রাপ্তির শুরুর তারিখঃ** ১৩-০৫-২০২৪ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে।
৩। **আবেদন জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় ঃ** ০৩-০৬-২০২৪ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত।
৪। **বৈধতা ও সময়সীমাঃ** এই আবেদন ৩০-০৬-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত।
৫। **বয়সের সীমাঃ** প্রথম নিযুক্তি ৩০ থেকে ৬০ পর্যন্ত।
৬। **(i)** অভিজ্ঞতার যোগ্যতা ঃ ন্যূনতম যোগ্যতা হবে পোস্ট-ডক্টরাল যোগ্যতা অথবা সমতুল্য। **(ii)** বিশেষজ্ঞঃ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, পি.জি ডিগ্রি লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর অভিজ্ঞতা। **(iii)** পিজি ডিগ্রি সহ উপযুক্ত প্রার্থী না থাকলে ঃ পি.জি ডিগ্রি লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সহ পিজি ডিপ্লোমাধারী।
৭। **বয়সের প্রোফাইলঃ** প্রথম নিযুক্তির সময় পছন্দের বয়স ৩০ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। বয়সের উচ্চ সীমাঃ অবিরত নিযুক্তির ক্ষেত্রে বয়সের উচ্চ সীমা হলো ৬৫ বছর।
৮। **কাজের মেয়াদঃ** (i) প্রত্যেকবার প্রস্তাব দেওয়ার সময় শুধুমাত্র ১ (এক) বছরের জন্য দেওয়া হতে পারে। (ii) মেয়াদ বৃদ্ধির বৈধতা অতিক্রম করার পর দেওয়া হতে পারে।
৯। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সম্মানী প্রদান করা হবে ঃ **কাজের সময় ঃ** সপ্তাহে ৬ দিনের জন্য প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা। **বিশেষজ্ঞ ঃ** ৭৮,০০০ টাকা প্রতি মাস।

উপরে উল্লেখিত পদের জন্য বিশদ বিবরণ সহ আবেদনটি উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in→Tenders** -এও পাওয়া যাবে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট
আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

প্রেমিকাকে ডেকে এনে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ, খুনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ মে ঃ দু'বছর পর সুতপাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটল মুর্শিদাবাদে। এ বার প্রেমিকাকে ফোন করে ডেকে এনে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানা এলাকায়। ঘটনার কিছু ক্ষণের মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ভরদুপুরে প্রকাশ্যে এমন হাড়হিম করা ঘটনায় থমথমে গোটা এলাকা। ইতিমধ্যে মৃতার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মিঠু শেখ নাম এক যুবক তাঁর 'দীর্ঘ দিনের প্রেমিকা' সাবিনা খাতুনকে ফোন করে ডাকেন। অন্য এক যুবকের সঙ্গে প্রেমিকার সম্পর্ক রয়েছে, এই সন্দেহ করে তাঁদের ঝগড়া শুরু হয়। ওই বাগ্বিতণ্ডার মধ্যে হঠাৎই পকেট থেকে একটি ছুরি বার করে এলোপাথাড়ি তিনি সাবিনাকে কোপাতে শুরু করে বলে অভিযোগ। ধারালো ছুরির আঘাতে গলার নলি কেটে যায় নাবালিকার। রক্তে ভেসে যায় অকুস্থল। নাবালিকার গোঙানির শব্দে ছুটে আসেন স্থানীয় লোকজন। ততক্ষণে পালিয়ে যায় ওই যুবক। খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে। পুলিশ নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রেমিকাকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন অভিযুক্ত। কিন্তু, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই যুবককে হাজারিপাড়া গ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনার কবলে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার , ১১ মে ঃ শনিবার দুপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়লো আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি আলিপুরদুয়ার থেকে সড়কপথে শিলিগুড়ি যাওয়ার সময় ফালাকাটা ব্লকের গোয়াবর নগরগ্রাম পঞ্চায়েতের বগরিবাড়ী এলাকায় অঞ্চলের পাশে একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তার গাড়ির সামনাটা দুমড়ে মুছড়ে যায় এবং তিনি গুরুতর আহত হলে শিলিগুড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ঘটনাস্থলে ফালাকাটা থানার পুলিশ।

শেষ মুহুর্তের প্রচারে অধীরের মুখোমুখি বিজেপি প্রার্থী নির্মল সাহা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১১ মে ঃ শেষ মুহুর্তের প্রচারে অধীর চৌধুরী হুড খোলা গাড়িতে প্রচারে মুখোমুখি বিজেপি প্রার্থী নির্মল সাহা, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্যের চিত্র দেখলো বহরমপুরবাসী পাল্টা। সোমবার লোকসভা নির্বাচন রয়েছে বহরমপুরে। শুক্রবার ছিল প্রচারের শেষ দিন। আর শেষ দিনে রাজনৈতিক সৌজন্যের সাক্ষী থাকল বহরমপুরবাসী। শনিবার সকালে বহরমপুরে কংগ্রেস পার্টি অফিস থেকে রোড শো করছিলেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। একই সময়ে বহরমপুরের কুঞ্জঘাটা এলাকা থেকে একটি নির্বাচনী রোড শোয়ে উপস্থিত ছিলেন সেখানকার বিজেপি প্রার্থী ডাঃ নির্মল সাহা। দুই প্রার্থীর মধ্যে দেখা হয় বহরমপুর লালদিঘি এলাকায়। দুই রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ানোর পরিবর্তে হুডখোলা গাড়িতে অধীর চৌধুরীকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ নির্মল সাহা দুহাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার জানান। প্রত্যুত্তরে অধীর চৌধুরীও বিজেপি প্রার্থীকে নিজের গাড়ি থেকে নমস্কার করেন। গাড়িতে রাখা ফুল অধীর চৌধুরীর দিকে বার কয়েক ছুঁড়ে দেন। লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত সবথেকে বেশি রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। তৃতীয় দফায় মুর্শিদাবাদ এবং জঙ্গিপুরে ভোট হওয়ার পরও রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা সামনে এসেছে। বিভিন্ন জায়গায় এখনও বিক্ষিপ্ত ঝামেলার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ভক্তদের সই দেওয়ার সময়ে জকোভিচ-র মাথায় পড়ল জলের বোতল

১১ মে ঃ রোম ওপেনে খেলতে গিয়ে আঘাত পেলেন নোভাক জকোভিচ। টুর্নামেন্টে জোকার ৬-৩, ৬-১-এ ফরাসি খেলোয়াড় কোরেঁটিন মৌতেতকে হারিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছন। ম্যাচ জেতার পরে ভক্তদের সই দিচ্ছিলেন সার্বিয়ান তারকা। সেই সময়ে আচম্বিতেই গ্যালারি থেকে একটি জলের বোতল জোকারের মাথায় পড়ে। প্রবল যন্ত্রণায় প্রায় লুটিয়ে পড়ার অবস্থা হয় তাঁর। সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। সেই ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে কীভাবে চোট পেলেন জকোভিচ। তবে চোট খুব একটা গুরুতর নয় জোকারের। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা হলেও বিস্মিত হয়ে যান তিনি। পরে অবশ্য নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে কোর্ট ছাড়েন জকোভিচ। ফরাসি ওপেনের জন্য নিজেকে তৈরি করছেন নোভাক জকোভিচ। ক্লে কোর্টে খেলা কঠিন। সেই টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি জোকার সারছেন রোম ওপেনে খেলে। এই টুর্নামেন্টে জকোভিচের অন্যতম কঠিন গাঁট হিসেবে মনে করা হচ্ছে আলেকজান্ডার জেরেভকে। তিনিও তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন।

পাকিস্তানকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে ১-০-এ এগিয়ে আয়ারল্যান্ড

১১ মে ঃ নতুন এক রূপকথা লিখল আয়ারল্যান্ড। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতে নিল তারা। মাঠ জুড়ে উদযাপন শুরু করে দেন আইরিশ ভক্তরা। ধারে ও ভারে অনেক এগিয়ে পাকিস্তান। সেই পাকিস্তানই হার মানে আইরিশদের কাছে। আর জয়টাও স্মরণীয়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই হার কিন্তু চিন্তা বাড়াবে পাকিস্তানের। শেষ দুওভারে আয়ারল্যান্ডের দরকার ছিল ১৯ রান। সেই রান তাড়া করে ম্যাচ জিতে নেয় আইরিশরা। শেষ ২ ওভারে ক্রিজে ছিলেন ওপেনার অ্যান্ড্রু বলবার্নি ও গ্যারেথ ডেলানি। শাহিন আফ্রিদি ১৯ তম ওভারে বলবার্নিকে (৭৭) ফেরান। সেই ওভারে রান দেন মাত্র ৮। এরপরেও ম্যাচটা জিতল আয়ারল্যান্ড। আব্বাস আফ্রিদির শেষ ওভারে ১১ রান নিয়ে আয়ারল্যান্ডকে ম্যাচ জেতান কার্টিস ক্যাম্ফার। ২০-তম ওভারের প্রথম ও চতুর্থ বলে বাউন্ডারি মারেন ক্যাম্ফার। পাকিস্তানকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে ১-০-এ এগিয়ে গিয়েছে আয়ারল্যান্ড। টস জিতে আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং প্রথমে পাকিস্তানকে ব্যাট করতে পাঠান। বাবর আজমের ৫৭, সাইম আইয়ুবের ২৯ বলে ৪৫ এবং শেষ দিকে ইফতিখার আহমেদ ১৫ বলে ৩৭ রানে অপরাজিত থাকায় পাকিস্তান তোলে ৬ উইকেটে ১৮২ রান। বাবর আজমকে নিয়ে দেশের মাটিতে তীব্র সমালোচনা। বাসিত আলির মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার বাবর আজমকে ওপেন চ্যালেঞ্জ করে জানান, তিনটে ছক্কা মেরে দেখাক পাক অধিনায়ক। সেই বাবর আজম জ্বলে উঠলেও ম্যাচটা হারতে হয় পাকিস্তানকে। রান তাড়া করতে নেমে আইরিশ তারকা বলবার্নির দুরন্ত ৭৭ রানে আয়ারল্যান্ড ম্যাচ জিতে নেয়। ম্যাচ হারলেও পাক অধিনায়ক বাবর আজম নতুন এক কীর্তি গড়েন। ৫৭ রানের ইনিংস খেলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ ৩৮টি পঞ্চাশের মালিক হন বাবর। বিরাট কোহলিরও পঞ্চাশের সংখ্যা ৩৮। তবে কোহলি (১০৯) পাক অধিনায়ক বাবর আজমের (১০৮) থেকে একটি ইনিংস বেশি খেলেছেন। এক বল বাকি থাকতে ১৮৩ রান তুলে ম্যাচ জেতে আয়ারল্যান্ড।

দোহা ডায়মন্ড লিগে প্রথম স্থান হাতছাড়া নীরজের

১১ মে ঃ মাত্র ২ সেন্টিমিটারের ব্যবধান। সেই দূরত্বের জন্য দোহা ডায়মন্ড লিগে প্রথম হতে পারলেন না নীরজ চোপড়া। দ্বিতীয় হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতের অলিম্পিক সোনাজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ারকে। জুলাই মাসে শুরু হতে চলেছে প্যারিস অলিম্পিক। পুরো দেশ ফের স্বর্ণপদকের আশা করছে নীরজের থেকে। তার আগে দোহায় ডায়মন্ড লিগ দিয়ে মরশুম শুরু করলেন নীরজ। তার পর ১২ মে থেকে ভুবনেশ্বরে শুরু হতে চলা ফেডারেশন কাপে দেখা যাবে তাঁকে। যদিও দোহায় প্রথম হতে পারলেন না ভারতের 'সোনার ছেলে'। ফাইনাল রাউন্ডে তিনি জ্যাভলিন ছুড়লেন ৮৮.৩৬ মিটার। অন্যদিকে চেক রিপাবলিকের জাকুব ভাদলেচ তৃতীয় রাউন্ডে ছোড়েন ৮৮.৩৮ মিটার। মাত্র ২ সেন্টিমেটারের জন্য দ্বিতীয় হলেন নীরজ। দোহায় তাঁর সঙ্গেই নেমেছিলেন কিশোর জেনা। এশিয়ান গেমসে রুপো জিতেছিলেন কিশোর। কিন্তু এদিন সম্পূর্ণ হতাশ করলেন তিনি। এশিয়ান গেমসে কিশোর সবচেয়ে দূর জ্যাভলিন ছুড়েছিলেন ৮৭.৫৪ মিটার। কিন্তু এদিন প্রথমে ছুড়লেন ৭৫.৫২ মিটার। দ্বিতীয় চেষ্টায় ফাউল হওয়ার পর তৃতীয় বারে ছোড়েন ৭৬.৩১ মিটার। ১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে নবম হন কিশোর।

ক্যালকুলেটার নিয়েও বসে থাকতে হচ্ছে থিঙ্কট্যাঙ্কদের

আইপিএলে প্লে অফের লড়াইয়ে ৬ দল, সাপ-লুডোর অঙ্কে শেষ চারে কারা?

১১ মে ঃ জমে উঠেছে আইপিএলের প্লে অফের লড়াই। প্রতিদিনই বদলে যাচ্ছে লিগ টেবিলের ছবি। সাপ-লুডোর প্লে অফের লড়াইয়ে শেষ চারে কারা যাবে? নাইট রাইডার্স আর রাজস্থান রয়্যালস ইতিমধ্যেই প্লে অফের দিকে এক পা বাড়িয়ে রেখেছে। দুদলই ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট পেয়েছে। যদিও নেট রান রেটের জন্য লিগ শীর্ষে রয়েছে নাইটরা। দ্বিতীয় স্থানে আছেন সঞ্জুরা। এখনও হাতে তিন ম্যাচ রয়েছে দুদলের। ফলে তাদের প্লে অফে ওঠা শুধু সময়ের অপেক্ষা। যদিও শ্রেয়সরা চেষ্টা করবেন প্রথম স্থানে থেকেই লিগ শেষ করতে। প্লে অফের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছে মুম্বই ও পাঞ্জাব। ফলে এই মুহূর্তে মূল লড়াই ছদলের মধ্যে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ১২ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে হায়দরাবাদ। শেষ দুম্যাচে গুজরাট ও পাঞ্জাবকে হারালেই প্লে অফ নিশ্চিত তাদের। একটি ম্যাচ হারলে তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলগুলির দিকে। চেন্নাই সুপার কিংস ঃ গুজরাটের কাছে হেরে নিজেদের কাজ কঠিন করে তুলেছে রুতুরাজরা। ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে চেন্নাই। নেট রান রেটও ভালো জায়গায়। পরের দুই ম্যাচ রাজস্থান ও বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে। বিরাট বনাম ধোনির লড়াইয়েই নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে দুদলের ভাগ্য। দিল্লি ক্যাপিটালসঃ ও লখনউ সুপার জায়ান্টস ঃ ঋষভ পন্থের দিল্লি ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। কেএল রাহুলের লখনউ একই জায়গায় রয়েছে। যদিও নেট রান রেটে পিছিয়ে তারা। দিল্লির পরের ম্যাচ বেঙ্গালুরুর সঙ্গে। তার পরেই লখনউয়ের সঙ্গে মহারণ। এই ম্যাচে জিতলে অনেকটা এগিয়ে যাবেন পন্থরা। যদিও রাহুলদের শুধু এই ম্যাচ জিতলেই হবে না। পরের ম্যাচে মুম্বইকেও হারাতে হবে। তার সঙ্গে দুদলকেই অপেক্ষা করতে হবে চেন্নাইয়ের পয়েন্ট হারানোর জন্য। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ঃ টানা চার ম্যাচ জিতে হঠাৎই প্লে অফের আশা জাগিয়ে তুলেছেন বিরাট কোহলিরা। ১২ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১০। শেষ দুটি ম্যাচে দিল্লি ও সিএসকে-কে হারাতেই হবে তাদের। সেক্ষেত্রে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তাকিয়ে থাকতে হবে চেন্নাই, দিল্লি ও লখনউয়ের ম্যাচগুলোর দিকে। গুজরাট টাইটান্স ঃ চেন্নাইকে হারিয়ে কোনও রকমে আশা টিকিয়ে রেখেছেন শুভমান গিলরা। ১২ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১০। শেষ ম্যাচ শুধু জিতলেই হবে না। নেট রান রেটও অনেকটাই বাড়িয়ে রাখতে হবে। যদিও চেন্নাই এক ম্যাচ জিতলেই ছিটকে যাবে তারা।

এক ম্যাচ নির্বাসিত পন্থ, ধাক্কা দিল্লি শিবিরে কেন সাসপেন্ড করা হল পন্থকে?

১১ মে ঃ দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে বড় ধাক্কা। এক ম্যাচ নির্বাসিত করা হল অধিনায়ক ঋষভ পন্থকে। তিনি এক ম্যাচ নির্বাসিত হওয়ার অর্থ, রবিবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না পন্থ। তিনি না থাকার অর্থ দিল্লি শিবিরে রক্তাল্পতা। কেন নির্বাসিত করা হল দিল্লি অধিনায়ককে। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে মন্থর ওভার রেটের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে দিল্লির উইকেট কিপার-ব্যাটারকে। আইপিএলের তরফ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মন্থর ওভার রেটের জন্য ঋষভ পন্থের দলের এটা মরশুমে তৃতীয় অপরাধ। খষভ পন্থকে ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এক ম্যাচ সাসপেন্ড করা হয়েছে। আইপিএলের নিয়মানুযায়ী, মন্থর ওভার রেটের জন্য প্রথম বার দোষী সাব্যস্ত হলে অধিনায়ককে দিতে হয় ১২ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয়বার একই

অপরাধের জন্য ক্যাপ্টেনকে জরিমানা করা হয় ২৪ লক্ষ টাকা। আর তৃতীয় বার দোষী হলে ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা, সেই সঙ্গে এক ম্যাচের নির্বাসনের খাঁড়া নেমে আসে। আইপিএলের প্লে অফে কি পৌঁছতে পারবে দিল্লি ক্যাপিটালস? সেই নিয়ে চর্চা চলছে। এর মধ্যেই অধিনায়কের নির্বাসনের খবর এল দিল্লির সাজঘরে। আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় দিল্লি এই মুহূর্তে পাঁচ নম্বরে। তাদের বাকি দুটি ম্যাচ। দুটো ম্যাচ জিতলে দিল্লির পয়েন্ট হবে ১৬। আগে বাকি দুটো ম্যাচে জয় হাসিল করতে হবে, পরে তাকিয়ে থাকতে হবে বাকিদের দিকে। এবার অবশ্য পন্থের সঙ্গে সঙ্গে গোটা দলকেও আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, দুবার একই অপরাধের জন্য জরিমানা করা হয় দলের অধিনায়ককে। তৃতীয়বার একই অপরাধ করা হলে দলের প্রত্যেককে জরিমানা দিতে হয়। এক্ষেত্রে দিল্লি ক্যাপিটালস দলের প্রত্যেককে ১২ লক্ষ টাকা অথবা ম্যাচ ফির পঞ্চাশ শতাংশ আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে।

'এটাই আমার শেষ বছর', ভাইরাল রোহিত-অভিষেকের কথোপকথন

১১ মে ঃ তিনি এখন আর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক নন। টানা দশ বছর মুম্বই দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর এবারই রোহিত শর্মাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় দলের নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড ওঠে হার্দিক পাণ্ডিয়ার হাতে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছিটকে গিয়েছে আইপিএল থেকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে অফে ওঠা প্রায় নিশ্চিত। গৌতম গম্ভীররা চান এদিনই প্লে অফের টিকিট হাতে তুলে নিতে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের আইপিএল অভিযান শেষ হয়েছে আগেই। ম্যাচটার গুরুত্ব রয়েছে কেকেআরের কাছে। ইডেনের সেই ম্যাচের আগে কেকেআর একটি ভিডিও পোস্ট করে সোশাল মিডিয়ায়। পরে সেই ভিডিওটি ডিলিটও করে দেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। কেন ডিলিট করা হল সেই ভিডিও? রোহিত শর্মা ও কেকেআর-এর সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে ভিডিওয়। তাঁদের কথোপকথন ভালো করে

শোনা যাচ্ছে না বাইরের শব্দের জন্য। রোহিত সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে বলছেন, এটাই আমার শেষ বছর। আরও কথাবার্তা হয় নায়ারের সঙ্গে। নায়ারকে মুম্বই তারকা রোহিত বলছিলেন, সব কিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে একটু একটু করে। এগুলো ওদের ব্যাপার স্যাপার। যাই হোক না কেন, ভাই, ওটা আমার ঘর। এই মন্দির আমার হাতেই তৈরি। নায়ার ও রোহিতের তিরিশ সেকেন্ডের যে ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে, তাতে শোনা যাচ্ছে রোহিত বলছেন, ভাই, মেরা ক্যায়া, মেরা তো ইয়ে লাস্ট হ্যায়। যার বাংলা তর্জমা করলে হয়, এটাই আমার শেষ বছর। আমার কী! রোহিত হয়তো বলতে চেয়েছেন, হার্দিক পাণ্ডিয়ার হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার পরে একটু একটু করে সব বদলে যাচ্ছে। এই ভিডিওতে রোহিতের বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় হয়তো কেকেআর ডিলিট করে দেয়।

আজই ক্লাবের জার্সিতে এমবাপের শেষ ম্যাচ, পরবর্তী ঠিকানা কোথায় অপেক্ষায় ফুটবলবিশ্ব

১১ মে ঃ কিলিয়ান এমবাপে পিএসজি ছাড়ছেন, এটা সবারই জানা ছিল। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাই করা কেবল বাকি ছিল। ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে নিজেই জানিয়ে দিলেন তিনি পিএসজি ছাড়ছেন। সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা এক ভিডিওতে কিলিয়ান এমবাপে জানিয়েছেন, এটাই পিএসজির জার্সিতে তাঁর শেষ মরশুম ছিল। রবিবার তুলুজের বিরুদ্ধে ম্যাচটাই পিএসজির জার্সিতে এমবাপের শেষ ম্যাচ। সোশাল মিডিয়ায় এমবাপেকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই, পিএসজির হয়ে এটাই আমার শেষ মরশুম ছিল। চুক্তির মেয়াদ আমি আর বাড়াচ্ছি না। রবিবার পার্ক দে প্রিন্সেসে শেষ ম্যাচ আমি খেলব। ২০১৭ সালে মোনাকো ছেড়ে পিএসজিতে এসেছিলেন এমবাপে। প্যারিস সাঁ জাঁ-র জার্সিতে সাত বছর খেলেছেন তিনি। ধারাবাহিক ভাবে

পারফর্ম করে গিয়েছেন তিনি। পিএসজির হয়ে এমবাপে খেলেছেন ৩০৬টি ম্যাচ। গোল করেছেন ২৫৫টি। অ্যাসিস্ট করেছেন ১০৮টি। এবারের মরশুমে পিএসজি লিগ ওয়ান জিতে ফেলেছে। এমবাপেই তার মধ্যে জিতেছেন ছবার। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সাঁ জাঁ ছাড়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন ফরাসি তারকা। প্যারিসের বিখ্যাত ক্লাবের হয়ে সব ট্রফি জিতে নিলেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা হয়নি এমবাপের। এবার বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের কাছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে হার মানে পিএসজি। টুর্নামেন্টে র ফাইনালে পৌঁছতে পারেনি সাঁ জাঁ। এমবাপের পরবর্তী ঠিকানা কোথায়, তা অবশ্য জানাননি এমবাপে। তবে এটা স্পষ্ট, এমবাপে রিয়াল মাদ্রিদেই যাচ্ছেন। সাঁ জাঁর হয়ে শেষ ম্যাচ খেলার কথা জানিয়েছেন এমবাপে। তাঁর পরবর্তী গন্তব্য কোথায়, সেটাও এমবাপেই হয়তো জানাবেন। তার অপেক্ষায় গোটা ফুটবলবিশ্ব।

নাইটরা প্লে অফে উঠলে অনিশ্চিত রাসেল!

১১ মে ঃ কেকেআর প্লে অফে উঠলে না খেলার সম্ভাবনা তৈরি হল নাইটদের অন্যতম সেরা অস্ত্রের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তিনি জাতীয় দলের ডাকে সাড়া দিলে প্লে অফে সমস্যায় পড়বে গম্ভীরের দল। এই মুহূর্তে লিগ টেবিলে প্রথম স্থানে রয়েছে কলকাতা। ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে প্লে অফের দিকে এক পা বাড়িয়ে রেখেছেন শ্রেয়স আইয়াররা। শনিবার ইডেনে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জিতলেই প্লে অফ নিশ্চিত হয়ে যাবে তাঁদের। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যায় প।তে পারে নাইটরা। কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলার জন্য উড়ে যেতে পারেন আন্দ্রে রাসেল। ২১ মে থেকে শুরু হচ্ছে প্লে অফের লড়াই। ফাইনাল ২৬ মে। কিন্তু ২৩ মে থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তিন ম্যাচের সিরিজ শেষ হচ্ছে আইপিএল ফাইনালের দিন। এই সিরিজকে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে। রাসেল বিশ্বকাপের দলেও আছেন। প্লে অফে উঠলে ক্লাসেনকে নিয়েও একই সমস্যায় পড়বে হায়দরাবাদ।

২৮ মে ক্লপকে বিদায়ী সংবর্ধনা দিচ্ছে লিভারপুল

লিভারপুল, ১১ মে ঃ প্রায় এক যুগ লিভারপুলের সঙ্গে কাটালেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। বিদায়ের দিনক্ষনও ঠিক হয়ে গেছে। ২৮ মে তার জন্য তৈরি হয়েছে বিদায়ের মঞ্চ। তার আগে তার সামনে কেবল আর ২টি ম্যাচ। অ্যাস্টন ভিলার পর উলভসের মুখোমুখি হবে ক্লপের শিষ্যরা। এরপরই লিভারপুলে শেষ হতে যাবে ক্লপ অধ্যায়। ক্লপের বিদায়ে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করছে লিভারপুল। আর এই সংবর্ধনার মাধ্যমে প্রিয় মানুষকে ছাড়বে তারা। নিজেদের অফিসিয়াল সাইটে এক বিবৃতিতে তা জানিয়েছে লিভারপুল। ক্লপের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইভেনিং উইদ ইয়ুর্গেন ক্লপ'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। আর অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন লিভারপুলের আজীবন ভক্ত জন বিশোপ। এই অনুষ্ঠানে গান গাইবেন বিখ্যাত গায়ক আলফি বোয়ে।

কোপা আমেরিকার জন্য ব্রাজিল দল ঘোষণা, দলে নেই নেইমার

ব্রাজিল, ১১ মে ঃ আমেরিকায় ২০ জুন থেকে শুরু হচ্ছে কোপা আমেরিকা। এর জন্য ২৩ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ব্রাজিল। পোর্তোর ২৪ বছর বয়সী স্ট্রাইকার ইভানিলসন এই স্কোয়াডে একমাত্র নতুন মুখ। এছাড়া ম্যান ইউনাইটেডের মিডফিল্ডার কাসেমিরো ও টটেনহাম হটস্পারের স্ট্রাইকার রিচার্লিসন এই স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন। নেইমার প্রত্যাশিতভাবেই কোপা আমেরিকার এই স্কোয়াডে জায়গা পাননি। চোট থেকে এখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেননি ব্রাজিল ফরোয়ার্ড। আর্সেনাল ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল জেসুসেরও জায়গা হয়নি দরিভালের কোপা আমেরিকা স্কোয়াডে। ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবল তিনজনকে দলে নেওয়া হয়েছে- গোলকিপার বেন্তো, ফুলব্যাক গিলের্মে আরানা ও স্ট্রাইকার এনড্রিক। ১৭ বছর বয়সী এনড্রিক এরই মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া নিশ্চিত করেছেন। ব্রাজিলের কোপা আমেরিকা স্কোয়াড, গোলকিপার- আলিসন, এদেরসন, বেন্তো। ডিফেন্ডার- বেরালদো, এদের মিলিতাও, গ্যাব্রিয়েল, মারকিনিওস, দানিলো, ইয়ান কৌতো, গিলের্মে আরানাল, ওয়েন্দেল। মিডফিল্ডার- আন্দ্রেয়াস পেরেইরা, ব্রুনো গিমারেজ, ডগলাজ লুইজ, হোয়াও গোমেজ, লুকাস পাকেতা। ফরোয়ার্ড- এনড্রিক, ইভানিলসন, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, রাফিনিয়া, রদ্রিগো,

গ্রীষ্মেই অবসর নিচ্ছেন অ্যান্ডারসন

লন্ডন, ১১মে ঃ শেষ পর্যন্ত ক্যারিয়ারের ইতি টানছেন প্রথম ও একমাত্র পেসার হিসেবে টেস্টে ৭০০ উইকেট নেওয়া জেমস অ্যান্ডারসন। ইংল্যান্ডের গ্রীষ্মকালীন মরসুম শেষেই ২২ বছরের ক্যারিয়ারের সমাপ্তি ঘটবে এই পেসারের, ক্রীড়া মহলে এমনটাই শোনা যাচ্ছে। অ্যান্ডারসন অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামের সঙ্গে আলোচনার পর। ম্যাককালাম অ্যান্ডারসনকে জানিয়েছেন, টেস্ট দল নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চাইছেন তাঁরা। চলতি গ্রীষ্মে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মোট ৬টি টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড। এর মধ্যে আগস্টের শেষ দিকে ওল্ড ট্রাফোর্ডে একটি টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড। অ্যান্ডারসনের সম্ভাব্য বিদায়ী টেস্ট ধরা হচ্ছে সেটিকে।

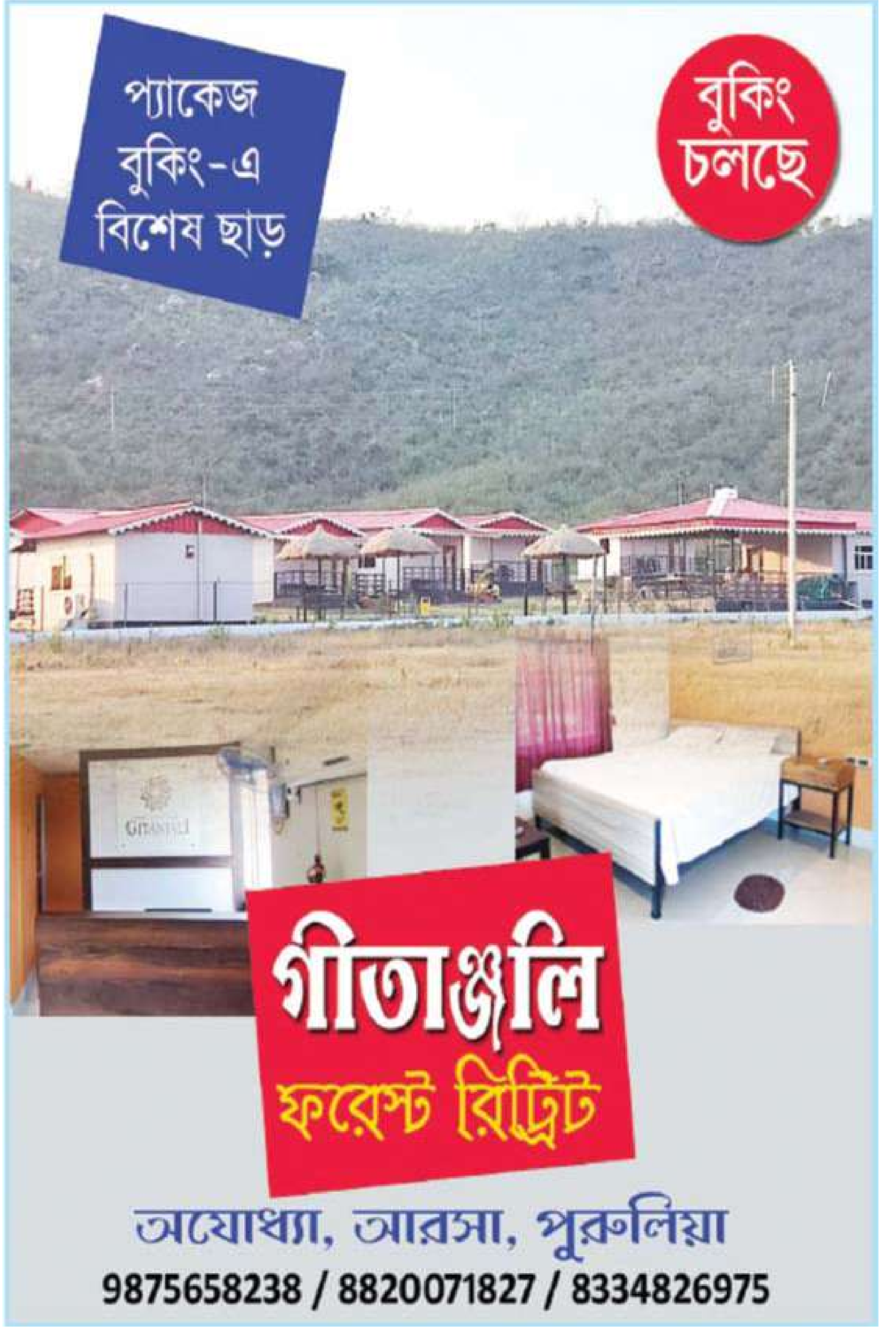

ওচোয়ার 'বিশ্বস্ত হাত' ছাড়াই কোপায় মেক্সিকো

১১ মে ঃ গিয়ের্মো ওচোয়া-নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশ্বকাপ। মেক্সিকোর গোলপোস্টে 'চীনের প্রাচীর' হয়ে বিশ্বকাপে অনেকের মন জয় করেছেন ওচোয়া। জুলাইয়ে ৩৯ বছর বয়সে পা রাখতে যাওয়া এই গোলকিপারকে দেখা যাবে কোপা আমেরিকায়। ২০ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকার জন্য গতকাল নিজেদের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে মেক্সিকো। ওচোয়া, রাউল হিমিনেজ ও হারভিং লোজানোর মতো অভিজ্ঞ খেলোয়া।দের ছা।ই কোপায় খেলবে মেক্সিকো। ২০০5 সালে মেক্সিকো জাতীয় দলে অভিষিক্ত ওচোয়া জাতীয় দলের হয়ে ১৫০ ম্যাচ খেলেছেন। মেক্সিকোর জার্সিতে সর্বোচ্চসংখ্যক ম্যাচ খেলার তালিকায় তৃতীয় ইতালিয়ান ক্লাব সালেরনিতানার এই গোলকিপার। তবে গোলকিপার হিসেবে মেক্সিকোর হয়ে তাঁর চেয়ে বেশি ম্যাচ কেউ খেলেননি। ফুলহামের ৩৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড হিমিনেজ মেক্সিকোর হয়ে ১০৪ ম্যাচে ৩৩ গোল করেছেন। মেক্সিকোর হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ষষ্ঠ হিমিনেজ। পিএসভি উইঙ্গার লোজানো মেক্সিকোর হয়ে খেলেছেন ৭০ ম্যাচ। মোট ১০টি বিশ্বকাপ আসরে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে এই তিন খেলোয়া।রে। মেক্সিকোর কোপা আমেরিকা স্কোয়াড-গোলকিপার-লুইস মালাগন, হুলিও গঞ্জালেস, রাউল র‍্যানগেল। ডিফেন্ডার-হোর্হে সানচেজ, ইসরায়েল রেয়েস, ব্রায়ান গার্সিয়া, সিজার মন্তেস, ভিক্টর গুজমান, অ্যালেক্সিস পেনা, হোয়ান ভাসকুয়েজ, হোর্হে ওরোজোকো, জেরার্দো আরতেয়াগা, ব্রায়ান গঞ্জালেস। মিডফিল্ডার-এডসন আলভারেজ, লুইস রোমো, জর্ডান কারিল্লো, এরিক সানচেজ, ওরবেলিন পিনেদা, রবার্তো আলভারদো, লুইস শাভেজ, আঙ্গেদ্রস

মন্তানো, ফার্নান্দো বেলত্রান, কার্লোস রদ্রিগেজ। ফরোয়ার্ড-মার্সেলো ফ্লোরেস, সিজার হুয়ের্তা, হুলিয়ান কুইনোনেস, গিলের্মো মার্তিনেজ, সান্তিয়াগো হিমিনেজ, অ্যালেক্সিস ভেগা, ডিয়েগো লেইঞ্জ ও ইউরিয়েল আন্তুনা।২০০৬ থেকে সর্বশেষ বিশ্বকাপ পর্যন্ত মোট পাঁচটি বিশ্বকাপে মেক্সিকো দলে ছিলেন ওচোয়া। এর মধ্যে সর্বশেষ তিনটি বিশ্বকাপে (২০২২, ২০১৮, ২০১৪) ছিলেন মেক্সিকোর গোলপোস্ট ভরসার নাম। ২০০৬ ও ২০১০ বিশ্বকাপে বেঞ্চে ছিলেন ওচোয়া। তবে তাঁর সাম্প্রতিক ফর্ম ভালো যাচ্ছে না। নিজের ক্লাব সালেরনিতানার একাদশ থেকেও বাদ পড়েছেন। ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর চুক্তিও শেষ হওয়ার পথে। ওচোয়ার বাদ পড়া নিয়ে মেক্সিকোর কোচ হাইমে লোজানো বলেছেন, 'আমি মেমোর (ওচোয়া) সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে জানিয়েছি যে সিদ্ধান্তটি আমি নিয়েছি এবং তার অর্থ এই নয় যে সে প্রক্রিয়ায় (২০২৬ বিশ্বকাপ) নেই। আমরা শুধু অন্য খেলোয়া।দের একটু দেখতে চাই।'৩২ বছর বয়সী হিমিনেজ ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে খেলেছেন। এর মধ্যে সর্বশেষ বিশ্বকাপে ছিলেন বদলি। ফুলহামের হয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এ বছর ১৯৩ মিনিট খেললেও গত ৩১ ডিসেম্বরের পর থেকে গোলখরায় ভুগছেন হিমিনেজ। এর আগে মেক্সিকোর গ।। সর্বশেষ তিনটি স্কোয়াডেও জায়গা হয়নি হিমিনেজের। ২৮ বছর বয়সী লোজানো মেক্সিকোর হয়ে সর্বশেষ দুটি বিশ্বকাপে খেলেছেন। পিএসভির হয়ে এবার ডাচ লিগ জিতেছেন লোজানো। এই পথে ২২ ম্যাচে করেছেন ৬ গোল। সর্বশেষ ২০২২ বিশ্বকাপে মেক্সিকোর একাদশের হয়ে খেলা স্ট্রাইকার হেনরি মার্টিনেরও জায়গা হয়নি কোপার দলে। 'বি গ্রুপ থেকে ২২ জুন জ্যামাইকার মুখোমুখি হয়ে কোপা আমেরিকা অভিযান শুরু করবে মেক্সিকো। এই গ্রুপে মেক্সিকোর বাকি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডর।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com